



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2022

“মিষ্টি বাচ্চারা - সদ্ধতি প্রাপ্তির জন্য বাবার কাছে শপথ করো যে বাবা আমরা সর্বদা আপনাকে স্মরণ করবো”

*প্রশ্ন:- কোন পুরুষার্থের আধারে সত্যযুগী জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হয় ?

*উত্তর:- এখন সম্পূর্ণ বেগার হওয়ার পুরুষার্থ করো। পুরানো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মিটিয়ে যখন পুরোপুরি বেগার হবে তখনই সত্যযুগী জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এখন ট্রাস্টি হও। পুরানো আবর্জনা ইত্যাদি যা কিছু আছে সব ট্রান্সফার করো, বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে। বিনাশ সামনে দাড়িয়ে আছে তাই এখন পুরানো ব্যাগ ব্যাগেজ প্যাক করে নাও।

*গীত:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম.....

ওম্ শান্তি । তোমরা হলে স্টুডেন্ট। উঁচু থেকে উঁচু নলেজফুল পিতা তোমাদেরকে পড়ান, তাই নোট ইত্যাদি নিশ্চয়ই নেওয়া উচিত কারণ পুনরায় রিভাইজ করাতে ও অন্যদের বোঝাতে সহজ হয়। নাহলে মায়াও এমন যে অনেক পয়েন্টস ভুলিয়ে দেয়। এই সময় বাচ্চারা তোমাদের যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সঙ্গে। তোমরা যত শিববাবাকে স্মরণ করবে ততই মায়া বিস্মৃত করার চেষ্টা করবে। জ্ঞানের পয়েন্ট ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও খুব ভালো পয়েন্ট স্মরণে আসবে, তৎক্ষণাৎ সেসব হারিয়েও যাবে কারণ এই জ্ঞান হল নতুন। বাবা বলেন কল্প পূর্বেও এই জ্ঞান ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের প্রদান করেছিলাম। ব্রাহ্মণদেরই আপন করেন, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা। এই কথা গীতায় লেখা নেই। শাস্ত্র তো পরে লেখা হয়। যখন ধর্ম স্থাপন করা হয়, সেই সময় সব শাস্ত্র তৈরি হয় না। বাচ্চাদের বোঝানো হয় সর্ব প্রথমে হল জ্ঞান, পরে ভক্তি। প্রথমে সতোপ্রধান, পরে সতঃ, রজঃ, তমোতে আসতে হয় অতএব মানুষ যখন রজঃতে আসে তখন ভক্তি শুরু হয়। সতোপ্রধান সময়ে ভক্তি থাকে না। ড্রামাতে ভক্তি মার্গও ফিক্স আছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গে কাজে লাগে। তোমরা এই যে জ্ঞান ও যোগের বই ইত্যাদি নির্মাণ কর, সেসব পুনরায় পড়ে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। যদিও টিচাররা ছাড়া কেউ এই সব বুঝবে না। গীতার টিচার হলেন শ্রীমৎ ভগবান। উনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা, স্বর্গ রচনা করেন। উনি সকলের পিতা, তো অবশ্যই বাবার কাছে বর্সা, স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সত্য যুগে হল দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। এখন তোমরা হলে সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুর চিত্রে ৪-টি বর্ণ দেখানো হয় তাইনা। দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র... পঞ্চম বর্ণটি হল ব্রাহ্মণদের। কিন্তু তারা এই কথা একটুও জানেনা। উঁচু থেকে উঁচু হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মাকেও ভুলে গেছে। শিব হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের রচয়িতা। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়, কিন্তু তার তো কোনো অর্থ থাকে না। যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর হলেন তিন ভাই তবে তাদের পিতাও থাকা উচিত। অতএব ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা ও ক্ষত্রিয়... তিনটি ধর্মের রচয়িতা হলেন নিরাকার পিতা, যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। দেবতাদেরও ভগবান বলা যায় না তো মানুষদের কীভাবে বলা হবে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপরে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, পরে এই বতনে সর্ব প্রথম হলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে শিব জয়ন্তী পালন হয়, ত্রিমূর্তি জয়ন্তী কোথাও দেখানো হয় না কারণ তিন জনের জন্মদাতা কে, তা কেউ জানেনা। এই কথা বাবা এসে বলেন। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বিশ্বের মালিক, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। সূক্ষ্ম বতনে তো রাজত্বের কোনো কথা নেই। এখানে যারা পূজ্য স্বরূপে পরিণত হচ্ছে তাদেরকেই পূজারী হতে হবে। দেবতা, ক্ষত্রিয়.... এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে। এই বর্ণ গুলি ভারতেই আছে অন্য কেউ এই বর্ণে আসতে পারে না। এই ৫-টি বর্ণের চক্রে শুধুমাত্র তোমরা পরিক্রমা কর। পুরো ৮৪ জন্মও তোমাদেরকেই নিতে হয়। তোমরা জানো যে যথাযথভাবে আমরা ভারতবাসীরা, যারা দেবীদেবতা ধর্মের, তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র কেবল ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের খুলে যায়, পরে এই জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। তাহলে গীতার শাস্ত্র এলো কোথা থেকে। খ্রীষ্ট যখন ধর্ম স্থাপন করেন তখন বাইবেল শোনান না। উনি ধর্ম স্থাপন করেন পবিত্রতার শক্তি দিয়ে। বাইবেল ইত্যাদি পরে তৈরি হয়, যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। যদিও অর্ধেক কল্প পরে ভক্তি মার্গ আরম্ভ হয়। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি একের প্রতি, তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের। এখন তো ৫ তত্ত্বেরও পূজা করে, একেই বলা হয় তমোপ্রধান পূজা। সেসবও হতেই হবে। ভক্তি মার্গে শাস্ত্রও চাই। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো শাস্ত্র নেই। এখন মহাভারত যুদ্ধের বৃত্তান্ত গীতায় আছে। গায়নও আছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অবশ্যই যখন বিনাশ হবে তখনই সত্য যুগী রাজধানী স্থাপন হবে। সুতরাং ভগবান এই যজ্ঞ রচনা করেছেন, একেই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ বলা হয়। জ্ঞান প্রদান করেন শিববাবা। ভারতের শাস্ত্র বাস্তবে একটি-ই। যেমন খ্রীষ্টের বাইবেল - তার জীবন কাহিনীকে জ্ঞান বলা হয় না। আমাদের

হল জ্ঞানের কানেকশন। জ্ঞান প্রদান করেন একমাত্র বাবা, উনি বিশ্বের মালিক। ঠানকে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বলা হবে। সৃষ্টির মালিক উনি হন না। তোমরা বাচ্চারা হও সৃষ্টির মালিক। বাবা বলেন আমি অবশ্যই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, বাচ্চারা তোমাদের সঙ্গে ব্রহ্ম লোকে বাস করি। সেখানে যেমন বাবা থাকেন, আমরাও সেখানে যাব তো আমরাও হই মালিক।

বাবা বলেন তোমরা সব আত্মারা আমার সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে নিবাস করো। তো আমিও এবং তোমরাও হলে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। কিন্তু তোমাদের পদ মর্যাদা আমার থেকেও বেশি। তোমরা মহারাজা - মহারানী হও, তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও। তোমরা পতিত, আমি এসে তোমাদের পবিত্র করি। আমি তো জন্ম-মরণহীন, পরে সাধারণ দেহের আধার নিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমাদের শোনাই। এমন কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত নেই যে ব্রহ্মাণ্ড, সূক্ষ্মবতন এবং সৃষ্টি চক্রের রহস্য জানে, তোমরা বাচ্চারা কেবল জানো। তোমরা জানো জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। তাঁর মহিমা গান তখনই করা হয় যখন উনি আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। যদি জ্ঞান দান না করেন তাহলে মহিমা বর্ণনা করবে কীভাবে। উনি একবার এসে বাচ্চাদেরকে বর্ষা প্রদান করেন - ২১ জন্মের জন্য। ২১ জন্মের লিমিট আছে, এমন নয় সদাকালের জন্য দেবেন। ২১ বংশ অর্থাৎ ২১ বার বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত। কুল বা বংশ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্তকেই বলা হয়। ২১ বংশ তোমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। এমন নয় একের দ্বারা ২১ বংশের উদ্ধার হয়ে যাবে। এই কথাটি তো বোঝানো হয় যে এই রাজযোগের দ্বারা তোমরা রাজার রাজা হও, তারপরে সেখানে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। সেখানে তোমরা সদগতিতে থাকো। জ্ঞান তো তাদের দরকার যারা দুর্গতিতে আছে। এখন তোমরা সদগতির দিকে যাচ্ছ, দুর্গতিতে এনেছিল মায়া রাবণ। এখন সদগতিতে যেতে হলে বাবার আপন হতে হবে, প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা আমরা সর্বদা তোমার স্মরণে থাকবো। দেহের বোধ ত্যাগ করে দেহী রূপে অবস্থান করবো। গৃহস্থ থেকে আমরা পবিত্র থাকবো। মানুষ বলে এ কীকরে সম্ভব। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও তবে নিশ্চয়ই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে এবং চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। বাবার কাছে অবশ্যই স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হবে। দেবী দুনিয়ার রাজত্ব প্রাপ্তি হল তোমাদের জন্মগত অধিকার, সেই প্রাপ্তিই হচ্ছে। তারপরে যে যেরকম প্রতিজ্ঞা করে এবং বাবার সেবায় সহযোগ করে... এ কথা তো জানো যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও এসেই পড়বে, তাই বাবা বলেন নিজের পুরানো ব্যাগ ব্যাগেজ ইত্যাদি সব ট্রান্সফার করে দাও। তোমরা ট্রান্সিট হয়ে যাও। বাবা হলেন জহরীও লেনদেনও করেন। মানুষ মরলে সব কিছু ডোমকে দিয়ে দেওয়া হয়। তোমাদের এই পুরানো আবর্জনা সব কবরে যাবে তাই পুরানো জিনিস গুলির প্রতি আসক্তি মিটিয়ে দাও, একেবারে বেগার হও। বেগার টু প্রিন্স বাবাকে এবং বর্ষাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে, যা তোমাদের জন্মগত অধিকার। কেউ যখন আসে তাকে জিজ্ঞাসা করো বিশ্বের রচয়িতা কে? গড ফাদার তাইনা। স্বর্গ হল নতুন রচনা। যখন বাবা স্বর্গের রচনা করেন তবে নরকে কেন বাস করো? স্বর্গের মালিক হও না কেন! তোমাদেরকে নরকের বাদশাহ বানিয়েছে মায়া রাবণ। বাবা তো স্বর্গের বাদশাহ বানিয়ে দেন। রাবণ দুঃখ প্রদান করে তাই রাবণের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রাবণ দহন করে কিন্তু রাবণ দাহ হয় না। মানুষ বুঝতে পারে না রাবণ কি জিনিস। বলে খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে... গীতা শুনিয়েছেন। কিন্তু সেই সময় কোন্ ন্যাশনালিটি ছিল সেই কথা বোঝাতে হবে তাইনা। মায়া সম্পূর্ণ পতিত বানিয়ে দিয়েছে। কেউ জানেনা স্বর্গের রচয়িতা কে। অভিনেতা হয়েও ড্রামার রচয়িতা, নির্দেশককে জানেনা তাহলে কোনো কথাই নেই! বিশালতম যুদ্ধ হল - এই মহাভারতের যুদ্ধ বিনাশের জন্য। গায়নও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা... এমন গায়ন করা হয় না কৃষ্ণের দ্বারা স্থাপনা। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ হল সুবিখ্যাত, যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাবা স্বয়ং বলেন আমি এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করি। তোমরা হলে সত্য ব্রাহ্মণ, রুহানী পান্ডা। তোমাদেরকে এখন বাবার কাছে যেতে হবে। সেখান থেকে এই পতিত দুনিয়ায় আসতে হবে। এই সেন্টার গুলি হল প্রকৃত সত্য তীর্থ, সত্য খণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লৌকিক তীর্থ গুলি হল মিথ্যা খণ্ডের জন্য। সেসব হল জাগতিক দেহ বোধের যাত্রা। এ হল দেহী অভিমাত্রী যাত্রা।

তোমরা জানো পুনরায় নতুন দুনিয়ায় এসে নিজের স্বর্ণ মহল নির্মাণ করবো। এমন নয় সাগরের তল থেকে কোনো মহল বেরিয়ে আসবে। তোমাদের তো অনেক খুশীতে থাকা উচিত। যেমন পড়াশোনায় চিন্তা থাকে ব্যারিস্টার হবো ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাদেরও চিন্তন চলা উচিত যে স্বর্গে এমন এমন মহল বানাবো। আমরা শপথ করছি লক্ষ্মীকে অবশ্যই বরণ করবো, সীতাকে নয়। এর জন্য খুব ভালো পুরুষার্থ করার প্রয়োজন আছে। বাবা এখন সত্য জ্ঞান শোনাচ্ছেন, যা ধারণ করে আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। নম্বর ওয়ানে আসেন শ্রীকৃষ্ণ। ম্যাট্রিক যে পাস করে তার নাম খবরের কাগজে বেরোয় তাইনা। তোমাদের স্কুলের লিস্টেরও গায়ন আছে। ৮ জন ফুল পাস, সুবিখ্যাত ৮-টি রত্ন আছে, যারা কর্তব্য পালন করে। ১০৮ এর মালা তো জপ করে। কেউ তো ১৬ হাজারের মালাও তৈরি করে। তোমরা পরিশ্রম করে সার্ভিস

করেছ ভারতের, তাই সবাই পূজা করে। এক হল ভক্ত মালা, দ্বিতীয় হল রুদ্র মালা।

এখন তোমরা জানো শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল মাতা এবং পিতা হলেন শিব। দৈবী বংশে সর্ব প্রথমে জন্ম হয় শ্রীকৃষ্ণের। রাধাও নিশ্চয়ই জন্ম নিয়ে থাকবে আরও অনেকেই তো পাশ করবে। পরম পিতা পরমাত্মার স্মৃতি বিস্মৃত হলে সম্পূর্ণ দুনিয়া অনাথ রূপে পরিণত হয়েছে। পরস্পর লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। তাদের কেউ নাথ নেই। এখন তোমাদের, বাবার পরিচয় সবাইকে প্রদান করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ বোধের ভান ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হয়ে স্মরণের যাত্রায় তৎপর থাকতে হবে, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে বাবার পুরোপুরি সহযোগী হতে হবে।

২) যা কিছু পুরানো আছে, সেসব থেকে আসক্তি মিটিয়ে ট্রাস্টি হয়ে বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করে, বিশ্বের মালিক হতে হবে।

বরদানঃ:-

সত্যতার সাথে সত্যতাপূর্ণ বোল এবং আচার-আচরণের দ্বারা এগিয়ে যাওয়া সফলতা মূর্তি ভব সदा যেন স্মরণে থাকে যে সত্যতার চিহ্ন হল সত্যতা। যদি তোমাদের মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে তবে সত্যতা কখনও ত্যাগ করবে না। সত্যতাকে প্রমাণিত করো কিন্তু সত্যতার সঙ্গে। সত্যতার প্রমাণ চিহ্ন হল নির্মাণ এবং অসত্যতার চিহ্ন হল জেদ (ক্রোধ যুক্ত)। অতএব যখন সত্যতাপূর্ণ বোল এবং আচরণ হবে তখনই সফলতা প্রাপ্ত হবে। এ' হল এগিয়ে যাওয়ার সাধন। যদি সত্যতা আছে এবং সত্যতা নেই তবে সফলতা প্রাপ্ত হবে না।

স্লোগানঃ:-

সম্বন্ধ - সম্পর্ক এবং স্থিতিতে লাইট (হাল্কা) থাকো, দিনচর্যায় নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মাতা-পিতার বংশতালিকায় আসতে হলে সম্পূর্ণরূপে ফলো করো, তাদের সমান মিষ্টি হও, ভালোভাবে পড়াশোনা করো”

*প্রশ্ন:- কি এমন গুপ্ত, গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্য যুক্ত কথা বোঝার জন্য অত্যন্ত ভালো বুদ্ধি চাই ?

*উত্তর:- ব্রহ্মা সরস্বতী বাস্তুবে মাঙ্গা বাবা নন, সরস্বতী তো হলেন ব্রহ্মার কন্যা, তিনিও হলেন ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মাই তোমাদের বড় মা কিন্তু পুরুষ হওয়ার কারণে মাতা জগদম্বাকে বলে দিয়েছে। এ হল অত্যন্ত রহস্য যুক্ত গুপ্তকথা, যেটা বোঝার জন্য অত্যন্ত ভালো বুদ্ধি চাই। ১) সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যায়না। প্রজাপিতা এখানে আছেন। এই ব্যক্ত যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যান তখন সম্পূর্ণ রূপ দেখা যায়। সেখানে মুক্তি ভাষা চলে অর্থাৎ ঈশারায় বার্তালাপ হয়। সেখানে দেবতাদের আসর বসে। এটাও হল বোঝার জন্য অত্যন্ত গুপ্ত কথা।

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে এটা হল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। এখানে কে পড়ান ? ঈশ্বর। ঈশ্বর তো হলেন এক, তাঁর শাস্ত্রও এক হওয়া চাই। যেরকম ধর্ম স্থাপক একজনই হন, তাঁর শাস্ত্রও এক হওয়া চাই। তথাপি ছোট ছোট কিছু পুস্তক বানিয়ে দেয়। সেভাবে শাস্ত্র তো একটাই হয়। তো এটা হল গডফাদারের ইউনিভার্সিটি। সেইরকম ভাবে ফাদারের ইউনিভার্সিটি তো কিছু হয়না। গভর্নমেন্টের ইউনিভার্সিটি হয়। একে বলা যায় মাদার ফাদার-এর ইউনিভার্সিটি। কিরকম মাদার ফাদার ? পুনরায় বলবে গড-গডেজ। গাইতেও থাকে - তুমি হলে মাতা-পিতা... তো অবশ্যই পিতাই প্রথম হবেন। ভগবানুবাচ। ভগবান বসে পড়াচ্ছেন আর অন্যান্য সব জায়গায় মানুষ মানুষকে পড়ায়। এখানে নিরাকার বাবা তোমাদের আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই বিচিত্র কথা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। এইরকম কেউই বলবে না যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা গডফাদার আমাকে পড়াচ্ছেন। এখানে তোমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। কারোরই বুদ্ধিতে এই কথা হবে না। না যে পড়ছে তাদের বুদ্ধিতে হবে আর না যে পড়াচ্ছে তার বুদ্ধিতে হবে। এখানে তোমরা জানো যে গডফাদার আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সকলের ফাদার উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন তিনি এক আর অন্য কোনো ফাদার নেই। ব্রহ্মারও ফাদার হলেন তিনি। তোমাদেরকেও পড়াচ্ছেন তিনি। ব্রহ্মা পড়ান না। নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন। যদিও মানুষ জানে যে - ব্রহ্মা সরস্বতী হলে অ্যাডাম আর ইভ। কিন্তু তাঁদের থেকেও উচ্চ হলেন নিরাকার। এঁনারা তো তবুও সাকারে আছেন। বাচ্চাদের এটা জানা আছে যে নিরাকার এসে পড়াচ্ছেন। তোমাদেরকেও জ্ঞান প্রদান করেন সেই গডফাদার। বলেন যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তোমাদেরকে এই জ্ঞান পড়তে হবে। বাস্তুবে গৃহস্থ ব্যবহারে কেউ পড়াশোনা করে না। খুব অল্পসংখ্যকই আছে যে দ্বিতীয়বার কোর্স করে। এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে যে আমাদেরকে নিরাকার পরমাত্মা পড়াচ্ছেন এই সাকার মাঙ্গা-বাবাও তাঁর কাছে পড়ছেন। এটা হল অত্যন্ত গুপ্তকথা। যতক্ষণ না বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরা যদিও এঁনাকে অর্থাৎ সরস্বতীকে মাঙ্গা বলে থাকো কিন্তু তোমরা জানো যে ইনি হলেন ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড কন্যা। অ্যাডাপ্ট তো তোমরাও হয়েছ। কিন্তু তোমাদেরকে মাঙ্গা বলা যায় না। এটা হল দৈবী পরিবার। মাঙ্গা, বাবা, দাদা, ভাই-বোন তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। তিনিও হলেন ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী। কিন্তু তাঁকে জগদম্বা বলে থাকো, কেননা এই ব্রহ্মা তো হলেন পুরুষ। মাঙ্গাকেও এঁনার দ্বারা শিব বাবা রচনা করেছেন। কিন্তু নিয়ম অনুসারে মাতা চাই, এই জন্য এঁনাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে। এটা হল রমণীয় কথা। নতুনরা কেউই বুঝতে পারবে না। যতক্ষণ না তার বুদ্ধিতে বাবা আর রচনার পরিচয় জানা নেই ততক্ষণ অত্যন্ত কঠিন তার বুঝতে পারে। কাউকে বোঝাতেও সে পারেনা।

বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া, ডাক্তারি পড়া, এইসব হল মানুষের পড়া। মানুষ মানুষকে পড়ায়। এইরকম কখনো কেউ বলতে পারে না যে আমি আত্মা, আত্মাদেরকে পড়াচ্ছি। এখানে তোমাদেরকে দেহ-অভিমান থেকে বের করে দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। দেহ অভিমান হল প্রথম নম্বরের বিকার। দেহী-অভিমানী কেউই নেই। জানে যে আত্মা আর শরীর হলো দুটো আলাদা জিনিস। কিন্তু আত্মা কোথা থেকে আসে, তার বাবা কে, এটা জানেনা। এ হল নতুন কথা, নতুন বিশ্বের জন্য। নিউ দিল্লি বলা হয় কিন্তু নিউ ওয়ার্ল্ড এর নাম দিল্লি হয়না, তাকে পরিস্থান বলা হয়। সবার প্রথমে এটা নিশ্চয় হওয়া চাই যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। দৈবী সন্তান আর আসুরিক সন্তানের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। তারা হল

ব্রষ্টাচারী আর তোমরা হলে শ্রেষ্ঠাচারী। গাইতেও থাকে, হে পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও। গুরু নানকও বলেছেন যে ভগবান এসে নোংরা কাপড় পরিষ্কার করেন। তোমরা নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী কীভাবে হও, এইসব বোঝার জন্য অনেক রহস্য আছে। সর্বদা পূজ্য হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজ্য বানিয়েছেন। তারও পূর্বে মাতা-পিতাকে বানিয়েছেন, মাম্মা বাবাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। পতিতকে পাবন বানান। তিনি আসেনই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্য, এইজন্য ব্রহ্মার চিত্র উপরে দেওয়া হয়েছে। নীচেও পুনরায় তপস্যা করতে দেখানো হয়েছে। পতিতদেরকে অ্যাডাপ্ট করেন। ব্রহ্মা সরস্বতী আর বাম্বাদের নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা দেবী দেবতা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছে। এরাই হল ঈশ্বরীয় সন্তান অথবা ঈশ্বরীয় বংশলতিকার। এক বীজ থেকে এই বংশলতিকা বেরিয়ে আসে। সেটা হল আত্মাদের বংশলতিকা আর এটা হল মানুষের বংশলতিকা। রুদ্রমালাও হল আত্মাদের বংশলতিকা। পুনরায় মানুষের বংশলতিকা কীরকম হবে? দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র... এটা হল রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান, যেটা তোমরা বাম্বারাই শুনছো। কিন্তু নশ্বরের ক্রমে ধারণা হওয়ার কারণে রাজা রানীও তৈরি হয় তো প্রজাও তৈরি হয়। পুরুষার্থ এমন করতে হবে যে মাম্মা-বাবাকে ফলো করবে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। মাম্মা খুব মিষ্টি ছিলেন, এই জন্য সবাই তাঁকে স্মরণ করে। এই মাম্মা বাবা আর বাম্বারা তোমাদেরকেও মিষ্টি বানাচ্ছেন শিব বাবা। মাম্মা বাবা আর বাম্বারা, যারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাদের বংশলতিকা তৈরি হয়। সেই বংশলতিকা তো অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। সরস্বতীকে বীণা দিয়ে দিয়েছে আর কৃষ্ণকে বাঁশী দিয়ে দিয়েছে। কেবল নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাবা বলেন যে ভালোভাবে পড়ো। যেরকম স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে তো তাদের বুদ্ধিতে সমগ্র হিস্ট্রি জিওগ্রাফি থাকে। মোহাম্মদ গজনী কবে এসেছিল, কীভাবে লুট করে নিয়ে গেছে। মুসলমানরা অমুক জায়গায় লড়াই করেছে। ইসলাম বৌদ্ধ যারাই এসেছে, তাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সবাই জানে। কিন্তু এই অসীমের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউই জানেনা। নতুন দুনিয়া পুনরায় পুরানো কীভাবে হয়, ড্রামা কোথা থেকে শুরু হয়। মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন পুনরায় স্থূলবতন পুনরায় এখানে এই চক্র কীভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, এই পড়া তোমরা বাম্বারাই এখন পড়ছো। মূলবতন হল আত্মাদের নিবাস স্থান। সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর থাকেন। যে আত্মারা প্রথমে পবিত্র ছিল, তারাই আবার পতিত কীভাবে হয়েছে, পুনরায় পবিত্র কীভাবে হবে, এইসব বোঝানো হয়। সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা তো এখানে আছেন। তোমাদের সাক্ষাৎকার হতে থাকে। যখন এই ব্যক্ত ব্রহ্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন সেখানে সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপ দেখা যায়। যেরকম সাদা লাইটের সূক্ষ্ম রূপ হয়। বার্তালাপও মুভিতে অর্থাৎ ঈশারায় চলতে থাকে। সূক্ষ্ম বতন কি জিনিস, সেখানে কে যেতে পারে - এটা তোমরা জানো। সেখানে মাম্মা-বাবাকে তোমরা দেখতে পাও। সেখানে দেবতারো আসেন সেই আসরে। কেননা দেবতারো পতিত দুনিয়াতে তো পা রাখেন না। এইজন্য সূক্ষ্ম বতনে মিলিত হন। সেটা হলো বাবার বাড়ির আর শ্বশুরের বাড়ির আত্মাদের মিলনস্থল। না হলে তো তোমরা ব্রাহ্মণেরো আর দেবতারো কীভাবে মিলন করবে! তো এই হল মিলনের যুক্তি। সম্মুখে সাক্ষাৎকার করাও হল বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া। এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত আছে। যেরকম মীরার ঘরে বসে বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হতো, রাস করতো। শুরুতে তোমরাও বহু সাক্ষাৎকার করেছিলে। রাজধানী কীভাবে চলবে, সেখানকার রীতি-রেওয়াজ সবকিছু দেখে এসে বলতে। সেই সময় তোমরা খুব অল্প সংখ্যক ছিলে। অন্যরা সবাই অস্তিমকালে দেখবে। দুনিয়ার মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতেই থাকবে আর তোমরা সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। মানুষ তো হাহাকার করতে থাকবে। কারোর সম্পত্তি ধুলায় মিশে যাবে... এই সময় প্রজার উপর প্রজার রাজ্য চলছে। তথাপি তাদের পজিশন কতইনা উচ্চ। কিন্তু এই সময় কারোরই পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ না হওয়ার কারণে তাকে চিনতেও পারে না। যার সাথে কন্যার বিবাহ হবে তার সাথে যখন পরিচয় করানো হয় তখন তার সাথে ভালোবাসা শুরু হয়ে যায়। আর যতদিন পরিচয় ছিল না ততদিন তার সাথে ভালোবাসাও ছিল না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রীতি আছে। নিরন্তর স্মরণ করার জন্যও প্রীতি চাই কিন্তু প্রীতমকে ভুলে যায়। এই বাবা (ব্রহ্মা) বলছেন যে আমিও ভুলে যাই।

বাম্বারা ৫ হাজার বছর বাদে তোমাদের এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে নিজেকে আত্মা মনে করো, পরমাত্মাকে স্মরণ করো, এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম ভঙ্গ হবে। এখন তো বিকর্মাজিত হতে হবে। সবার প্রথমে যারা সত্যযুগে আসে, তাদেরকে বিকর্মাজিত বলা হবে। পতিতকে বিকর্মী, পাবনকে সুকর্মী বলা হবে। বিকর্মাজিত রাজ্য হয়ে থাকে সত্যযুগে। তারপর বিকর্মের সম্বন্ধ চলতে থাকে। ২৫০০ বছর বিকর্মাজিত তারপর তারাই বিকর্মী হয়ে যায়। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো বিকর্মাজিত রাজত্বে আসার জন্য। মোহজিৎ রাজার অনেক বড় কাহিনী রয়েছে। পতিত রাজত্ব কখন চলে, পবিত্র রাজত্ব কখন চলে - এই সবকিছু তোমরাই জানো। শিব বাবা পবিত্র বানান, তারও চিত্র রয়েছে। এর ওপরে তাই লিখতে হয় - ভারত টুডে, ভারত টুমরো (আজকের ভারত আর কালকের ভারত) তোমাদেরকে ওইরূপ হতে তো হবে, তাই না!

তোমরা জানো যে, এটা হলই মৃত্যুলোক। যেখানে অকালে মৃত্যু হতে থাকে। সেখানে এই রকম হয় না। সেইজন্য ওটাকে অমরলোক বলা হয়। রামরাজ্য সত্যযুগ থেকে শুরু হয়। রাবণ রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয়। এই সব কথা তোমরাই বুঝতে পারো। সকল মানুষ তো কুস্কর্ষণের নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে। বাম্বারা আমি তোমাদেরকে সব রহস্য বুঝিয়ে বলি। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তোমাদেরকে আমি বোঝাই। এতে এই ব্রহ্মা সরস্বতীও এসে যায়। তিনি হলেন জগদম্বা। মহিমা বাড়ানোর জন্য এনার (জগদম্বা) গায়ন রয়েছে। বাকি বাস্তবে এই বড় মাম্মা হলেন ব্রহ্মাই। কিন্তু শরীর হল পুরুষের। এ সব হল অত্যন্ত গূহ্য বিষয়। জগৎ অম্বার তো নিশ্চয়ই মাম্মা কেউ থাকবে। তিনি তো হলেন ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু সরস্বতীর মাম্মা কোথায়? কার দ্বারা ইনি রচিত হয়েছেন? তো এই ব্রহ্মা হয়ে যান - বড় মা। এনার দ্বারাই (শিব বাবা) পুত্র এবং কন্যাদের রচনা করেন। এই সব বিষয়কে বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন। কুমারীরা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে। মাম্মাও হলেন কুমারী। যখন ব্রহ্মর্চ্য ভঙ্গ হয়ে যায় তখন ধারণা হয় না। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগে ছিল, কিন্তু তাকে পবিত্র গার্হস্থ্য বলা হত। এখানে হল পতিত। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কতো মহিমা করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এখানে তো কোনো মানুষই এই রকম হতে পারবে না। সেখানে রাবণ রাজ্যই নেই। দেহ-অহংকারের নামই থাকে না। সেখানে তাদের এই জ্ঞান রয়েছে যে আমরা এই পুরানো দেহকে ছেড়ে অন্যটা নেবো। আত্ম-অভিমानी থাকে। এখানে হল দেহ-অভিমानी। এখন তোমাদেরকে শেখানো হয় যে - নিজেকে আত্মা মনে করো, তোমাদেরকে এই পুরানো শরীরকে ছেড়ে ফিরে যেতে হবে। তারপর নতুন শরীর নতুন দুনিয়াতে জন্ম নেবো। বুঝতে পেরেছো - আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিরন্তর স্মরণে থাকার জন্য হৃদয়ের প্রীতি একমাত্র বাবার সাথে রাখতে হবে। প্রীতমকে কখনোই ভুলবে না।

২) বিকর্মাজিত রাজত্বে যাওয়ার জন্য মোহজিৎ হতে হবে, সুকর্ম করতে হবে। কোনো রকমের বিকর্ম করবে না।

বরদানঃ:- নিজের সূক্ষ্ম চেকিং এর দ্বারা পাপের বোঝাকে সমাপ্তকারী সমান বা সম্পন্ন ডব
যদি কোনো প্রকারের অসত্য বা ব্যর্থ বিষয়কে দেখলে, শুনলে আর সেটাকে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিলে, শুনে
যদি নিজের মধ্যে সেই কথাকে সমাযিত করে না নাও, ব্যর্থ কথাকে একে ওকে বলে ছড়ানো - এও পাপেরই
অংশ। এই ছোট ছোট পাপ উড়তি কলার অনুভবকে সমাপ্ত করে দেয়। এই রকম সমাচার শুনলেও তাদের
ওপরে তার চেয়েও বেশী পাপ চড়ে যায়। সেইজন্য নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করে এই রকম পাপের বোঝাকে
সমাপ্ত করো, তবেই বাবার সমান বা সম্পন্ন হতে পারবে।

স্নোগানঃ:- অজুহাত দেখানোকে (বাহানাবাজী) মার্জ (লুপ্ত) করে দাও, তবে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ইমার্জ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সঙ্গমে আত্মাদের সাথে পরমাত্মার বিচিত্র মিলন"

আজ, অনেক বারের মিলিত হওয়া হারানিধি বাচ্চারা আবারও এসে মিলিত হয়েছে। বাবাও সেই পূর্ব পরিচয়েই বাচ্চাদের দেখছেন আর বাচ্চারাও সেই "অনেক বার মিলিত হওয়ার স্মৃতিতে" মিলিত হচ্ছে। এই মিলন আত্মা ও পরমাত্মা বাবার বিচিত্র মিলন। সারা কল্পে কোনও আত্মা এই স্মৃতিতে মিলিত হতে পারে না যে, পূর্বে অনেকবার মিলিত হওয়ার পর আবারও একবার তাঁর সাথে মিলিত হচ্ছে। যদিও সময় সময়তে এসে ধর্ম-পিতারা নিজেদের ফলোয়ার্সকে উপর থেকে নিচে নিয়ে এসেছে কিন্তু ধর্ম-পিতারাও এই স্মৃতিতে মিলিত হয় না যে, অনেক কল্প তারা পূর্বে মিলিত হওয়ার পর আবারও মিলিত হচ্ছে।

এই স্পষ্ট স্মৃতির দ্বারা পরমপিতা ব্যতীত কেউ আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। যদিও এই কল্পে প্রথমবার মিলিত হচ্ছে, কিন্তু পুরানো স্মৃতি, পুরানো পরিচিতি যা আত্মাদের মধ্যে সংস্কারের রূপে রেকর্ড হয়ে রয়েছে, সেই সংস্কারই ইমার্জ হয়ে যায় আর হৃদয় থেকে এই স্মৃতির আওয়াজ আসে - ইঁনি আমার সেই বাবা। বাচ্চারা বলে, তুমি আমার আর বাবা বলেন, তোমরা আমার। "আমার" সঙ্কল্প উৎপন্ন হওয়া মাত্র সেই সেকেন্ডে সেই শক্তিশালী স্মৃতির দ্বারা সঙ্কল্প থেকে নতুন জীবন আর নতুন জগৎ প্রাপ্ত হয়ে যায়। আর সদাসর্বদার জন্য "আমার বাবা" - এই স্মৃতিস্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। যেরকম স্মৃতিস্বরূপ হয়েছে তো স্মৃতির রিটার্নে সমর্থ-স্বরূপও তো হয়েছে। সমর্থ-স্বরূপ হয়েছে তো না, দুর্বল-স্বরূপ হওনি, তাই না? আর যে যত স্মৃতিতে থাকে, ততই সম্পন্নতার অধিকার আপনা থেকেই প্রাপ্ত করে। যেখানে স্মৃতি সেখানে সম্পন্নতা আছেই। সামান্যও বিস্মৃতি যদি হয় তো ব্যর্থ, হয় তা' ব্যর্থ সঙ্কল্প হোক, বা বোল হোক বা কর্ম। সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে এই দৃষ্টিতে দেখেন যে প্রত্যেক বাচ্চা স্মৃতিস্বরূপ তথা সম্পন্ন (সমর্থ)। আজও পর্যন্ত তোমরা শুনছ ভক্তরা তোমাদের স্মরণ করছে। তোমাদের স্মৃতিতে নিয়ে এসেছ "আমার বাবা" তো ভক্ত আত্মাও এটাই স্মরণ করছে আমার ইষ্ট দেব বা দেবী। যেভাবে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের গভীর ভালোবাসায় বাবাকে স্মরণ করছে, ভক্ত আত্মারাও ঠিক ততটাই তোমরা সব ইষ্ট আত্মাকে হৃদয়ের গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করে। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যেও কেউ কেউ হৃদয়ের স্নেহের সম্বন্ধে স্মরণ করে আর অন্যরা নলেজের আধারে মস্তিষ্ক দ্বারা সম্বন্ধ অনুভব করার বারংবার প্রচেষ্টা চালায়, যেখানে হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধ অতি প্রিয় অর্থাৎ সমীপ সেখানে স্মৃতি ভুলে যাওয়া মুশকিল। যেখানে সম্বন্ধ শুধু নলেজের আধারে, কিন্তু হৃদয়ের অটুট স্নেহ নেই, সেখানে স্মরণ কখনো সহজ, কখনো কঠিন হয়। যেমন শরীরের শিরায় শিরায় ব্লাড সমাহিত হয়ে আছে, সেইরকম আত্মাতে প্রতিনিয়ত অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত স্মরণ সমাহিত হয়ে আছে। একে বলে হৃদয়ের স্নেহ সম্পন্ন নিরন্তর স্মরণ। যেমন, ভক্ত আত্মারা বাবার জন্য বলে - যেখানেই দেখি, শুধুই তুমিই তুমি। ঠিক সেইরকমই বাবার স্নেহী সমান আত্মাদের যে দেখবে সেই যেন অনুভব করে যে, এঁদের দৃষ্টিতে, বোলে, কর্মে পরমাত্মা বাবাই অনুভূত হন। এমন আত্মাদের বলে স্নেহী তথা বাবা সমান। তাহলে, স্মৃতিস্বরূপ তো তোমরা সবাই, তোমাদের সবার সম্বন্ধও আছে, সবার অধিকারও আছে, কারণ বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধে সবার ফুল (full) অধিকার আছে। সবাই বলে আমার বাবা। কেউ বলে না আমার বাবা, আমার কাকা। অধিকারের সম্বন্ধ হওয়ার কারণে সর্বপ্রাপ্তির উত্তরাধিকারের অধিকারী হও তোমরা। যদি বা তোমরা ৫০ বছরেরও হও, অথবা ৬মাসের, 'আমার' বলায় অধিকারী তো হয়েই গেছ। কিন্তু কীসে প্রভেদ হয়? বাবা তো সবাইকে একইরকম অধিকার দেন, কারণ তিনি সবাইকে অক্ষয় উত্তরাধিকার দেওয়ার দাতা। শুধুমাত্র আড়াই লাখ কেন, যদি সব আত্মাও অধিকারী হয়, তার থেকেও সংখ্যাগত ধন-ভান্ডার বাবার কাছে আছে। সুতরাং তিনি কম কেন দেবেন? তাইতো দাতা সবাইকে এক রকমই দেন কিন্তু তারতম্য হয় গ্রহীতার মধ্যে। কেউ কেউ উত্তরাধিকারের এবং ধনভান্ডারের প্রাপ্তি সময় অনুসারে নিজের জন্য কিংবা সেবার জন্য কার্যে প্রয়োগ করে তার লাভ অনুভব করে, সেইজন্য বাবার ধনভান্ডারকে আপন ধনভান্ডার বানিয়ে নেয়, অর্থাৎ নিজের মধ্যে সমাহিত করে নেয়, তাইতো সব ধনভান্ডার ইউজ করার অনুভব থেকে খুশি আর নেশায় থাকে। শুদ্ধ নেশা, উন্টো ধরণের নয় ! আর অন্যান্যদের ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয় - তারা এই খুশিতে থাকে - এটা আমার। কিন্তু শুধুমাত্র আমার, তা' কার্যে প্রয়োগ করে না। কোনও অমূল্য বস্তুকে শুধু নিজের কাছে স্টকে জমিয়ে রেখেছে, কিন্তু শুধু জমা করার আর ইউজ করার অনুভূতিতে প্রভেদ আছে। কার্যে যত বেশি ব্যবহার হয়, ততই আরও শক্তি বাড়ে, তারা সদা করে না, কখনো কখনো করে, সেইজন্য যারা সদা করে আর যারা কখনো কখনো করে তাদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কার্য-ব্যবহারের বিধি ইউজ করে না। সুতরাং দাতা পার্থক্য করেন না, গ্রহীতাদের মধ্যে তারতম্য হয়ে যায়। তোমরা সবাই কে? কার্যে

প্রয়োগকারী নাকি শুধু জমা দেখে খুশি হও? তোমরা প্রথম নম্বরের নাকি দ্বিতীয় নম্বরের?

বাপদাদা তো খুশি হন যে তোমরা সবাই নম্বর ওয়ান, নাকি এই সময়ে নম্বর ওয়ান? বাপদাদা সবসময়ই বলেন সদা বাচ্চাদের মুখে গোলাপজাম হোক। তোমরা যা বলো সেটা করা মানে মুখে সদা গোলাপজাম। দুনিয়ার লোকে বলে মুখে গোলাপ। কিন্তু গোলাপে মুখ মিষ্টি হবে না, সেইজন্য গোলাপজাম যদি সদা তোমাদের মুখে থাকে তাহলে সদাই এইভাবে হাসতে থাকবে। আচ্ছা !

নতুন নতুন অনেকে আবারও মিলনের জন্য এখানে পৌঁছে গেছে। যারাই এই কল্পে আবারও মিলন উদযাপন করছে, সেই বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা বিশেষ স্নেহের বরদান দেন যে, সদা নিজের মস্তকে বাবার হাত অনুভব করে চলো। যার মাথার উপরে বাবার হাত আছে, সে সদা এই বরদানের অনুভবে সব বিষয়ে সেফ। এই বরদানের হাত সব বিষয়ে তোমার সেফটির সাধন। সর্বাপেক্ষা বড় সিক্যুরিটি এটাই।

নিমিত্ত হওয়াতে সব টিচারের নির্ভীকতা দেখে বাপদাদা খুশি। নির্ভীকতা বজায় রেখে তোমরা তো নিমিত্ত হয়েই যাও, তাই না? টিচার নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ অসীম স্টেজে হিরো পার্ট প্লে করা। যেমন সীমাবদ্ধ স্টেজে হিরো পার্টধারী আত্মার দিকে সবার বিশেষ অ্যাটেনশন থাকে, সেইরকমই যে আত্মাদের তোমরা নিমিত্ত হও, বিশেষভাবে তারা এবং জেনারেল সব আত্মা নিমিত্ত হওয়া টিচারদের সেই দৃষ্টিতে দেখে। সবার বিশেষ অ্যাটেনশন থাকে তো না ! সুতরাং টিচারদের নিজেদের মধ্যেও বিশেষ অ্যাটেনশন রাখা উচিত, কারণ সেবায় হিরো পার্টধারী হওয়া অর্থাৎ হিরো হওয়া। আশীর্বাদও টিচারদের বেশি প্রাপ্ত হয়। যত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, ততো নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। ড্রামা অনুসারে এটাও বিশেষ ভাগ্য। সুতরাং সদা এই প্রাপ্ত হওয়া ভাগ্যকে বাড়িয়ে চলো। একশ'থেকে হাজার, হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি, কোটি থেকে পদম্, পদম্ থেকেও পদ্মাপদম - সদা এই ভাগ্যকে বৃদ্ধি করে এগিয়ে যেতে হবে। একেই বলে, যোগ্য আদর্শ টিচার। বাপদাদা নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের অবশ্যই স্মরণ করেন এবং সদা অমৃতবেলায় "বাঃ বাচ্চারা বাঃ" এই আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। সেবাধারীরা শুনেছ? টিচার্স মানে নম্বর ওয়ান সেবাধারী। আচ্ছা !

চারিদিক থেকে আগত যারা অনেক কল্প স্বতন্ত্র ও অনুপম এবং মধুর মিলন উদযাপন করে, সদা প্রাপ্ত হওয়া অবিনাশী উত্তরাধিকারের সমুদয় ভান্ডারকে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করে, সদা হৃদয় দিয়ে অতি স্নেহী আর বাবা সমান হয়ে স্বয়ং-এর মাধ্যমে বাবার অনুভব করায়, সদা স্মৃতিস্বরূপ তথা সম্পন্নস্বরূপ হয় ভক্তের দ্বারা, সদা নিজের প্রাপ্ত ভাগ্যকে বিতরণ করে অর্থাৎ ভাগ্যবৃদ্ধি করে - সেইরকম মাস্টার দাতা সম্পন্ন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

ডবল বিদেশি ভাই-বোনেদের সাথে গ্রুপ ওয়াইজ সাক্ষাৎ :-

১) সবাই তোমরা নিজেদের অনেক অনেক ভাগ্যবান মনে করো? কারণ কখনো তোমরা স্বপ্নেও সঞ্চল্ল করনি যে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে, কিন্তু এখন তোমরা সাকারে হয়েছ ! দেখ, কোথা কোথা থেকে বাপদাদা রঞ্জরাজি বাছাই করে, রঞ্জের মালা বানিয়েছেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের মালায় গাঁথা হয়ে গেছে। কখনো মালা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাও না তো? যে কোনও মালার বিশেষত্ব আর সৌন্দর্য কিরকম হয়? দানার সাথে দানা মিলেমিশে থাকে। যদি মাঝখানে মালার সুতো দেখা যায়, দানা দানার সাথে না লেগে থাকে তাহলে সুন্দর লাগবে না। তোমরা তো ব্রাহ্মণ পরিবারের মালায় আছ অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণ আত্মার সমীপে হয়ে গেছ। যেমন বাবার সমীপে থাকো, সেইরকমই বাবার সাথে সাথে পরিবারেরও সমীপে থাকো, কারণ শুধুমাত্র এই সময়ে এই স্বীকৃতির সাথে, পরিচয়ের সাথে এই পরিবারের সঙ্গে মিলিত হও। পরিবারে আনন্দ তো হয়, হয় না? এমন নয় যে শুধু বাবার স্মরণেই আনন্দ হয়। পরিবারের সাথে যোগ লাগাতে হবে না, বরং পরস্পরের সঙ্গে সমীপে থাকতে হবে। আড়াই লাথের এত বড় পরিবার কোথাও হবে? (এখন তো ৯-১০লাখ থেকেও বড় পরিবার) তাহলে পরিবার ভালো লাগে নাকি শুধু বাবা ভালো লাগে? যাদের শুধু বাবাকে ভালো লাগে তারা পরিবারে আসতে পারবে না। বাপদাদা পরিবারকে দেখে সদা উৎফুল্ল হন এবং সদা পরস্পরের বিশেষত্ব দেখে উৎফুল্ল থাকেন। সব ব্রাহ্মণ আত্মার প্রতি এই সঞ্চল্ল থাকে যে, বাঃ ব্রাহ্মণ-আত্মা বাঃ ! দেখ বাবার বাচ্চাদের সাথে এত ভালোবাসা আছে বলেই তো আসেন, তাই না? তা নয়তো উপরে বসেই তো মিলিত হতেন ! শুধু উপরে বসে তো মিলিত হন না। তোমরা বিদেশ থেকে আসো তো বাপদাদাও বিদেশ থেকে আসেন। দূর থেকেও অনেক দূর থেকে আসেন কিন্তু আসেন সেকেন্ডে। তোমরা সবাইই সেকেন্ডে উড়তি কলার অনুভব করো? সেকেন্ডে উড়তে পারো? তোমরা এতই ডবল লাইট হও, সঞ্চল্ল করেছ কি পৌঁছে গেলে। পরমধাম কোথায় বলার সাথে সাথে পৌঁছে গেলে, এমন প্র্যাক্টিস আছে? কোথাও আটকে যাও না তো? কখনো কোনো

মেঘছায়া হয়রান করে না তো? কেয়ারফুলও এবং ক্লিয়ারও - এই রকমই তো হয়, হয় না?

ডবল বিদেশি বাচ্চারা আসার সাথে সাথেই সেন্টার লাভ করে। খুব তাড়াতাড়ি টিচার হয়ে যায়, সেইজন্য সেবারও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। আশীর্বাদ পাওয়ার বিশেষ লিঙ্ক প্রাপ্ত হয়, এর সাথে আসা মাত্রই এত বিজি হয়ে যাও যে, আর অন্য কোনো বিষয়ে তোমাদের ফুরসতই হয় না, অতএব, বিজি হওয়ায় ঘাবড়ে যেও না, এটা গুড সাইন। কেউ কেউ বলে থাকে তো না - লৌকিক কার্যও করতে হবে, আবার অলৌকিক সেবাও করতে হবে তদুপরি নিজের সেবাও করতে হবে - এতে তো অনেক বিজি থাকতে হয় ! কিন্তু এই রকম বিজি থাকা অর্থাৎ মায়াজিত হয়ে যাওয়া। এটা ঠিক লাগে নাকি লৌকিক জব করা কঠিন হয়? লৌকিক জব (চাকরি) যে করো তা' থেকে যে উপার্জন হয় সেটা কোথায় ব্যবহার করো? যেভাবে সময়কে উপযোগী বানাও সেই একইভাবে ধনও উপযোগী করে তোলা। তাহলে তন-মন-ধন তিনটেই কার্যকর হয়ে যায়। এই সবই সফল হয়ে যায়, তাই না ! সেইজন্য ক্লান্ত হয়োনা। তোমরা যখন সেন্টার খোলো তো কত আত্মারা সন্দেশ শোনার সাথে সাথে তাদের কল্যাণ হয়। তাইতো মন আর ধনের কানেকশন আছে, যেখানে ধন থাকবে, সেখানে মন থাকবে। যেখানে মন থাকবে, সেখানে ধন থাকবে। ডবল বিদেশিদের সর্বপ্রকারে সবকিছু সময়োপযোগী করে তোলায় ব্যস্ত দেখে বাপদাদা খুশি হন। সবাই তোমরা গোল্ডেন চ্যাম্পেলর। সদা স্মরণে রেখো যে, আমি সফলতামূর্তি আর সফলতা আমার গলার হার। যে কোনও কার্য করতে প্রথমে এটা ভাবো যে, সফলতা আমার গলার মালা। যেমন নিশ্চয় হবে তেমনই প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা।

২) তোমাদের এই সুইট সাইলেন্স প্রিয় লাগে, তাই না? কারণ আত্মার অরিজিনাল স্বরূপই সুইট সাইলেন্স। সুতরাং যে সময় চাও সেই সময় এই সুইট সাইলেন্সের স্থিতির অনুভব করতে পারো? কেননা, আত্মা এখন এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সেইজন্য যখন চাও তখন নিজের অরিজিনাল স্থিতিতে স্থিত হয়ে যায়। তোমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছ নাকি হতে হবে? এই বার মধুবনে দুটো শব্দ ছেড়ে দিয়ে যেও - সামথিং আর সামটাইম। এটা পছন্দ তো না? সবাই ছাড়বে? মনঃশক্তি বজায় রাখতে পারলে সহায়তা প্রাপ্ত হবে, কারণ এটা তো জানো ৬৩ জন্ম অনেক বন্ধনে থেকেছ আর এক জন্ম স্বতন্ত্র হওয়ার, এরই ফল হিসেবে অনেক জন্ম জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবে। সুতরাং ফাউন্ডেশন (ভিত্তি) এখানেই স্থাপন করতে হবে। যখন ফাউন্ডেশন এতটা মজবুত হবে তখনই তো ২১ জন্ম চলবে। যতটা নিজের প্রতি নিশ্চয় করবে ততোটাই নেশা হবে। বাবার প্রতি নিশ্চয়, নিজের প্রতিও নিশ্চয় আর ড্রামাতেও নিশ্চয়। তিন নিশ্চয়ে পাস হতে হবে। আচ্ছা - একেক রঞ্জের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। বাপদাদা সবার বিশেষত্বকে জানেন। এখন তোমাদের উল্লিতির হিসেবে নিজের বিশেষত্ব কার্যে যত ব্যবহার করবে ততই বিশেষত্ব বাড়তে থাকবে। দুনিয়ায় খরচ করলে ধন কমে যায়, কিন্তু এখানে যত ইউজ করবে, খরচ করবে ততই বাড়বে। সবাই তোমরা অনুভাবী তো না? সুতরাং এই বছরের এই বরদান স্মরণ রেখো - আমি বিশেষ আত্মা এবং বিশেষত্ব কার্যে ব্যবহার করে আরও বৃদ্ধি করবো। যেমন এখানে সামনে বসতে ভালো লাগে, ঠিক সেই রকমই ওখানে সদা কাছে থাকো। বাপদাদা সদা প্রত্যেককে এই শ্রেষ্ঠ নজরে দেখেন যে, প্রত্যেক বাচ্চা যোগীও আর যোগ্যও। আচ্ছা !

বরদান:- অন্যের পরিবর্তনের চিন্তা ছেড়ে নিজের পরিবর্তন করে শুভ চিন্তক ভব স্ব পরিবর্তন করাই শুভ চিন্তক হওয়া। যদি স্ব-কে ভুলে অন্যের পরিবর্তনের চিন্তা করো তবে সেটা শুভচিন্তন নয়। প্রথমে স্ব আর স্ব এর সাথে সবাই। যদি স্ব-এর পরিবর্তন না করো আর অন্যের শুভ চিন্তক হও তাহলে সফলতা লাভ হতে পারে না, সেইজন্য নিজেকে নিয়মনীতি অনুসারে চালনা করে স্ব-এর পরিবর্তন করো, এতেই লাভ। বাইরে থেকে কোনো লাভ যদি না দেখাও যায় কিন্তু ভিতর থেকে হালকা বোধ আর খুশির অনুভূতি হতে থাকবে।

স্লোগান:- সেবার জন্য যদি সদাসর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে তাহলে ছোট ছোট অসুস্থতা মার্জ হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1

Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে কর্মযোগী, চলতে-ফিরতে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে, অদ্বিতীয় পিতার স্মরণে থেকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্ন:- নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের লক্ষণ কি হবে ?

*উত্তর:- তাদের পুরোপুরি বাবার সঙ্গেই ভালবাসা থাকবে। বাবার প্রতিটি আঙ্গা পুরোপুরিভাবে পালন করবে। তাদের বুদ্ধি বহির্জগতে বিচরণ করতে পারে না। তারা রাতে জেগে থেকেও বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণে থেকে ভোজন তৈরী করবে।

*গীত:- তুমি রাত নষ্ট করলে ঘুমিয়ে, দিন নষ্ট করলে খেয়ে...

ওম শান্তি । বাচ্চারা, প্রথমে তোমাদের এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে বাবা তো এখানকার অধিবাসী নন। পরমধাম থেকে এখানে এসে আমাদের পড়ান। কি পড়ান ? সর্বোচ্চ পিতা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার সর্বোত্তম পড়া পড়িয়ে থাকেন। এই পড়া প্রসিদ্ধ, এর দ্বারাই অসুর থেকে দেবতা, বাঁদর থেকে মন্দিরের উপযুক্ত হয়ে যায়। এইসময় মানুষের চেহারা যদিও মানুষের মতন কিন্তু বিকার (বিকর্ম) বাঁদরের থেকেও বেশী। বাঁদরের থেকে তো মানুষের মধ্যে বেশী শক্তি আছে, শিখে শক্তি লাভ করে। এখানেও কেউ তো শিখে স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করে। কেউ আবার বিজ্ঞান শিখে নরকের বিনাশ করে। অবশ্যই স্থাপনা আর বিনাশের কার্য এখনই চলছে। বিনাশ সর্বদা পুরোনো জিনিসেরই হয়ে থাকে। ওরা সকলেই রাবণকে সেলাম করে। তোমরাই কেবল রামকে স্মরণ করো। বাচ্চারা, তোমরা রাম আর রাবণ উভয়কেই জানো। মানুষ বলে যে ব্যাসদেব গীতা শুনিয়েছেন। ওতে যে ভগবানুবাচ শব্দটি লেখা রয়েছে, তা সত্য। কিন্তু ঈশ্বরের নাম বদল করে মিথ্যায় পরিণত করা হয়েছে। বাবা কত বোঝান, প্রদর্শনীতে কেবল একটি কথাই বুঝে যাক যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব, মানুষ নয়, সেটাও বুঝতে পারে না। এও ড্রামায় নির্ধারিত। কেবল সন্ন্যাসীরাই রয়েছে যারা নিজেদের দুঃখী মনে করে না। বাস্তবে অবশ্যই তারাও দুঃখী, কিন্তু বলে যে আমরা দুঃখী নই অথবা বলে দেয় যে শরীর দুঃখী হয়। আত্মা দুঃখী হয় নাকি! আত্মাই পরমাত্মা, তাহলে তারা কিভাবে দুঃখী হবে! এ হলো উল্টো জ্ঞান। এখন এ হলোই মিথ্যে ভুখন্ড। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন সত্য ভুখন্ড ছিল। বাবা বোঝান যে ড্রামানুসারে দিনে-দিনে দুঃখ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। যদিও কতই না দান-পুণ্যাদি করে কিন্তু পরিণাম কি হয়েছে ! অধঃপতনই হয়েছে। এইসময় ১০০ শতাংশ ব্রষ্টাচারী নরকবাসী হয়ে গেছে সেইজন্য বাবাকে এইসময়েই আসতে হয় যখন সকলেই দুঃখী হয়ে পড়ে আর সমস্ত অ্যাক্টর-রাই এসে যায়। স্বল্পসংখ্যক আসতেও থাকে। বেশীরভাগই এসে গেছে, এখন তো অধিক সংখ্যক মানুষই দুঃখী হয়ে পড়বে। ভগবানকে স্মরণ করবে। ভগবান তো তোমাদের স্বয়ং-ই পড়ান। তাহলে কত ভালভাবে পড়া উচিত। বাবা, শিক্ষক, সঙ্গুরু -- তিনজনকেই একত্রিত অবস্থায় পেয়েছে। আর এখন কার কাছে যাব ? বাবা বলেন, অবশ্যই গৃহস্থী জীবনেও থাকো, কিন্তু আমায় অর্থাৎ নিরাকার পরমাত্মার মতানুসারে চলো তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে আর কোনো গুরু-গোঁসাই-এর মতে চলো না। তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে ? তিনি হলেন গডফাদার তাহলে অবশ্যই বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে ফাদার মানে রচয়িতা। স্বর্গের রচনার রচনাকার। কিন্তু ইনি হলেন নিরাকার। আত্মাও নিরাকার। এ'কথা মানুষের জানাই নেই। আত্মার রূপ কেমন ? পরমাত্মার রূপ কি? আত্মা অবিনাশী, পরমাত্মাও অবিনাশী। প্রত্যেক আত্মায় অবিনাশী পার্ট ভরা রয়েছে। এই কথা যখন শোনে তখন মানুষের বুদ্ধি চক্রতে চলে আসে। যারা কল্প-পূর্বে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল, তারাই পুরুষার্থ অনুসারে সব কথা বুঝতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পাক্সা নিশ্চয় আছে আর বাবার সঙ্গে ভালবাসাও আছে। শিববাবা আদেশ করেন যে খান-পান করতে-করতে আমায় স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চপদও লাভ করবে। কেউ যদি এখানে বসেও থাকে কিন্তু বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে বাইরে ঘুরে বেরাতে থাকে। যেমন ভক্তিমার্গে হয়ে থাকে। এ হলো মায়ার রাজ্য, তাই না! বুদ্ধি বাইরে চলে যায় তাই ধারণা হয় না। মুশকিলই কেউ বাবার আঙ্গানুসারে চলে। বাবা বলেন, মাথায় অনেক পাপের বোঝা রয়েছে সেইজন্য রাতে জেগে থেকে আমায় স্মরণ করো তবেই তোমরা অনেক সহায়তা পাবে। চলতে-ফিরতেও স্মরণের অভ্যাস করতে থাকো। স্মরণে থেকে ভোজন বানাও, এতে পরিশ্রম আছে। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালভাবে অভ্যাস করতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা তো ফ্রি থাকো। বাকি ৮ ঘন্টা অবশ্যই যোগে থাকতে হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। বাবা বলেন - সবকিছু করেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো তাহলে ঘরে বসেও প্রচুর

উপার্জন করতে পারবে। বড়-বড় (গন্যমান্য) ব্যক্তির আশ্রয়। কিন্তু টু লেট। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা বলে আমরা লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকে বরণ করে নেব, তারপর প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। এ'রকম অনেকেই রয়েছে যারা বলে শিববাবা এঁনার মধ্যে আসেন, এইকথা আমাদের বুদ্ধিতে বসে না। কোনো শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে বোঝে না কারণ শাস্ত্রে এমন কথা নেই যে বাবা আসেন। গীতা হলো সর্বোচ্চ শাস্ত্র। সেখানেও মানুষের নাম দিয়ে দিয়েছে। তারপর যিনি হলেন সর্বোচ্চ ভগবান, শাস্ত্রে তাঁর নাম নীচে কিভাবে আসবে। বাবা বলেন, কত ভুল করে দিয়েছে। আমি এই রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছি। কৃষ্ণকে তো বলা হয়ে থাকে শ্যাম-সুন্দর। রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকে। তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ৮৪ লক্ষ বলা তাহলেও প্রথমে তো স্বর্গে আসবে লক্ষ্মী-নারায়ণই। বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তোমরাই নাস্ত্রার ওয়ান ছিলে। এখন তোমাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তোমাদেরই মাতা-পিতা ছিলেন। এখন তোমাদের রাজধানী তৈরী হচ্ছে। এখনও তোমরা সম্পূর্ণ হও নি। অবশ্যই হতে হবে, তবেই তো সৃষ্টিলাভে সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ ফরিস্তা মনে করো। ফরিস্তা হওয়ার পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, তাঁদের সাক্ষাৎকারও হয়ে থাকে। তত্বতম, তোমরাও হতে চলেছো। কত ভালভাবে বোঝানো হয়ে থাকে। আজকাল স্কুলেও গীতা পড়ানো হয়ে থাকে, যে পড়ে হুশিয়ার (তীক্ষ্ণ) হয়ে যায় সে আবার অন্যদেরকেও পড়াবে। তাহলে পন্ডিত হয়ে যায়। অসংখ্য শ্রবণকারী ফলোয়ার্স(শিষ্য) হয়ে যায়। মুখ মিষ্টি, ভালভাবে শ্লোকাদিও কণ্ঠস্থ করে নেয়। প্রাপ্ত হয় না কিছুই। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা-ই এসে সতোপ্রধান বানিয়ে দেন, সেও পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমেই হয়ে থাকে। সব আত্মারাই তো শক্তিমান হতে পারে না। বাবাকেই সর্বশক্তিমান বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে না। শক্তির কথা এখনই বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করছো। এখন তোমাদের বর পাচ্ছো। বাবা বলেন - অমর ভব, বেঁচে থাকো। সত্যযুগে তোমাদের কাল(সময়) গ্রাস করবে না। ওখানে তো মৃত্যু শব্দটিই নেই। এ'রকম বলা হবে না যে অমুকে মারা গেছে, তোমরা বলবে -- আমরা পুরোনো বৃদ্ধ শরীর পরিত্যাগ করে নতুন নিয়ে নিই। মহাকালেরও মন্দির রয়েছে। ওখানে কেবল শিবলিঙ্গ রেখে পতাকাদি লাগিয়ে দিয়েছে। এ'রকম অনেক পাথর আছে যার মধ্যে সোনা লাগানো রয়েছে। তারপর ঘসে-ঘসে তৈরী করা হয়। নেপালে নদীর বালির সাথে সোনা বয়ে আসত। সত্যযুগে তোমরা অনেক সোনা পেয়ে যাও। এখন তো সোনা নেই-ই, সম্পূর্ণ শেষই হয়ে গেছে। খনিগুলো খালি হয়ে গেছে। স্বর্গে সোনার মহল তৈরী হয়। পুনরায় আমরা নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। এ'রকম অনেক বাচ্চা আছে যারা লেখে - বাবা, আমরা তোমার হয়ে গেছি। কখনো দেখেওনি। এখন তোমরা অমৃতলাকের জন্য শিববাবার থেকে অমরকথা শুনছো। নিশ্চয় থেকেই বিজয় প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়তাও পাকা হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে অদ্বিতীয় পিতার প্রতি অটুট ভালবাসা রাখতে হবে। বাবার আঙুলানুসারে চলে মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে।

২) শরীর নির্বাহের জন্য কাজ-কর্ম করে কর্মযোগী হতে হবে। ৮ ঘন্টা স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে।

বরদান:- হোলী-হংস (পবিত্র-হংস) হয়ে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী ফিলিং-ফ্রুফ ভব সারাদিনে যে ব্যর্থ সঙ্কল্প, ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ কর্ম এবং ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্ক হয়ে থাকে, সেই ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করে দাও। ব্যর্থকে আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করো না। যদি একটি ব্যর্থকেও স্বীকার করে নাও তাহলে সেই একটিই অনেক ব্যর্থের অনুভব করাবে, যাকে বলা হয় ফিলিং চলে এলো, সেইজন্য হোলী-হংস হয়ে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করে দাও তবেই ফিলিং-ফ্রুফ হয়ে যাবে। কেউ গালি দিলে, কেউ রাগ করলেও তুমি তাকে শান্তির শীতল জল দান করো, এ'টাই হলো হোলীহংসের কর্তব্য।

স্নোগান:- সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করার সাধন হলো অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য

১) "পরমাত্মাকে ত্রিমূর্তি কেন বলা হয় ?"

পরমাত্মাকে ত্রিমূর্তি কেন বলা হয় ? উনি কোন্ তিনটি রূপ রচনা করেছেন ? অবশ্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর -- এই তিনরূপ রচনা করেছেন, তিনি যখন স্বয়ং আসেন তখন তিনটি রূপকেই নিজের সাথে নিয়ে আসেন। এমন বলা যাবে না যে তিনি এই তিন রূপ আলাদা-আলাদাভাবে রচনা করেছেন, একসাথেই রচনা করেছেন, আগে-পরে রচনা করেননি। সেইজন্য পরমাত্মাই বলে থাকেন যে এই রচনা আমার, কারণ আমি হলাম সাকারী, আকারী এবং নিরাকারী -- তিন সৃষ্টিরই মালিক। আমি সাকারী লক্ষ্মী-নারায়ণের দেবতা-স্বরূপে নেই, তাঁরা হলো সাকারী দৈব-গুণসম্পন্ন মানুষ, আর আমি অব্যক্ত, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরও নেই। যদিও এই আকারী দেবতার পুনর্জন্মে আসে না, আমি কিন্তু সে-ও নেই, এ'সব হলো আমার ডিপার্টমেন্ট, যখন আমি স্বয়ং আসি তখন সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্টই সাথে করে নিয়ে আসি আর ওঁদের দ্বারাই দৈবী-সৃষ্টির স্থাপনা, আসুরীয় দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন সৃষ্টির প্রতিপালন করানোর জন্য আসি। আমি তো উপর থেকে সরাসরি পবিত্র আত্মা হিসেবেই আসি আর আমি যে মানুষ শরীরে আসি সেও হলো অনেক জন্মের অন্তের তমোগুণ-সম্পন্ন, সেই শরীরে প্রবেশ করে তাঁকেও পবিত্র করে দিই। যাঁর ভবিষ্যৎ জন্ম হয় সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা-সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে। কারণ পরমাত্মা হলেন সর্বগুণের সাগর, বিকর্মাঙ্গীত, ওঁনার পর দ্বিতীয় স্থানে আসে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর আবার অন্তিম জন্ম হলো ব্রহ্মা তন। পরমাত্মার মতন পবিত্র আত্মা কেউই নেই, তাদের পবিত্র বানাতে হয়, সেইজন্য পরমাত্মাকেই সুপ্রীম সোল বলা হয়ে থাকে।

২) "দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণতকারী হলেন পরমাত্মা"

এখন এ'কথা তো সব মানুষই জানে যে তিনি হলেন সৌভাগ্য গঠনকারী অদ্বিতীয় পরমাত্মা। পরমাত্মাকে বলা হয়ে থাকে সৌভাগ্যের মালিক, তিনি এসে আমাদের আত্মাদের ভাগ্য গঠন করেন। যে ভাগ্য খারাপ হয়ে গেছে তা নতুন করে গঠন করেন পরমাত্মাই। এছাড়া মানুষ যে বলে থাকে ভাগ্য তৈরী করা আর নষ্ট করা পরমাত্মার হাতেই রয়েছে, এখন এ'কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। ভাগ্য নির্মাণ করা পরমাত্মার হাতে রয়েছে কিন্তু যখন মানুষ সেই ভাগ্য-নির্মাণকারীকেই ভুলে যায়, তখন তার ভাগ্য খারাপ হয়ে যায় অর্থাৎ ভাগ্য নির্মাণ করা মানুষের হাতেই রয়েছে। যখন মানুষ নিজেই নিজেকে ভুলে যায়, নিজের বাবাকে ভুলে যায় তখনই মানুষের দ্বারা উল্টোপাল্টা কাজ-কর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে সে তার ভাগ্যের উপর দাগ কেটে দেয়। তাহলে বিনষ্টকারী হলো মানুষই আর নিমাণকারী হলেন পরমাত্মা, সেইজন্য পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয়, দুঃখদাতা বলা হবে না। দেখো, যখন পরমাত্মা স্বয়ং এই সৃষ্টিতে অবতরিত হন তখন সকল মানুষের বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে নির্মাণ করেন অর্থাৎ সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন তবেই তো পরমাত্মাকে সকল মানুষ আত্মার উদ্ধারকারী বলা হয়ে থাকে। পরমাত্মা বলেন -- বাচ্চারা, আমি এই সঙ্গমে এসে সকলের ভাগ্য নির্মাণ করি, এ'রকম নয় যে কারোর ভাগ্য তৈরী হয় আর কারোর হয় না কিন্তু পরমাত্মা তো সকলের ভাগ্য তৈরী করেন। কারণ মানুষের সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গেই সম্বন্ধ রয়েছে তবেই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে ভাগ্য নির্মাণকারী একটু সামনে তো এসো.....তাহলে এ'টাই প্রমাণ যে পরমাত্মা হলেন ভাগ্য নির্মাণকারী। আচ্ছা -- ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা, টিচার এবং সদগুরু, এই তিনজনই পরমপ্রিয়, এই তিনই এক, তাই স্মরণ করাও সহজ হওয়া চাই"

*প্রশ্নঃ - এই কলিযুগে সদা তরুণ কে থাকে আর কীভাবে ?

*উত্তরঃ - এখানে রাবণ (বিকার) সদা তরুণ থাকে । মানুষ যদিও বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার মধ্যে যে বিকার থাকে, ক্রোধ থাকে, তা কখনো বৃদ্ধ হয় না । এগুলি সদা তরুণ থাকে । মৃত্যু পর্যন্ত বিকারের আশা থেকে যায় । বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু, কিন্তু মানুষের কাছে সেটাই পরম মিত্র, তাই এরজন্য একে অপরকে বিরক্ত করতে থাকে ।

*গীতঃ- আমি এক ছোটো বাচ্চা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে । তারা মনে করে, আমরা এই সময় মায়া বা বলবান রাবণের শৃঙ্খলে আটকে আছি । বাবা বলেন, এর থেকে যিনি মুক্ত করেন, তিনি সমর্থ । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা বলহীন । রাবণ আমাদের বলহীন করেছে । এই জ্ঞান কোনো মনুষ্যের নেই । বাবা বসে বাচ্চাদের এই জ্ঞান দান করেন । তোমরা কতো সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন কতো কাঙ্গাল আর দুর্বল হয়ে গেছে, তাই সবাই ডাকতে থাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের এই রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো । হে পতিত পাবন, এসো । তিনিই পতিতকে পাবন করেন । এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, স্বর্গ হলো রামরাজ্য, নরককে রাবণরাজ্য বলা হয় । রাবণও বলবান, রামও বলবান, কেননা দুইই অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করে । মনুষ্য তো সবই পতিত । তোমরাও পূর্বে পতিত ছিলে, এখন পতিত পাবন এসে তোমাদের পাবন হওয়ার জন্য জ্ঞান দান করছেন । যোগ আর জ্ঞান । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে যোগের প্রয়োজন । দুনিয়াতে বাবা আলাদা, টিচার আলাদা আর গুরু আলাদা । আলাদা করে মনে করতে হয় । অমুক টিচার আমাদের পড়ান । তোমরা এই তিন সম্বন্ধে একজনকেই স্মরণ করো । এই তিনজনের নাম হলো এক 'শিব' । পরমপ্রিয় পরম পিতা, পরমপ্রিয় শিক্ষক, পরমপ্রিয় সদগুরু, ওই একজনই । মনুষ্য তো টিচারকে আলাদা করে, গুরুকে আলাদা করে আর বাবাকে আলাদা করে মনে করে । তাদের নাম - রূপ আলাদা - আলাদা । এখানে বুদ্ধিতে তিনজনেরই নাম - রূপ একই আসে । রূপ হলো নিরাকার, আর নাম শিব । বুদ্ধিতে একজনই স্মরণে আসে । শিব বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে নিয়ে যেতে, যার নিদর্শন তোমরা এখন দেখছো । বলবান হতে গেলে মায়া নানান দিক থেকে চলে আসে, বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে । তোমরা অনেক আঘাত খাও । মায়া কখনো জোরে থাপ্পড় মারে, কখনো হাঙ্কা । জোরে এমন মারে যে বিকারে পড়ে যায় । তখন সেই প্রভাব অনেক সময় ধরে চলে । বুদ্ধিতে যেন তালা লেগে যায় । বাবা এখন বলেন, মায়া তোমাদের ভোলানোর অনেক প্রয়াস করবে, কিন্তু তোমরা ভুলে যেও না, তোমরা যত আমাকে স্মরণ করবে ততই বুদ্ধিতে জ্ঞান আসবে, আর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করবে । এমন কোনো বাচ্চাই থাকবে না যার বাবার উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে না । এই উত্তরাধিকার বাচ্চাদের থেকে লুকানো যায় না । তোমরাও জানো যে, আমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারি । সবাই তো আর একরকম রাজধানী প্রাপ্ত করতে পারবে না । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে, আর যারা আসে তারা কোনো রাজধানী স্থাপন করে না । এমনও বলা হবে না যে, তারা রাবণের রাজ্যে আসে । রাবণের সম্পর্ক হলো ভারতের সঙ্গে । এখানেই রাবণকে জ্বালানো হয়, অন্য কেউ তো রাবণকে জানেই না । অর্ধেক কল্প পরে রাবণ রাজ্য হয় । অবশ্যই সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশীদের থেকেই ইসলাম ধর্মের মানুষ ইমার্জ হয়েছে । এক ধর্মের থেকেই অন্য ধর্মের বংশ বের হয় । এমনও নয় যে, ধর্মের কুল বের হলো, তখন সেই সময় সেখানে রাবণ রাজ্য হবে । তা নয়, সে তো পরে আসে । বাবা তো এসে রাজধানী স্থাপন করেন । ওরা কখনো অর্ধেক সময়ে, কখনো কোয়ার্টার সময়ে আসে । তোমাদের সতোপ্রধান থেকে আবার তমোপ্রধান হতে হবে । ওদের জন্য অল্পকালের সুখ আর বহুকালের দুঃখ । এই খেলাও তোমাদের বোঝানো হয় । প্রথমে পবিত্র ছিল, তারপর পতিত হয় । প্রথমে একই দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । তারপর অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হয় । দেবতারাই হিন্দু হয়ে যায়, তারপর নানা রকম গুণিতক হতে থাকে । তারা নিজেদের ধর্মস্থাপকদের পিছনে চলে যায় । দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । সবাই দেবী দেবতা ধর্মের, কিন্তু নিজেদের দেবতা বলতে পারে না কেননা তারা পবিত্র নয় । পবিত্রতা ছাড়া নিজেদের দেবতা বলা নিয়মবিরুদ্ধ হয়ে যায় । যারা প্রকৃত দেবী - দেবতা ছিলো, তারাই আবার ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং পরে শূদ্র হয়ে যায় । তোমরা এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো । এইসব কথা অন্য ধর্মের মানুষ বুঝতে পারবে না । দেবতা ধর্মের যারা, তারাই এখানে আসবে, বাকিরা তো পরে আসতে থাকবে । ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকবে । মুখ বংশাবলীর বৃদ্ধি

হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হবে, তাই না। ব্রাহ্মণ বর্ণের যারা, তারাই দেবতা হবে। অনেকেই এসে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করবে।

তোমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে আসার জন্য পুরুষার্থ করো। তাঁদের মধ্যে মুখ্য হলো ৮, বাকি তো বৃদ্ধি হয়ে যায়। যারা মাম্মা - বাবার হবে, কিছু জ্ঞান শুনবে, তারা আসবে। প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে। তার মধ্যে যারা ভালোভাবে পুরুষার্থ করে, এমন কিছু বের হয়। সবার প্রথম অবশ্যই বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। এরপর কেউ লিঙ্গ রূপ বলে, কেউ আবার জ্যোতি স্বরূপ বলে, কিন্তু তাঁকে বাবা মনে করলে, ব্রহ্ম হল মহতত্ত্ব, তাকে ভগবান বলা যায় না। পরমপিতা পরমাত্মা তো নলেজফুল। ব্রহ্ম তো আর নলেজফুল নয়। তোমরা জিজ্ঞেস করো, আত্মার রূপ কি? তখন ওরা লিঙ্গ বলে দেয়, কেননা লিঙ্গ রূপেরই পূজা হয়। স্টারের পূজা তো কোথাও হয় না। না জানার কারণে কিছু না কিছু বানিয়ে দেয়। মানুষ নুড়ি - পাথরে ভগবান আছে বলে দেয়। বাবা বোঝান, আত্মা তো স্টার, আত্মার একত্রিত ঝাঁক দেখা যেতে পারে। সমস্ত আত্মারা যখন ফিরে যাবে তখন বড় ঝাঁক তৈরী হবে। তাকে বলা হয় সূক্ষ্মর থেকেও সূক্ষ্ম। সাক্ষাৎকারে কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। মনে করো, কারোর শিব অথবা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের সাক্ষাৎকারও হলো, কিন্তু এতে লাভ কিছুই নেই। এখানে তো সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানতে হয়। এ হলো পড়া। পরমাত্মাও হলো এক স্টার। এতো ছোটো জিনিসের দেখা কতো মহিমা। জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, সুখের সাগর, তিনি একাই সব করেন। একে বলা হয় -- অতি গুহ্য কথা।

বাবা বলেন যে, তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা আছে। এমন বলেও থাকে যে, ভগবান অবশ্যই কোথাও না কোথাও এসেছেন। গীতার ভগবান যদি শ্রীকৃষ্ণ হতেন, তাহলে তিনি তো দেহধারী, লুকাতে পারতেন না। এ তো সম্পূর্ণ গুহ্য কথা। কখনো শোনেই নি যে, পরমপিতা পরমাত্মা কি জিনিস, আত্মা কি জিনিস। কেবল বলে দেয় - ঋকুটির মধ্যে ঝলমলে এক আজব নক্ষত্র। তারপর তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলে দেয়। এখন আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো তফাৎই তো হয় না। পরমাত্মা কি কোনো ভারী জিনিস, নাকি বড় রোশনাই? তা নয়, তিনি হলেন নলেজফুল। তিনি গতি - সঙ্গতির জন্য জ্ঞান দান করেন। তাই তিনি জ্ঞানের সাগর। এখন জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মাকে বলবে, নাকি রাবণের মতো চলা মনুষ্যকে বলবে? বাবা বলেন - আমি হলাম অথরিটি, বাকি এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়, কিন্তু তারা এও জানে না যে, ব্রহ্মা কে? বাবা বলেন, আমি পূর্বেও বলেছিলাম যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ তনে আসি। এই নন্দীগণে এসে জ্ঞান শোনাই। মনুষ্য ভগীরথও দেখায় আবার গোমুখও দেখায়। তারা ভগীরথ থেকেও গঙ্গা, আবার গো মুখ থেকেও গঙ্গা নির্গত দেখায়। ভুল বা ঠিক কোনটা তা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের মুখ থেকে কি গঙ্গা নির্গত হতে পারে? গোমুখ যখন দেখায় তখন গরু থাকা উচিত। নন্দীগণকে ষাঁড় দেখানো হয়, এই মেল তো বরাবর মনুষ্য। গরুও যদি বলা হয়, সেও তো মাতা, তাই না। এই কথা মানুষ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, কিছুই সঠিক বলে না। ব্রহ্মার দ্বারা সূর্যবংশী রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। এখানে তো কোনো রাজত্ব নেই। এই অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের রাজত্ব দান করেন। এই পড়ার দ্বারা যারা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ঘরানার হবে, তাদেরবুদ্ধিতেই এই কথা বসবে। প্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই যে, শিব বাবাই আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন। অন্য কোনো গুরু - গোঁসাইদের এই কথা বলার শক্তিই নেই। পতিত পাবন তো এক বাবাই, তাঁকেই মানুষ স্মরণ করে যে, তুমি এসে পাবন বানাও। নতুন থেকে পুরানো, আবার পুরানো থেকে নতুন --- এ তো হতেই হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া পবিত্র দুনিয়া কেউই তৈরী করতে পারে না। বাবার থেকেই সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজত্বের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখানে তো কোনো রাজত্ব নেই। এ খুবই বোঝার মতো কথা। মানুষ মনে করে যে, শাস্ত্র হলো সত্যি, কারণ ভগবান বানিয়েছেন। তারা এ কথা জানেই না যে, ভগবান মনুষ্য তনে এসে গীতা শুনিয়েছেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এই ভুল বুদ্ধি থেকে দূর হওয়া উচিত। প্রথমে শিব বাবাকে জানবে, তখন বুঝতে পারবে যে, তিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন। না জানার কারণেই মানুষ লড়াই - ঝগড়া করে। বাবা বলবেন, তোমরা স্বর্গে উচ্চ পদ লাভ করার উপযুক্ত নয়। তোমরা দৈবী গুণ সম্পন্ন নয়, তোমাদের ধারণা হয় না, তাই অবশ্যই বিকার থাকবে। কেউ যদি বৃদ্ধ হয়, তার মধ্যেও অনেক পরিমাণে ক্রোধ থাকে। ক্রোধ তো আর বৃদ্ধ হয় না। আজকাল বৃদ্ধরাও বিকারে যায়। বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, মানুষের জন্য তা আবার মিত্র। বিকারের জন্য দেখা কতো উৎপাত করতে থাকে। রাবণ এখানে সকলের মিত্র। বিষের দ্বারাই জন্ম তো, তাই না। বিষের দ্বারা জন্ম অর্থাৎ রাবণের দ্বারা জন্ম। মানুষ এই কথা জানেই না। বাবার শ্রীমতে চললে তখনই সুপুত্র বলা হবে। বিকর্ম করলে চট করে সাবধান করা হয়। অনেকের মধ্যেই অনেক ধরনের অভ্যাস থাকে। মিথ্যা কথা বলার, চুরি করার, চাওয়ার অভ্যাস থাকে। বাবা বলেন, আমি তো দাতা, তোমরা অন্য কারোর থেকে চাও কেন? যার ইন্সিওর করার হবে, সে নিজে থেকেই করবে। তোমরা কখনোই চেও না। আজ বাবার

জন্মদিন, কিছু তো দাও, এমনভাবে চেও না। তোমাদের বোঝাতে হবে -- ইন্সিওর করার হলে তোমরা করতে পারো। ভক্তিমার্গে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের কাছে ইন্সিওর করে, যাকে দান বলা হয়। তার ফলও বাবাই প্রদান করেন। সে হলো জাগতিক ইন্সিওরেন্স, আর এ হলো অসীম জগতের। ভক্তি মার্গে মানুষ বলে এসেছে, পরমপিতা পরমাত্মা এই ভক্তির ফল দিয়েছেন। বিত্তবান হলে বলবে, এ পাস্ট কর্মের ফল প্রাপ্ত করেছি। কেউ গরীব আছে যারা ইন্সিওর করে নি তাই অর্থ প্রাপ্ত করতে পারে না। বাবা বলেন, সবাই আমার কাছেই ইন্সিওর করে। মানুষ বলে, এ ভগবান দিয়েছেন। ভক্তি মার্গে তোমরা জাগতিক ইন্সিওর করো। এখন সরাসরি অসীম জগতের ইন্সিওরেন্স করো। মাতা - পিতা দেখো ইন্সিওরেন্স করেছেন, তাই রিটার্নে কতো দেন। কন্যাদের কাছে তো অর্থ থাকে না। তারা যদি এই সেবায় লেগে যায় তাহলে সবথেকে উঁচুতে যেতে পারে। মাম্মা কিছুই ইন্সিওর করেননি। হ্যাঁ, এই সেবায় নিজের শরীর দিয়েছেন, তাই কতো উচ্চ পদ পান। আত্মা জানে যে, আমি এই শরীরের দ্বারা অসীম জগতের পিতার সেবা করছি। জগদম্বার কতো বড় পদ। জগদম্বা প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হন, তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হন। এই সবকিছু তোমরাই জানো। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি অতি প্রিয় বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুপুত্র হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। চাওয়ার, চুরি করার বা মিথ্যা বলার যে মন্দ অভ্যাস আছে, তা দূর করতে হবে।

২) নিজের সবকিছুই বাবার কাছে ইন্সিওর করতে হবে, শরীরও ঈশ্বরীয় সেবাতে লাগাতে হবে। কোনো কারণেই যেন মায়ার প্রবেশ না হয়, তারজন্য সাবধান থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সদা প্রতিটি কর্মে ঈশ্বরীয় নেশার অনুভব করে এবং করিয়ে খুশীর ভাগ্যের অধিকারী ভব। সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা সবথেকে অধিক খুশীর ভাগ্যের অধিকারী, কেননা স্বয়ং ভগবান তোমাদের পছন্দ করেছেন। তোমরা অসীম জগতের মালিক হয়ে গেছো। ভগবানের অভিধানে "হ'জ হ" তে তোমাদের নাম আছে। তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, অসীম জগতের রাজ্য - ভাগ্য পেয়েছো, অসীম জগতের সম্পদ পেয়েছো। এই নেশা যদি সর্বদা থাকে তাহলে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হতে থাকবে। এ হলো অসীম জগতের ঈশ্বরীয় নেশা, এর অনুভব করতে থাকো এবং করাতে থাকো, তখনই বলা হবে খুশীর ভাগ্যের অধিকারী।

স্লোগানঃ:- সাধনকে সেবার কাজে ব্যবহার করো - আরামপ্রিয় হওয়ার জন্য নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের গূহ্য কথাকে সিদ্ধ করার জন্য বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে, কথায় বলে, সাপও মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না"

*প্রশ্নঃ - হাহাকারের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণটি অবশ্যই প্রয়োজন ?

*উত্তরঃ - ধৈর্যের। লড়াইয়ের সময়ই তোমাদের প্রত্যক্ষতা হবে। যারা শক্তিশালী হবে, তারাই উত্তীর্ণ হতে পারবে, যারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তারা অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। অন্তিমে বাচ্চারা তোমাদের প্রভাব বিস্তার হবে তখন বলবে অহো প্রভু তোমার লীলা..... সকলে মনে করবে গুপ্ত বেশে প্রভু এসেছেন।

*প্রশ্নঃ - সবথেকে বড় সৌভাগ্য কোনটি ?

*উত্তরঃ - স্বর্গে আসা-ই হল সবথেকে বড় সৌভাগ্য। স্বর্গের সুখ তোমরা বাচ্চারাই দেখে থাকো। ওখানে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ থাকে না। এই কথাগুলি মানুষের বুদ্ধিতে অতিকষ্টে বসে।

*গীতঃ- নবযুগের কুঁড়ি....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ । পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলতে। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় এসেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয় । শ্রীকৃষ্ণ তো ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারীও নন। এখন যদি এগুলি ভক্তরা শোনে তাহলে ক্ষুব্ধ হবে। বলবে, তোমরা এনার শ্রদ্ধা কেন কম করো। যেহেতু এনাদের নিশ্চয় কৃষ্ণের প্রতি-ই আছে যে উনি হলেন স্বদর্শন চক্রধারী, স্বদর্শন চক্র সর্বদা বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকেই দেওয়া হয়ে থাকে। দুনিয়া তো এটা জানেই না যে শ্রীকৃষ্ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে কোন্ সম্বন্ধ আছে, না জানার কারণে কেবল বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকে স্বদর্শন চক্রধারী বলে থাকে। স্বদর্শন চক্রের অর্থও কেউ জানে না। কেবল চক্র দিয়ে দিয়েছে মারবার জন্য। ওটাকে একটা হিংসক অস্ত্র বানিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে ওনার কাছে না হিংসক চক্র আছে না অহিংসক। জ্ঞানও রাধা-কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর কাছে নেই। কোন্ জ্ঞান ? এই সৃষ্টিচক্র বিবর্তনের জ্ঞান। সেটা কেবলমাত্র তোমাদের কাছেই আছে। এটা তো খুবই গূহ্য কথা। এখন এই সব কথাগুলো যুক্তির দ্বারা কিভাবে বোঝানো হবে যাতে বুঝেও যায় এবং প্রীতও বজায় থাকবে। সরাসরি বোঝালে ক্ষুব্ধ হবে। বলে যে তোমরা দেবতাদের নিন্দা করো কেননা তারা সকলেই হলেন এক সমান, তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া । তোমরা তো কতো ছোট-ছোট কন্যা । বাবা বলেন ছোট-ছোট কন্যাদের এতটা বুদ্ধিদীপ্ত বানাতে হবে যাতে তারা প্রদর্শনীতে বোঝানোর যোগ্য হয়ে উঠে। যার মধ্যে জ্ঞান আছে সে নিজেই প্রস্তাব দেবে - আমি প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারবো। ব্রাহ্মণীদের খুবই বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। প্রদর্শনীতে বোঝানোর জন্য সেবাধারীদের পাঠাতে হবে। কেবল দেখার শখ থাকবে না। প্রথমে তো এই নিশ্চয় থাকতে হবে যে, গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব, কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় না, এইজন্য গীতাও ভুল। এটা একদমই নতুন কথা হয়ে গেল দুনিয়ার কাছে । দুনিয়াতে সবাই বলে কৃষ্ণ গীতা গেয়েছেন। কিন্তু এখানে বোঝানো হয় যে কৃষ্ণ গীতা গাইতে পারেন না। যিনি ময়ূরপুঙ্খ মুকুটধারী, দ্বিমুকুটধারী অথবা যারা এক মুকুটধারী, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী অথবা বৈশ্য, শূদ্র কেউই গীতার জ্ঞান জানে না। ঐ জ্ঞান ভগবান-ই শুনিয়ে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। তাহলে দুনিয়াতে সত্য গীতার জ্ঞান এলো কোথা থেকে ? এগুলি সব ভক্তির লাইনে এসে যায়। বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে লাভ কি হল ? পতন-ই হয়েছে, কলা কমতেই থেকেছে। যতই দৃঢ়ভাবে তপস্যা করুক না কেন, মাথা কেটে রাখুক না কোনো কিছুই লাভ হবে না। প্রতিটি মানুষকেই তমোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। তার মধ্যেও বিশেষতঃ ভারতবাসী দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তারাই সব থেকে নিচে নামবে। প্রথমে সবথেকে সতোপ্রধান থাকে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যারা একসময় উচ্চ স্বর্গের মালিক ছিল, তারা-ই এখন নরকের মালিক হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে শরীর হল এখন পুরাতন জুতোর সমান, যার দ্বারা আমরা পঠন-পাঠন করছি। দেবী দেবতা ধর্মের যারা তাদেরই হল সবথেকে পুরাতন জুতা। ভারত শিবালয় ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। হীরে, মণি-মানিক্য, রত্নের প্রাসাদ ছিল। এখন তো বেশ্যালয়ে অসুর বিকারীদের রাজ্য হয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারে আবার একে বেশ্যালয় থেকে শিবালয় হতে হবে। বাবা বোঝান যে সবথেকে বেশী ভারতবাসীদের পতন হয়েছে। অর্ধকল্প তোমরাই বিষয় বিকারী ছিলে। অজামিলের মতো পাপাত্মাও ভারতেই ছিল। সবথেকে বড় পাপ হলো বিকারে যাওয়া। দেবতারা, যারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন তারা বিকারী হয়ে গেছে। গৌরবর্ণ থেকে শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছে। সবথেকে উচ্চ ছিল যারা, তারা-ই সবথেকে নীচ হয়ে গেছে। বাবা বলেন, যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন ওদেরকে আমি এসে সম্পূর্ণ সতোপ্রধান বানাই। এখন তো কাউকেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না, অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। যদিও এই জন্ম অন্য

জন্মের তুলনায় অনেক ভালো। পরবর্তী জন্ম তো অজামিলের মতো হবে। বাবা বলেন যে আমি পতিত দুনিয়ায় আর পতিত শরীরে প্রবেশ করি, যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে তমোপ্রধান হয়েছেন। যদিও এই সময়ে ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন কেননা আবারও এই বাবার রথ হতে হবে। ড্রামাও নিয়মানুসারে তৈরী হয়েছে, এইজন্য সাধারণ রথকেই নির্বাচন করেছেন। এটাও হল বুঝবার মতো কথা। বাচ্চারা তোমাদেরও সার্ভিসের অনেক শখ থাকা দরকার, বাবাকে দেখো কত শখ আছে। বাবা তো হলেন পতিত-পাবন, সকলের অবিনাশী সার্জন। তোমাদের কত ভালো ঔষধ প্রদান করেন। বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা কখনই রোগী হবে না। তোমাদের অন্য কোনো ঔষধের প্রয়োজন পড়বে না। এটি হল শ্রীমত, এটি কোনো গুরু মন্ত্র ইত্যাদি নয়। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আর মায়ার বিঘ্নও আসবে না। তোমাদেরকেই বলা হবে মহাবীর। স্কুলে রেজাল্ট দেওয়া হয় সর্বশেষে। এখানেও অস্তিমেই বোঝা যাবে। যখন লড়াই শুরু হবে, তখন তোমাদের প্রত্যক্ষতা হবে। তখনই বোঝা যাবে তোমরা কতটা নির্ভিক, নির্ভয় হতে পেরেছো। বাবাও হলেন নির্ভয়, তাই না। যতই হাহাকার হোক না কেন, ধৈর্যের সাথে বোঝাতে হবে আমাদের তো যেতেই হবে, তাহলে চলো পৌঁছে যাই নিজের গন্তব্যে মাউন্ট আবুতে... বাবার কাছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হলে হবে না, ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ায় অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। অনেক শক্তিশালী হতে হবে। প্রথমে বিপর্যয় আসবে দুর্ভিক্ষের। বাইরে থেকে আনাজ নিয়ে আসা যাবে না, মারামারি হবে। সেই সময় কতটা নির্ভিক হতে হবে। লড়াইয়ে কত পালোয়ান থাকে, কথায় বলা হয় যে মরো না হলে মারো। মৃত্যুভয়ও নেই। যদিও ওদের এই জ্ঞানও নেই যে শরীর পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় জন্ম নেবে। ওদের তো সার্ভিস করতেই হবে। ওখানে লোকজনেরা শেখায় যে, বলো গুরুনানকের জয়.... হনুমানের জয়...। আর তোমাদের শিক্ষা হলো শিববাবাকে স্মরণ করো। ওই চাকরি তো করতেই হবে অথবা দেশের সেবা তো করতেই হবে। যেরকম তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, সেই প্রকার কেউই স্মরণ করে না, শিবের তো ভক্ত অনেকেই আছে। কিন্তু তোমরাই নির্দেশপ্রাপ্ত করো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। ফিরে যেতে হবে আবার স্বর্গে আসতে হবে। এখন সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী উভয়েরই রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। এই জ্ঞান সকলেই প্রাপ্ত করবে। যারা প্রজা হওয়ার যোগ্য হবে তারা ততটাই বুঝতে পারবে। অস্তিমে তোমাদের প্রচুর প্রভাব বিস্তার হবে তখনই তো বলবে অহো প্রভু তোমার লীলা... ভাববে যে প্রভু গুপ্ত বেশে এসেছেন। কেউ আবার বলবে পরমাত্মার অথবা আত্মার সাক্ষাৎকার হোক কিন্তু সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোনো লাভ হবে না। যেমন ধরো কোনো লাইট আলোর স্কুলিঙ্গ দেখলো কিন্তু বুঝবে কিছুই না যে উনি কে। কার আত্মা অথবা ইনি কি পরমাত্মা? দেবতাদের সাক্ষাৎকারে তবুও কিছু বিভব থাকে, খুশীও হয়। কিন্তু এখানে তো এটাও জানে না যে পরমাত্মার রূপ কেমন হয়, যত সময় অস্তিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে বাবা সকলের বুদ্ধির তালা খুলে দেবেন। স্বর্গে আসাও হলো সৌভাগ্যের। স্বর্গের সুখ আর অন্য কেউই দেখতে পায় না। স্বর্গে যেমন রাজা-রানী হবেন, তেমনই প্রজারাও হবেন। এখন যার নাম দিয়েছে নিউ দিল্লি। কিন্তু নব ভারত কখন ছিল? এটি তো হল পুরাতন ভারত। নব ভারতে কেবলমাত্র দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। একদমই স্বল্প সংখ্যক ছিল। এখন তো অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কতটা রাত দিনের পার্থক্য। খবরের কাগজের মাধ্যমেও বোঝানো যেতে পারে। তোমরা নিউ দিল্লি, নিউ ভারত বলো কিন্তু নব ভারত, নিউ দিল্লি তো নূতন দুনিয়াতেই হবে। ওখানে তো স্বর্গ হবে, সেটা তোমরা কিভাবে বানাবে। এখানে তো অনেক ধর্ম আছে। ওখানে তো একটাই ধর্ম থাকবে। এই সমস্ত কথাগুলি বোঝার প্রয়োজন আছে। আমরা সকলে মূলবর্তন থেকে এসেছি। আমরা সকল আত্মারা হলাম জ্যোতির্বিন্দু স্টার সদৃশ্য, যেমন স্টারেরা আকাশে থাকে, পড়ে যায় না, সেইরকম আমরা আত্মারাও ব্রহ্মান্ডে থাকি। বাচ্চারা এখন জেনেছে যে নির্বাণধামে আত্মারা কথা বলতে পারে না কেননা সেখানে শরীর থাকে না। তোমরা এই কথা বলতে পারো যে আমরা আত্মারা পরমধামের বাসিন্দা, এটা হল নতুন কথা। শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে যে আত্মা হলো বুদ্ধবুদ্ধ। সাগরে বিলীন হয়ে যায়। তোমরা এখন জানো যে পতিত-পাবন বাবা এসেছেন সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ৫ হাজার বর্ষের পরবর্তী সময়ে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। এই জ্ঞান কারোরই বুদ্ধিতে নেই। বাবাই এসে বোঝান যে - আমরাই রাজ্য প্রাপ্ত করি, আবার আমরাই রাজ্য হারিয়ে ফেলি। এর কোনো শেষ নেই। ড্রামা থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। কত সহজ কথা, কিন্তু কারোরই বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় না। এখন আত্মারা নিজেদের ৮৪ জন্মের চক্রের কথা জানতে পেরেছে, যার দ্বারা চক্রবর্তী মহারাজা মহারানী হওয়া যায়। এই সবকিছু সমাপ্ত হতে চলেছে। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এত লোভ কিসের, ধন সঞ্চয়ের জন্য। যদি সেবাধারী বাচ্চা হয় তাহলে তাদের এই যজ্ঞ দ্বারা পালনা হয়। সার্ভিস না করলে উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবার থেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা যে এত সার্ভিস করছি তার দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারব? বাবা বলেন যে এমনই বোধ হচ্ছে যে তোমরা প্রজাতে চলে যাবে। এখানেই সেটা জানতে পেরে যাবে। ছোট-ছোট বাচ্চাদেরকেও শিখিয়ে এতটা বুদ্ধিদীপ্ত বানাতে হবে যাতে প্রদর্শনীতে সার্ভিস করে প্রত্যক্ষ করাতে পারে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার

আত্মা রূপে বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান নির্ভর্য এবং সাহসী হতে হবে। ধৈর্যের সাথে সমস্ত কর্ম করতে হবে, ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না।

২) বিনাশ সামনে উপস্থিত, তাই অধিক পরিমাণ ধন সঞ্চয়ের লোভ রাখলে হবে না। উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য ঈশ্বরীয় সেবা করে উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব খাজানা জমা করে রুহানী নেশায় থাকা বেফিকর বাদশা ভব
বাপ-দাদার দ্বারা প্রতিটি বাচ্চা অনন্ত খাজানা প্রাপ্ত করেছে। যে নিজের কাছে যতটা খাজানা জমা করেছে
তার ততটা চলন আর চেহারায় সেই রুহানী নেশা দেখা যাবে, জমা করার রুহানী নেশা অনুভব করবে।
যার যত রুহানী নেশা থাকবে ততই তার প্রতিটি কর্মে সেই বেফিকর বাদশার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া
যাবে। কেননা যেখানে রুহানী নেশা থাকে সেখানে চিন্তা থাকে না। যিনি এই রকম বেফিকর বাদশা হন
তিনি সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকেন।

স্লোগানঃ:- জ্ঞানী তু আত্মা সে-ই হন যে জ্ঞান ডাঙ্গের সাথে সাথে, সংস্কার মিলনের ডাঙ্গও করতে জানে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই কলিযুগে সবাই রাবণের শিকলে বাঁধা অবস্থায় আছে, জীবন-বন্ধ হয়ে আছে, তাদের জীবনমুক্ত করতে হবে"

- *প্রশ্নঃ - কোন্ সেই উত্তরাধিকার যা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাথে-সাথে মনুষ্য আত্মারাও পেয়ে থাকে ?
- *উত্তরঃ - জীবনমুক্ত হওয়ার উত্তরাধিকার সবাই পেয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মার সন্তান হয়ে ব্রাহ্মণ হও সেইজন্যই তোমরা ২১ জন্মের জন্য জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো, বাকি সবাই নিজ-নিজ ধর্মানুসারে প্রথমে জীবনমুক্তি অর্থাৎ প্রথমে সুখ তারপর দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেকেই অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প দুঃখ ভোগ করে থাকে। প্রত্যেকেই স্বর্গ সুখ ভোগ করে না। তার জন্য ব্রাহ্মণ হতে হয়, পাঠশালায় শিক্ষা নিতে হয়, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়।
- *গীতঃ- মন রূপী চেহারাকে দেখ রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি । এ'কথা কে বলেছে ? নিজের অন্তরের আয়না দিয়ে দেখ কতটা পাপ আছে, কতটা পুণ্য আছে অর্থাৎ ৫ বিকারকে কতটা জয় করতে পেরেছ। আমি কি লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছি ? কেননা জীবনমুক্তি বা স্বর্গের মালিক তো রাজা রাণী হবে, প্রজাও হবে সেখানে। সুতরাং নিজেকে দর্পনে দেখো যে আমি কি মা-বাবার মতো সেবা করতে পারি! সেটা শুধু তোমরাই জানো যে এটা কলিযুগ আর এখানে সবাই জীবনবন্ধ অবস্থায় আছে। একজনও জীবনমুক্তিতে নেই। তোমরাও জীবনবন্ধ অবস্থায় ছিলে। এখন জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা তোমাদেরকে পুরুষার্থ করাচ্ছেন। বাবা বুঝিয়েছেন – এই সময় সমস্ত মানুষ মাত্রই জীবন-বন্ধ অবস্থায় আছে কেননা সময়টাই হল কলিযুগ। রাবণের শিকলে বাঁধা পড়ে আছে। কলিযুগ হচ্ছে জীবনবন্ধ আর সত্যযুগে জীবনমুক্ত। রামরাজ্যে যেমন রাজা রাণী তথা প্রজা সবাই জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকে। রাবণ রাজ্যে জীবনবন্ধ, যথা রাজা রাণী তথা প্রজা সবাই জীবনবন্ধ অবস্থায় আছে। এই সময় সম্পূর্ণ মানুষ মাত্রই জীবন বন্ধ অবস্থায় আছে, তারা তমোপ্রধান এবং দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন সবাইকে সতোপ্রধানের মধ্যে যেতে হবে। সতোপ্রধান শুরু হয় সত্যযুগে। প্রত্যেক আত্মাকেই নিজ-নিজ পাট প্লে করতে হবে। আত্মা নিজ-নিজ ধর্মে যখন আসে শান্তিধাম থেকে তখন প্রথমে জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকে। সত্যযুগে ত্রৈতায় কাউকেই জীবন বন্ধ বলা হয় না কারণ সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। কলিযুগ হচ্ছে রাবণ রাজ্য। সম্পূর্ণ পৃথিবী এখন জীবন বন্ধ রাজ্য। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রথম নম্বরে যে আছে, সেও জীবনবন্ধে আছে। এখন জীবনমুক্ত তৈরি হচ্ছে। জীবনমুক্তির অর্থ এই নয় যে সবাই সত্যযুগে ত্রৈতায় আসবে। তা নয়, রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করা - তাকেই জীবনমুক্তি বলা হয়। মানুষ, মানুষকে জীবনমুক্তি দিতে পারে না। মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণধামে সবাইকে বাবাই নিয়ে যান। প্রথমে সবাই নির্বাণধামে যাবে তারপর জীবনমুক্তিতে নম্বরানুসারে ধর্ম অনুসারে আসবে। এমন নয় যে সত্যযুগে না আসলে জীবনমুক্ত বলা হবে না। প্রথমে যারাই নিজ ধর্মে আসে, তারাও জীবনমুক্তি অবস্থায় থাকে। আত্মাকে প্রথমে সতোপ্রধান হতে হবে, তারপর সতঃ রজঃতে আসতে হবে। প্রতিটি জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়, পুরানো থেকে আবার নতুন হয়। এই সময় সাধু সন্ত সবাই জীবনবন্ধে আছে। এটা হচ্ছে কলিযুগ। যতক্ষণ বাবা না আসেন। তাঁকে বাবা-ই বলা হয়, তারপর মহাকাল বলো বা অন্য কোনো নাম রাখো। প্রকৃত নাম হচ্ছে শিববাবা। সবাই বাবা-বাবা বলতেই থাকে। গডফাদার পরমপিতা পরমাত্মাও বলে থাকে। বাবা বলেন আমি এসে বাচ্চাদের মুক্তি জীবনমুক্তি দুই-ই দিয়ে থাকি। প্রথমে যারা আসবে অবশ্যই সুখের মধ্যে আসবে, তারপর দুঃখের মধ্যে যেতে হবে। মুক্তির পর জীবনমুক্তি আসে তারপর পেছনে আসে জীবনবন্ধ অবস্থা। বাবা সবাইকে সুখের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, কারোবা একটা জন্মই সুখের হবে। এসেছে অল্প কিছু সুখ পেয়ে মরে গেছে। তার ড্রামায় এটুকুই পাট ছিল। বৃদ্ধি তো মানুষের হয়েই চলেছে। এখনও পর্যন্ত আসছে। বেশিদিন তো থাকবে না। বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। কলিযুগে যে নতুন আসবে সেও কিন্তু এসেই দুঃখ ভোগ করবে না। নিশ্চয়ই কোথাও তার ভালো সম্মান হবে। মুক্তিধাম থেকে প্রথমে জীবনমুক্তিতে যেতে হয়। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে সুখধামে আসবে, তারপর দুঃখের মধ্যে যেতে হবে। এই সময় সবকিছুই জড়াজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নিজের সুখ আর দুঃখের পাট প্লে করে সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তি ধামে আসবে, ভায়া মুক্তিধাম। যাবে আবার আসবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্রই যে যার ধর্মে আসবে তাদের আবারও এভাবেই আসতে হবে। রাজা জনকও জীবনমুক্তি পেয়েছিল। এমন নয় যে এই সময় রাজধানী নেই। তারাও পরে এসে জ্ঞান অবশ্যই নেবে। জীবনমুক্তি তো তোমরা সবাই পেয়ে থাকো কিন্তু নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। অন্যান্য ধর্মের যারা আছে তাদের জন্যও বলা হয় নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী আর ধর্ম অনুসারে। যারা

দেবী-দেবতা ধর্মের অন্যান্য ধর্মে চলে গেছে তারাও বেরিয়ে আসবে। সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ হতে হবে। এমনিতে তো সবাই ব্রাহ্মার সন্তান কিন্তু ব্রাহ্মণ সবাই হবে না। যারা ব্রাহ্মণ হবে তাদের জন্যই ২১ জন্ম জীবনমুক্ত বলা হয়েছে। রাজ-সিংহাসনে বসতে হলে রাজযোগ শিখতে হবে। এই পার্শালায় শিক্ষা নিতে হবে। কায়দাও অনেক আছে, একবার লক্ষ্য পেয়ে গেলে বিদেশে থেকেও পড়াশোনা করতে পারো। আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে। অনেকে পত্র লেখে, বাবা রাবণের ভূত বিরক্ত করছে। কখনও কাম বাসনা, কখনও ক্রোধের হাঙ্কা নেশা এসে যায়। বাবা বলেন এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। এই লড়াই হলো যোগবলের। তোমরা স্মরণ করবে, মায়া তোমাদের বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেবে। সুতরাং বাবা বুদ্ধিয়েছেন, জীবনমুক্তি সবাই পাবে। এর মানে এই নয় যে সবাই স্বর্গে যাবে। সবাই চায় মুক্তি পেতে। ভাবো শেষে যারা আসবে পাট প্লে করতে তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য মুক্তি পাবে। কত শান্তি পেয়ে থাকে। ৪৫০০ বছর থেকে পৌনে ৫০০০ হাজার বছর শান্তিতে বসবাস করে। তাদের ভূমিকাই এমন। তারপর আমরাও আবার সুখ আর শান্তি দুই-ই ভোগ করি। এমন নয় যে মানুষ চাইবে ওদের মতো শান্তি চাই। ওখানেই বসে থাকবে। বললেই পাওয়া যায় না। অনাদি ড্রামা তৈরি হয়েই আছে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। অসংখ্য মানুষের শান্তি খুব প্রিয়। তোমাদের সুখের থেকেও ওদের শান্তি অনেক বেশি। তোমরা সুখ আর শান্তি দুই-ই পেয়ে থাকো। এখানে সুখ হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য। এখানে শান্তি নেই। এটা হচ্ছে দুঃখ ধাম তাইনা। জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকা, এটা তো শান্তিতে থাকা হতে পারে না। যদি ওখানে শান্তি থাকে তবে ওখানেই বসে থাকুক, শহরে এসে এতো ক্ল্যাট ইত্যাদি কেন তৈরি করে। সত্যযুগে তো শুধুই শান্তি আর শান্তি। যদিও শেষে যারা আসে তারা মনে করে এখানে শুধুই অশান্তি। তারা কিন্তু শান্তি অনুভব করে। অন্যরা অশান্তিতে আছে মনে করে। এগুলো বোঝার বিষয়। জীবনমুক্তি তো সকলেরই পাওয়ার। ২১ জন্ম তোমরা রাজত্ব করো তারপর অন্যান্যরা দেরিতে আসে,রতারা উপরে শান্তিতে থাকে। কেউ সত্যযুগে অথবা ত্রেতার শেষে আসে কিন্তু সেটাও তো শান্তিধাম তাইনা। ওখানে কোনো দুঃখ নেই। নম্বরানুসারে সবাই আসবে, কারণ হিসেব-নিকেশ আছে না !

মানুষ মনে করে সায়েন্স অতি তীক্ষ্ণ, আমরা বলি আমাদের সাইলেন্স অতি তীক্ষ্ণ। বাবার স্মরণেই শক্তি পাওয়া যায়। সায়েন্সের শক্তি উপরে চাঁদে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে, তোমরা তো এক সেকেন্ডই সূর্য, চাঁদকে অতিক্রম করে উপরে চলে যাও। মূলবতন, সূক্ষ্মবতনের উপরে তো কিছুই নেই। সূর্য, চন্দ্র থেকে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন অনেক দূরে। কারো ধারণাই নেই। এ'সবই হলো বিস্তারিত তথ্য। সূর্যবংশীও রাজা রানী হওয়া ভাগ্যে নেই সুতরাং কিছুই বুঝতে পারে না, না কাউকে বোঝাতে পারে। কেউ এমন বলতে পারে না যে মুক্তি জীবনমুক্তির জ্ঞান আমার মধ্যে আছে (রাজা জনকের দৃষ্টান্ত)। এই সময় রাবণ সবাইকে জেলে আটকে রেখেছে। রাম এসে সবাইকে মুক্ত করেন। বাবার দ্বারা তোমরা নিমিত্ত হয়েছ সবাইকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্ত করার জন্য। তোমাদের নামও প্রসিদ্ধ শিবশক্তি সেনা রূপে। তোমাদের নাম এই ড্রামায় শেষে গিয়ে অনেক উচ্চ স্থান পেয়ে থাকে। যখন থেকে বাবা এসেছেন মাতাদের পদও দুনিয়াতে অনেক উচ্চ স্থান পেয়েছে। প্রথমে বিদেশে মাতাদের অনেক পদ ছিল। ওখানে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে খুব খুশির সাথে উদযাপন করে থাকে, এখানে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে খাট উল্টো করে দেয়। এমনকি তার জন্মদিনও পালন করেনা। এমনিতে তো কন্যাদের কানাইয়া এমনই গাওয়া হয়েছে। বাস্তবে তোমরা সবাই কন্যা। তোমাদের এটা হল নব জন্ম। পড়াশোনা প্রত্যেকের নম্বরানুসারে হয়ে থাকে। আত্মা ছোট বা বড় হয়না। শরীর ছোট বড় হয়। কেউ চট করে বুঝতে পারে, আর ভাগ্যে না থাকলে বুঝতে পারেনা। জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধ এই দুটো মূলবতনের জন্য বলা হয়। সত্যযুগ থেকে জীবনমুক্ত বলা হয় আর দ্বাপর থেকে জীবনবন্ধ শুরু হয়। এখন সুখকে সবাই ভুলে গেছে, সবাই দুঃখী হয়ে পড়েছে। এমন কেউ নেই যে বলবে আমরা ২১ জন্ম সুখে ছিলাম। এখন রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে পুতিগন্ধময় হয়ে গেছে। ওখানে রাবণ রাজ্যই নেই সুতরাং পুতিগন্ধময় কীভাবে হবে। বলাও হয় যোগবল, ভোগবল। ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তোমরা বাচ্চারা প্রথা সম্পর্কে জানো। অন্যদের জানার প্রশ্নই আসে না। আমেরিকানরা তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে জানে। আমরা আমাদের রীতিনীতি সম্পর্কে জেনেছি। আমরাই সত্যযুগে ছিলাম। ওখানে আমাদের রীতিনীতিও নতুন হবে, সেই অনুসারেই চলব। ঠিক যেমন কল্প পূর্বেও তোমরা চলেছ। যা কিছু হয়ে গেছে পুনরায় এখন রিপিট হবে। বাচ্চারা ধ্যানে মগ্ন হয়ে রীতি-রেওয়াজ সব দেখে আসে। কিন্তু উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। যারা ওখানকার রীতি-নিয়ম দেখে এসে জানিয়েছে, তারা সবাই এখন নেই। সুতরাং এতে লাভ তো কিছুই হয়না। সুতরাং ঈশ্বরীয় পড়াশোনার উপরই সবটুকু নির্ভর করছে। যোগ আর জ্ঞান। যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা। জ্ঞান অর্থাৎ চক্রকে (চিহ্নে) আবর্তন করা। এ তো খুব সহজ। বাবা বলেন, আমার কাছেই আসতে হবে সেইজন্য আমাকে স্মরণ করো। মৃত্যুর সময় মানুষকে বলা হয় যে রাম-রাম বলো। অর্থ কিছুই বোঝে না। শ্রীকৃষ্ণ বললেও ওখানে তো পৌঁছে যায় না। নিয়ে যাবেন সে-ই বাবাই। বিকর্ম বিনাশ হওয়া ব্যতীত তোমরা সেখানে যাবে কীভাবে ! এখন সকলেরই বিনাশের

সময়। তারপর সকলেই আপন-আপন সময়ানুসারে আসবে। এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। নোট করতে হবে।

তোমাদের মাতা-পিতাকে ফলো করা উচিত। মাম্মা কখনো কাউকে বিরক্ত করতেন না। অনেকের অনেক রিপোর্ট আসে, ম্যানার্স (আচরণ ভদ্রসভ্য নয়) নেই। পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান, কত বুদ্ধি থাকা উচিত। ভদ্র চাল-চলন যাদের তাদের প্রতি সকলের ভালোবাসা থাকে। কেউ আবার অত্যন্ত বিরক্ত করে। নিজেই নিজেকে চড় মেরে থাকে। তখন পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। গাওয়াও হয় যে হিন্দু লোকেরা নিজেরাই নিজের চড়(ক্ষতি) মেরেছে। ঈশ্বর যে রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে থাকেন, তাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। এরা নিজেরকেই চড় মেরেছে, সেইজন্য এমন অবস্থা হয়েছে। শাস্ত্রতে দেখানো হয়েছে যে ভগবান বলছেন যে - আমি হলম সর্বব্যাপী। কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলেন - আমি কি তোমাদের মতন নাকি যে নিজেকে চড় মারব ! আমি কি কুকুর-বিড়ালের মধ্যেও বিরাজমান ! বাবা বলেন - তোমরা আমার গ্লানি করেছো, এও ড্রামা। পুনরায় এমনই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো রকমের উল্টোপাল্টা চাল-চলন যেন না হয়। সু-গুণ ধারণ করতে হবে। মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা কাম, ক্রোধের হান্কা(সামান্যতম) নেশাকেও সমাপ্ত করতে হবে। নিমিত্ত হয়ে সকলকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- কি, কেন, এইরকম আর ওইরকমের সমস্ত প্রশ্নের থেকে কিনারায় অবস্থানকারী সদা প্রসন্নচিত্ত ভব যারা প্রসন্নচিত্ত আত্মা, তারা স্ব-এর(নিজ) সম্বন্ধে বা সকলের সম্বন্ধে, প্রকৃতির সম্বন্ধে, যেকোনো সময়ে, যেকোনো বিষয়ে সঙ্কল্পেও প্রশ্ন তুলবে না। এ'টা এরকম কেন বা এ'টা কি হচ্ছে, এমনও হয় নাকি ? প্রসন্নচিত্ত আত্মার সঙ্কল্পের মধ্যে প্রতিটি কর্ম করায়, দেখায়, শোনায়, ভাবনায় এ'টাই থাকে যে যাকিছু হচ্ছে তা আমার জন্য ভালো হচ্ছে আর সর্বদা ভালোই হবে। তারা কখনও কি, কেন, এরকম-ওরকম -- এইসব প্রশ্নের জটে (ঝামেলায়) যায় না।

স্নোগানঃ:- নিজেকে অতিথি মনে করে প্রতিটি কর্ম করো তবেই মহান এবং মহিমা যোগ্য হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের অবস্থাকে ভালো বানাতে হলে সকাল সকাল উঠে একান্তে বসে চিন্তন (বিচার) করো যে, আমরা হলাম আত্মা, আমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে, এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে"

*প্রশ্নঃ - সম্পূর্ণ রূপে বলি চড়ার অর্থ কী ?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ বলি চড়া মানে - বুদ্ধির যোগ একদিকেই থাকা। সন্তানাদি, দেহধারী কেউই যেন স্মরণে না আসে। দেহ বোধ যেন ছিন্ন হয়ে যায়। এইরকম যারা সম্পূর্ণ বলি চড়বে তাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত হবে। যারা একে অপরের নাম রূপে লাটু হয়ে যায় তারা বাবার আর নিজের নাম বদনাম করে দেয়।

*প্রশ্নঃ - বাবা সকল বাচ্চাদের উপরে কোন্ কৃপা করে থাকেন ?

*উত্তরঃ - কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানানোর কৃপা বাবা করে থাকেন। যে বাচ্চারা প্রতিটি কদমে রায় নিয়ে থাকে, কিছুই লুকায় না, তাদের উপরে স্বতঃই কৃপা হয়ে যায়।

*গীতঃ- কে রচছে এই লীলা খেলা...

ওম্ শান্তি । যারা এই গীতটি তৈরী করেছে তারা তার অর্থ জানে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন যে, দেখো তোমাদেরকে কত ভালো উত্তরাধিকার দিয়েছিলাম, যখন তোমাদের রচনা করেছিলাম। স্বর্গ হল নতুন রচনা। দুনিয়া জানে না যে, স্বর্গের রচনা কীভাবে রচিত হয়। তারপর কীভাবে মায়া রূপী ৫ বিকার দখল করে নেয়। এক একটি কথাই হল নতুন, নতুন দুনিয়ার জন্য। সত্যযুগ কাকে বলা হয় - সেটাও তারা জানে না তো তাহলে এ'সব কীকরে জানবে ! এই নলেজ কোনো শাস্ত্রে নেই। স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাই এসে নলেজ প্রদান করেন, যে নলেজ তারপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। নলেজের দ্বারা রাজযোগ শিখে রাজস্ব পেল, ব্যস্। একে বলা হয় স্পীরিচুয়াল নলেজ। স্পীরিচুয়াল বলা হয় স্পীরিটকে, আত্মাকে। সুপ্রীম স্পীরিট বলা হবে বাবাকে। অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। মানুষ তো বলেও থাকে - স্পীরিচুয়াল জ্ঞানের প্রয়োজন। ফিলোজফি হল শাস্ত্রের জ্ঞান। শাস্ত্র পড়ে সে'সব জানা যায়। পরমপিতা পরমাত্মা তো শাস্ত্র পড়েন না। তাঁকে বলা হয় নলেজফুল। মানুষ মনে করে তিনি অন্তর্যামী। কিন্তু তা তো নয়। ড্রামা অনুসারে যে যেমন কর্ম করবে তার ফল তো পেতেই হবে। বাচ্চাদের কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের গতিও বুঝিয়ে থাকেন। কর্ম কখন অকর্ম হয়, তারপর কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। স্বর্গে কোনো খারাপ কাজ হয় না যাতে বিকর্ম হবে। কেননা সেখানে রাবণরাজ্যই নেই। সেইজন্য কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। কর্ম ফলের ছাপ তখনই লাগে যখন বিকর্ম করে। পাপ করিয়ে থাকে রাবণ। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বোঝান। মানুষ তো এটা জানে না যে সত্যযুগে বিকার ছাড়া কীভাবে বাচ্চার জন্ম হয়। অনেকে বলে বিকার হয় ঠিকই, তবে এতটা নয়। যেমন এখানেও সল্ল্যাসী বা গুরুরা বুঝিয়ে থাকে বছরে এক বার কিস্তি মাসে একবার বিকারে যাও। কিন্তু বাবা তো একেবারেই বলে দেবেন বাচ্চারা, কাম হল মহাশত্রু, তার ওপরে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। সেখানে যখন রাবণই নেই তাহলে বিকার কোথা থেকে এল। শিখরাও গায় পুতিগন্ধময় কাপড় পরিস্কার করেন ("মৃতপলিতি কপড়ে ধোয়ে").... এখানে সব হল পুতিগন্ধময়। তিনি কারোর নিন্দা করেন না। ওরা তো যে যেমন তাকে অবশ্যই সেই রকম বলে দেবে। চোরকে চোরই বলে দেবে। গ্রন্থ সাহেবেও অনেক কিছু বুঝিয়ে বলা হয়েছে। গুরু নানক পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা করেছেন। তিনি বলেছেন "জপ সাহেব, সুখমনী..." (সাহেবের না জপ করো)। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। যাকে আধা কল্প স্মরণ করেছো সেই জিনিস যদি পাওয়া যায় তবে কতো খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু তবুও খুশী তাদেরই হয় যারা মুহূর্মুহু নিজেকে আত্মা মনে করে। নিজেকে আত্মা মনে করলে বাবার সাথে লভ থাকবে। আত্মার এই সময় জানাই নেই যে আমাদের পিতা কে ? বাবার হয়ে বাবার অক্যুপেশনকে না জানলে তাকে বুদ্ধি বলা হবে। প্রহ্লাদের গল্পে আছে বদলা নেওয়ার জন্য থামের মধ্যে থেকে বেরিয়েছিল...। কিন্তু পরমাত্মা থাকেন কোথায়, সেই অ্যাড্রেসই তাদের জানা নেই। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও নাম বিখ্যাত। স্ত্রী তো নেই যার দ্বারা সন্তানের জন্ম দেবেন। তাহলে নিশ্চয়ই মুখ বংশাবলী হবে। তোমরাও এ'কথা বোঝাতে পারো। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছে। তো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন। সবার আগে ব্রহ্মার রচনা করেন, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। বাবা বোঝাচ্ছেন দেখো, আমার মুখ বংশাবলী কতো। সকলের বর্ষা তো শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। যাকে অ্যাডপ্ট করেছে সে তো নিশ্চয়ই গরীবই হবে। প্রথমে ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। ব্রহ্মার দ্বারা

তারপর মুখ বংশাবলী তৈরী হয়েছে। সেই কুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ শারীরিক যাত্রা করায়, এই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী রুহানী যাত্রা করিয়ে থাকে। এই রুহানী বা আধ্যাত্মিক যাত্রার বিষয়ে কারোরই জানা নেই। পুরুষার্থ করে থাকে নির্বাণধামে যাওয়ার। তাহলে তো শারীরিক যাত্রা করবার দরকারই নেই। যাত্রা তো হলই নির্বাণধামের। তাকে তো জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে বা বৃন্দবৃন্দ, বৃন্দবৃন্দের সাথে মিশে গেছে - এই রকম বলা হবে না। এই আত্মা যাত্রা করে থাকে। ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রবেশ করে। এ হল আত্মার যাত্রা, বাকি সব হল শারীরিক যাত্রা। তাদের তো জানাই নেই যে নির্বাণধামে কে নিয়ে যেতে পারে। এখন অসীম জগতের পিতা বলেন আমিই সবাইকে নিয়ে যাই। সকলের পান্ডা হন বাবাই। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুবই কম থাকে। বাকি সব আত্মারা সকলেই অবশ্যই ফিরে যায়। রাইটিয়াস (সত্য ধর্মের কথা) কথা একমাত্র বাবাই বলেন। এখন তোমরা রয়েছে সত্যিকারের যাত্রাতে। আমরা হলাম আত্মা, নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, ফিরে যেতে হবে। এটা একবারে পাকা হয়ে যাওয়া চাই। একান্তে বসে এটাই বিবেচনা করো যে, আমরা হলাম আত্মা বাবা আমাদেরকে নিতে এসেছেন। এই বস্ত্র এখন নোংরা (ছিঃ ছিঃ) হয়ে গেছে। এই ভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হয়। একে বিচার সাগর মন্বন বলা হয়। বাবা কর্ম করতে তো মানা করেননি। বাকি রাতে জেগে জেগে এই অভ্যাস করো তাহলে দিনের বেলাতেও ভালো অবস্থা বা স্থিতি ভালো থাকবে, সাহায্য প্রাপ্ত হবে। রাতের অভ্যাস দিনে কাজে আসবে। রাতে জাগতে হবে - রাত্রি ২টোর পরে ; কারণ রাত্রি ৯টার থেকে ১২ টা এই সময়টা হল একেবারেই ডার্ট (খুব খারাপ)। সেইজন্য বিচার সাগর মন্বন ভোর বেলাতেই করা হয়। আমরা হলাম আত্মা, এখন কেবল বাবার কাছেই যেতে হবে। এক বস্ত্র ছেড়ে অন্যটা নেবো। এই ভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলতে হয়। ৮৪ জন্ম পুরো হয়ে গেছে। আর অল্প কিছু দিনই বাকি রয়েছে। এ হল অসীমের ড্রামা। এই ভাবে বুদ্ধিতে থাকলে দেহের চেতনা (ভান) ছিন্ন হয়ে যাবে। বাবা আর বর্ষা মনে পড়বে।

বাবাই এসে শিক্ষা প্রদান করেন। নাহলে আমরা এই রকম শ্রেষ্ঠ পবিত্র কীভাবে হতে পারতাম। এই সময় খুবই করাপশন রয়েছে, সেইজন্যই সদাচার কমিটি বানিয়েছে তারা। আগে এই সব জিনিস ছিল না। এই করপশন ইত্যাদি সব এখন শুরু হয়েছে। মিনিস্টার ইত্যাদি হয়ে গেলে কতো টাকাপয়সা লুটতে থাকে। কতো ব্রষ্টাচার (করপশন) করতে থাকে। সত্যযুগে হল শ্রেষ্ঠাচারী গভর্নমেন্ট। তোমরা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে উঠছে। সেখানে পাপের নাম পর্যন্তও হয় না। বাবা এসে স্বর্গের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। সকলে যারা ডার্ট হয়ে গেছে তাদেরকে সুন্দর সুন্দর ফুল বানিয়ে থাকেন। স্বর্গ স্থাপন করে সকলকে সঙ্গতি প্রদান করে তারপর নিজে গুপ্ত হয়ে যান। আমার পাটাই হল সকলকে সঙ্গতি দেওয়া। আমি সমগ্র দুনিয়াকে কী থেকে কী বানিয়ে দিই। এ'কথা তো লোকেও বলে যে যুদ্ধ লাগবেই। খবরের কাগজে আসে ৫ বছরের মধ্যে এটা হবে, ওটা হবে। আত্মা বিনাশ যদি হয়, তাহলে সে' সব কী করে হবে ? এই বিনাশই বা কেন হয়, কারণটা তো বলুক। তোমরা এখন জানো যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন, তাহলে নরকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা এসে পুরানো দুনিয়ার থেকে নতুন দুনিয়া বানান। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। মৃত্যু ভয় থাকে না। আত্মার জ্ঞান থাকে যে আমি একটা শরীর ত্যাগ করে আরেকটা নেবো। এটা তোমরা বুঝতে পারো যে যারা দেহীতে আসবে তারা নিশ্চয়ই কম বার জন্ম নেবে। আমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এই দুনিয়া এ'কথা জানে না। তোমাদের, আত্মাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বসে বুঝিয়ে থাকেন। প্রজাপিতার সন্তান, নিজেরা হলাম ভাই-ভাই। তাহলে কোনো প্রকারের বিকর্ম করতে পারবে না। এমনিতে তো বলে থাকে হিন্দু টীনী ভাই - ভাই। তাহলে বিকারে কীভাবে যাবে। বলা তো সহজ কিন্তু তার অর্থই তারা বোঝে না। ভাই - ভাই এর অর্থ আত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভাই - বোনের সম্বন্ধে বিকারের দৃষ্টি টিকতে পারে না। লৌকিক সম্বন্ধেও নিকট সম্বন্ধীর সাথে যদি বিবাহ হয় তবে অনেক কথা উঠতে থাকে।

বাবা বোঝান তোমরা সবাই দেবতা তথা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে তারপর ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছো। আমরাই সেই শ্রেষ্ঠাচারী, ১৬ কলার ছিলাম। তারপর ১৪ কলাতে এসে তারপর ব্রষ্টাচারী হতে হতে এখন আরোই তমোপ্রধান ব্রষ্টাচারী হয়ে পড়েছি। এই গোলার (সৃষ্টিচক্রের) চিত্রেও ক্লিয়ার লেখা রয়েছে। বর্ণের রূপও বানানো হয়, কিন্তু তাতে শীর্ষে ব্রাহ্মণকে দেখানো হয়নি। না শিব বাবাকে দেখানো হয় না ব্রাহ্মণদেরকে দেখানো হয়। বাকি দেবতা, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখানো হয়। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমরা ডিগবাজি খেলি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ থেকে তারপর দেবী দেবতা হবো, সেইজন্য দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এখন ফিরে যেতে হবে। তখন আমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়া স্বর্গ হয়ে যাবে। ধরিত্রী জল পেয়ে যাবে। রাতে এই রকম ভাবে বিচার সাগর মন্বন করো তবে অনেক সহায়তা পেয়ে যাবে। এখন আমরা যাবো সুইট ফাদারের কাছে, যাকে পাওয়ার জন্য আমরা দোরে দোরে ধাক্কা খেয়েছি। কোথা থেকেও রাস্তা পাইনি। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। কিন্তু মায়াও বড়ই প্রবল। খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়। সাথে সাথে নাক, কান পাকড়ে ধরে ফেলে। তখন ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়। হকামের নেশা এসে যায়। কারো নাম রূপের পিছনে লাটু হয়ে

যায় প্রেমিক প্রেমিকার মতো। ভীষণ ধোঁকা খেয়ে যায়। লোভীও একদম নাম বদনাম করে দেয়। এই সব কিছু হতেই থাকে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, যোগে থাকতে হবে। ভালো যোগী যারা হয় তারা ৪ - ৫ দিন কিছু না খেলেও কোনও অসুবিধাই নেই তাদের। তাও আনন্দেই থাকে। অবস্থা এই রকমই হওয়া উচিত। দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনো জিনিসের লোভ নেই তো ? এইম রাখা উচিত যে, আমরা ফুল পাশ হয়ে দেখাব। এ হল কল্প কল্পান্তরের বাজী। নিজেকে নিজে যাচাই করে দেখতে হবে যে - আমি লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করবার অথবা রাজস্ব নেওয়ার যোগ্য হয়েছি ? যদি কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে সেটাকে দূর করতে হবে। ত্রুটি ঢাকা থাকতে পারে না। এখন তোমাদের কানেকশ হল শিব বাবার সাথে। কাউকে উঁচুতে ওঠানোর জন্য যদি দৃষ্টি দাও তবে বাবা খুব সহায়তা প্রদান করবেন। ব্রহ্মাকুমারীরা বলে আমরা এটা করেছি, আমি খুব ভালো মুরলী চালিয়েছি - এই অহংকারী অবস্থা হলে পতনে ঠেলে দেয়। ভালো ভালো বাচ্চা যারা তারা মনে করে - আমরা বাবার সহায়তা পাই। অনেকের মধ্যে তো মায়ার প্রবেশ ঘটলে পতন ঘটে। এতে সম্পূর্ণ আত্ম - অভিমানী হওয়া উচিত। দেহের দিকে দৃষ্টি যাওয়া উচিত নয়। হবাবা শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন যে, সংশোধন হয়ে যাও। মায়ার ধোঁকা খেও না, নাহলে পদ হারিয়ে ফেলবে। লৌকিক পতিকে তো তোমরা কতো স্মরণ করতে থাকো আর ইনি হলেন পতিদেরও পতি যিনি তোমাদেরকে অমৃত পান করান, কড়ি থেকে হীরে বানান, তাঁকে তো স্মরণ করো না। এই রকম বাবাকে তো কতো স্মরণ করা উচিত। শ্রীমতের আধারে পুরুষার্থ করা হয়। কোনো কিছু হলে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমার মধ্যে কী অবগুণ রয়েছে ? দেহের চেতনাকে ভাঙতে হবে। যে সম্পূর্ণ বলি চড়ে, সে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। সম্পূর্ণ বলি চড়ার অর্থ হল সেই দিকেই বুদ্ধি থাকা। এই সন্তানাদি যা কিছু রয়েছে সে'সব কিছু থেকে বুদ্ধি সরে যাওয়া চাই। বাবা বলে তার পরিবর্তে সেখানে তোমার সব কিছুই নতুন পাবে। বলা হয় ভগবানের কৃপায় সন্তান লাভ হয়েছে। এখন ভগবান স্বয়ং বলেন, সেই কৃপা তো হল অল্প কালের। এখন তো তোমাদের ওপরে অনেক কৃপা করব। তোমাদেরকে কড়ি থেকে হীরের মতো বানিয়ে দেবো। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই সব কিছুকে বাবারই মনে করবে। প্রতিটি কদমে বাবার থেকে রায় নিতে থাকো। বাবাই রায় দেবেন। কোনো উল্টো কাজ করতে দেবেন না। বিকারীদেরকে দিতে দেবেন না। অবিনাশী সার্জনের কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয়। প্রতিটি কদম জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। অনেক বাচ্চারা জিজ্ঞাসাও করে, লেখেও যে, বাবা বিকার খুব বিরক্ত করে। কেউ কেউ তো মুখে কালিমা লেপন করে বসে, বলেও না। যত লুকিয়ে রাখতে থাকবে ততো আরই কালো হয়ে যেতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ফুল পাশ হওয়ার জন্য যা কিছু ত্রুটি রয়েছে, বিকারের অংশ রয়েছে, তাকে সমাপ্ত করে দিতে হবে। কোনো বিষয়েই অহংকার রাখবে না।

২) দৃষ্টি অত্যন্ত পবিত্র শুদ্ধ বানাতে হবে। কখনোই কোনো দেহধারীর পিছনে ঝুলে থাকবে না। সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমানী হতে হবে।

বরদানঃ:- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা কু'কে সু'তে পরিবর্তনকারী শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব যেমন সায়েন্সের উপকরণ গুলির দ্বারা খারাপ জিনিসকেও পরিবর্তন করে ভালো জিনিসে পরিবর্তিত করে দেয়, তেমনই তোমরা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা খারাপ কথা বা খারাপ সম্বন্ধকে খারাপ থেকে ভালোতে পরিবর্তন করে দাও। এই রকম শুভ ভাবনা সম্পন্ন হয়ে যাও যে তোমাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা অন্য আত্মারাও খারাপটাকে ছেড়ে ভালোটাকে ধারণ করে নেয়। নলেজফুলের হিসাবে রাইট আর রং'কে জানা সেটা হল আলাদা ব্যাপার, কিন্তু নিজের মধ্যে খারাপকে খারাপ ভাবে ধারণ করাটা হল ভুল। সেইজন্য কু'কে দেখলে বা জানলেও তাকে সু'তে বদলে দাও।

স্নোগানঃ:- সহনশীলতার গুণ ধারণ করো, তবে কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছেন তাই তাঁকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর শ্রীমতে চলতে থাকো, একের সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখো”

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের বাবার সাথে প্রীতি আছে, তাদের লক্ষণগুলি কীরকম হবে ?

*উত্তরঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি আছে তো এক তাঁকেই স্মরণ করবে, তাঁরই মতে চলবে। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। কারোর প্রতি ঘৃণা রাখবে না। নিজের সত্য-সত্য দৈনন্দিন চার্ট বাবাকে দেবে। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো রে হে মন...

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণদের তো অবশ্যই ধৈর্য থাকবে কেননা ব্রাহ্মণদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে প্রীতি আছে - নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। সকলের একই রকম প্রীতি নেই। যেরকম বাবা মাম্মা আর বাচ্চারা নিজের নিজের অনুভব শোনায়। অহম্ আত্মা নিজের জন্য বলে। বাবা পুনরায় অহম্ পরমাত্মা বলবেন। অহম্ আত্মা বলে আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে অনেক স্মরণ করি কেননা আমি জানি - অর্ধেক কল্প আমি রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখ দেখেছি। এমন নয় যে শুরু থেকেই দুঃখ হয়েছে। না। রাবণ রাজ্যে ধীরে ধীরে দুঃখের বৃদ্ধি হয়। কলা কম হতে থাকে। অহম্ আত্মাকে এখন পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছিলে, কেবল আমাকে স্মরণ করতে। পুনরায় ব্যভিচারী রজোগুণী ভক্তিতে এসে গেছো। এখন তো তমোগুণী ভক্তি হয়ে গেছে, যে-ই আসে তাকে পূজা করতে থাকে, একে বলা যায় ভূত পূজা, কেননা শরীর ৫ তন্ত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে। ইনি অমুক স্বামী, কেবল ৫ তন্ত্রের শরীরকে দেখে বলে। তার চরণে মাথা নোয়ায়। এটা হল তমোগুণী ভক্তি। এখন আমরা আত্মারা জানি যে পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় এসেছেন আমাদেরকে নিজেদের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, এইজন্য যতটা সম্ভব তাঁকে স্মরণ করতে থাকো। তাঁর নির্দেশ হলো নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। দেহী-অভিমানী ভব বা আত্ম-অভিমানী ভব। বাবা (ব্রহ্মা) শোনাচ্ছেন যে প্রতিমুহূর্তে বাবাকে ধন্যবাদ জানাই। বাবা তুমি আমাকে অঙ্ককার থেকে বের করেছো। বাবার সাথেই আমার প্রীতি আছে। অন্যান্য সকলের হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, তারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে পারবে না। লৌকিক বাচ্চাদের বাবার সাথে প্রীতি থাকে। বাবার মতে চলতে থাকে তো বাবাও খুশি (রাজি) হন। বাচ্চা যদি বাবার মত অনুসারে না চলে তো বাবা সন্তুষ্ট হন না, যারা বাবার মতে চলে না, তারা হল কুপুত্র। তো অসীম জগতের বাবাও বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম ভগ্নীভূত হয়ে যাবে। আমার হয়েছে তো কোনো পাপ কর্ম কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করবে না। কখনো শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করবে না। বাবা তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য বানাচ্ছেন তো বাবাকে কতই না ধন্যবাদ জানাতে হবে। তাঁর মতে না চললে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পদ ব্রষ্ট করে দেবে। যদিও আমরা এখানে নোংরাকে ব্রষ্ট বলে থাকি কিন্তু সেখানে কম পদকে ব্রষ্ট পদ বলা হয়। বাবা বলেন, ভালোভাবে প্রীতি লাগাও। যেরকম স্ত্রী পতিকে স্মরণ করে সেইরকম তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমার শ্রীমতে চলো। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। কারোর প্রতি ঘৃণা রাখবে না। প্রত্যেক আত্মা নিজের পার্ট পালন করছে।

তোমরা এখন জানো যে এই জন্ম হল ভবিষ্যতের জন্মের থেকেও উচ্চ জন্ম। এখানে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। সত্যযুগে দৈবী সন্তান হব। এখানকার মহিমা অধিক। জগদম্বার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীর থেকে কি প্রাপ্ত হয় ? এই সব কথাকে নতুনরা কেউ বুঝতে পারবে না। অনেকেই তো আসে কিন্তু যাদের মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি নেই তারা স্থির থাকতে পারেনা। বাবা-মাম্মা বাচ্চাদের মিত্র সম্বন্ধীরা তো অনেক আসে অথবা অফিসার ইত্যাদিরাও আসে, তখন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যদি তীর লেগে যায়, বেচারাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। শীঘ্রই বোঝা যায় যে ঈশ্বরীয় কুলের নাকি আসুরিক কুলের । প্রীতি আছে নাকি নেই। এখানে অনেকেই আসে, ঠিকও হয়ে যায়, পুনরায় বাইরে গিয়ে কুসঙ্গে অথবা মায়ার সঙ্গ পেয়ে বিকারী হয়ে যায়। লেখে যে আমরা হেরে গেছি। কিন্তু যদি না বলে তো আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। তোমাদের এখন বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি আছে। হ্যাঁ তোমাদেরই নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে প্রীত বুদ্ধি আছে। শিব বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, কখনো কোনো বিকর্ম করো না, শ্রীমতে চলতে থাকো। বাবার হয়েছে তো তোমাদের আচার আচরণও এই রকম হওয়া চাই। বাবার কাছে সবকিছু জানাতে হবে। বাবা মুক্তি-জীবন্মুক্তি, বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন আর বাচ্চাদের কাছে কি আছে, সেটা বাবার জানা নেই। বাবার কাছে তো সম্পূর্ণ দৈনন্দিন চার্ট আসা

চাই। আমাকে দিলে তোমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। তারা তো সমস্ত টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিজেদের কাজে লাগিয়ে দেয়, আমি তো হলাম নিরাকার। বাচ্চারা তোমাদেরই কাজে লাগাই। যেরকম গান্ধীজি দেশের কাজে লাগিয়েছিলেন, এইজন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। গান্ধীজি কংগ্রেসী রাজ্য স্থাপন করেছেন। নাহলে তো এখানে রাজাদের রাজ্য ছিল। এখন বাবা পুনরায় নতুন রাজধানী, রাম রাজ্য স্থাপন করেছেন - এই কথা সমস্ত বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না, যদি বসতো তাহলে খুশির পারদও চড়ে যেত। বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকবে। বাবা বলেন - পরমধামে বাবাকে স্মরণ করো, যেখানে যেতে হবে। এখন ড্রামা সম্পন্ন হচ্ছে। ড্রামাকে কেউ জানেইনা। আর না কারো আমার সাথে প্রীতি আছে। বলে যে আমরা পরম্পরা অনুসারে গঙ্গা স্নান করে আসছি। সত্যযুগেও কি গঙ্গা স্নান করেছিলে? পরম্পরার অর্থও বোঝে না। বাবা বলেন এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। তোমাদের বুদ্ধিতে ধৈর্য আছে। কেউ তো কিছুই বুঝতে চায় না। এখান থেকে বুঝে যখন বাইরে যায় তখন মায়া সবটাই খেয়ে নেয়। যেরকম মাছি মরে গেলে পিঁপড়েরা তার সবটাই শেষ করে ফেলে। এখানেও মরে গেলে তো পিঁপড়েরা নিয়ে সবটাই শেষ করে দেবে। মায়াও হল বলবান, কম নয়। অনেক বড় যুদ্ধ লাগবে। এখানে থেকেও ক্লাসে আসে না, তো বোঝা যায় যে, এ স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। কৃষ্ণ পুরীতে যেতে পারবেনা। কোনও মূল্য নেই। তোমরা যারা হীরের মত তৈরী হচ্ছে তোমাদেরই অনেক মূল্য আছে। তোমরা জানো যে আমরা ওয়ার্থ পাউন্ড (মূল্যবান) তৈরী হচ্ছে। এক পরিবারে একজন হংস আর একজন বক থাকলে তো খটখটি অবশ্যই চলবে। এখানে তো বকদের থেকে দূরে থাকতে হবে। নোংরা পতিতদের হাতে তোমরা খেতেও পারো না। কিন্তু বাচ্চাদের বাবার প্রতি এতটাও ভালোবাসা থাকে না, সেইজন্য চিন্তা করে যে পেট কোথা থেকে ভরবে। আরে ভীল (প্রজাতি) যারা আছে, তারা কোথা থেকে খায়? আজকাল তো কেউ গেরুয়া পোশাক পরে নিল তো ফ্রিতে পয়সা পেয়ে যেতে থাকে। সবাই পায়ে পড়তে থাকে, যারা আসে তারা মূর্তির সামনে পয়সা রেখে যায়, খুবই সহজ। এই দুনিয়াই হল এইরকম। বাচ্চাদের তো চিন্তন করতে হবে। এই দুনিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে তো স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু যোগ্যও তো হতে হবে তাই না। পদও তো প্রাপ্ত করতে হবে তাই না। সেখানেও পোজিশনের পার্থক্য থাকে। পড়াচ্ছেন তো এক বাবা। কেউ রাজা রানী, কেউ চাকর বাকর, কেউ ধনী প্রজা। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম স্থাপকেরা রাজত্ব স্থাপন করে না। এইজন্য বাবা বলেন যে সাবধান থাকো। বিনাশ কালে সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি চাই। যত প্রীতি থাকবে ততই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। স্মরণ করাও শেখানো হয়। বাবা বলছেন, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো। স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। আমি হলাম লাইট হাউস, মাঝি আমার নৌকাকে পারে নিয়ে যাচ্ছেন। এক চোখে শান্তিধাম আর এক চোখে সুখধাম রাখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রত্যেক পার্টধারীর পার্ট দেখে, কারোর প্রতি ঘৃণা করবে না। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকেই দুঃখ দেবে না।

২) বাবাকে নিজের সম্পূর্ণ দৈনন্দিন চার্ট দিতে হবে। বিনাশ কালে সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি হতে হবে। শ্রীমতে নিজের আচার-আচরণ শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

বরদান:- সূক্ষ্ম পাপগুলির থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব
কোনো কোনো বাচ্চা বর্তমান সময়ে কর্মের গতির স্তানে খুবই ইজি হয়ে গেছে, সেইজন্য ছোট-ছোট পাপ হতেই থাকছে। কর্ম ফিলোসফির (দর্শন) সিদ্ধান্ত হলো - যদি তুমি কারোর গ্লানি করো, কারোর করা ভুল সকলের কাছে ছড়িয়ে দাও বা কারো হ্যাঁ-তে হ্যাঁ-ও মেলাও তাহলেও পাপের ভাগী হয়ে যাবে। আজ তোমরা কারোর গ্লানি করছো তো কাল সে তোমার দ্বিগুণ গ্লানি করবে। এই ছোট ছোট পাপ সম্পূর্ণ স্থিতি প্রাপ্ত করতে বিঘ্ন রূপ হয়ে যায়। সেইজন্য কর্মের গতিক জেনে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্নোগান:- আদি পিতার সমান হওয়ার জন্য শক্তি, শান্তি আর সর্বগুণের স্তম্ভ হও।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

"নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ আত্মাদের থাকার স্থান"

যখন আমরা নিরাকারী দুনিয়া বলি তো নিরাকারের অর্থ এটা নয় যে তার কোনো আকার নেই। কিন্তু কোনো দুনিয়া নিশ্চয়ই আছে যার স্থূল সৃষ্টির মতন আকার নেই। যেমন পরমাত্মা নিরাকার কিন্তু ঐশ্বর্য নিজের সূক্ষ্ম রূপ অবশ্যই আছে। আমরা আত্মাদের ও পরমাত্মার ধাম হল নিরাকারী দুনিয়া। তাই যখন আমরা দুনিয়া শব্দটি বলি, তো এর থেকে প্রমাণিত হয় ওই দুনিয়া আছে আর ওখানে কেউ থাকে। তাই তো দুনিয়া নাম হয়েছে। এখন দুনিয়ার লোক তো বোঝে যে পরমাত্মার রূপও হল অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব। কিন্তু সেটা তো হল পরমাত্মার থাকার ঠিকানা, যাকে রিটার্ড হোম বলা হয়। তাই আমরা পরমাত্মার নিবাস স্থানকে পরমাত্মা বলতে পারি না। এখন দ্বিতীয়টি হল আকারী দুনিয়া, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর দেবতারা আকারী রূপে থাকেন আর এটা হল সাকারী দুনিয়া, যার দুটি ভাগ আছে। একটি হল নির্বিকারী স্বর্গের দুনিয়া, যেখানে অর্ধকল্প সর্বদা পবিত্রতা সুখ আর শান্তি আছে। দ্বিতীয়টি হল বিকারী কলিযুগী দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া। এখন এই দুই দুনিয়া কেন বলে? কারণ এই যে মানুষ বলে যে স্বর্গ ও নরক উভয়ই পরমাত্মার রচনা করা দুনিয়া, এর ওপর পরমাত্মার মহাবাক্য হলো বাচ্চারা, আমি কোনো দুঃখের দুনিয়া রচনা করিনি। যে দুনিয়া আমি রচনা করি তা সুখের ছিল। এখন এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া, তা মানুষ আত্মারা নিজেরা নিজেকে আর আমি পরমাত্মাকে ভোলার কারণে এই হিসাবপত্র ভোগ করছে। বাকি এইরকম নয় যে সময় সুখ ও পুণ্যের দুনিয়া ছিল সেখানে কোন সৃষ্টি ছিল না। হ্যাঁ অবশ্যই ছিল। যখন আমরা বলছি যে ওখানে দেবতাদের বসস্থান ছিল তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে প্রবৃত্তি চলতো। কিন্তু বিকারী জন্মগ্রহণ ছিল না। যে কারণে কোনো কর্ম বন্ধন ছিল না। ওই দুনিয়াকে কর্ম বন্ধনহীন স্বর্গের দুনিয়া বলা হয়। তাহলে প্রথমটি হল নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয়টি হল আকারী দুনিয়া, তৃতীয়টি হল সাকারী দুনিয়া।

"ভগবানের আসার অনাদি রচনা করা প্রোগ্রাম"

এই যে মানুষ গান গায় হে গীতার ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা পালনে এসে। এখন উনি স্বয়ং গীতার ভগবান নিজের কল্প পূর্বের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য এসেছেন আর বলছেন বাচ্চারা, যখন ভারতের উপর অতি ধর্মগ্লানি হয় তখন আমি এই সময় নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে অবশ্যই আসি। এখন আমার আসার মানে এই নয় যে আমি প্রতি যুগে যুগে আসি। সব যুগেতো তো কোনো ধর্ম গ্লানি হয় না। ধর্ম গ্লানি হয়-ই কলিযুগে, তাহলে বুঝতে হবে যে, পরমাত্মা এই কলিযুগেই আসেন। আর কলিযুগ আবার কল্প-কল্প আসে, তাই নিশ্চয়ই উনিও প্রতি কল্পে আসেন। কল্পতে আবার চার যুগ আছে, তাকেই কল্প বলা হয়। অর্ধকল্প সত্য যুগ, ত্রেতাতে সতোগুণ ও সতোপ্রধান হয়, সেখানে পরমাত্মার আসার কোনো দরকার হয় না। আবার দ্বাপর যুগ থেকে তো অন্য ধর্মের সূচনা হয়, ওই সময়েও অতি ধর্ম গ্লানি হয় না। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে পরমাত্মা তিন যুগে আসেন না। বাকি থাকল কলিযুগ, যার শেষেতো অতি ধর্ম গ্লানি হয়। সেই সময় পরমাত্মা এসে অধর্মের বিনাশ করে সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। যদি দ্বাপরে এসে থাকেন তাহলে দ্বাপরের পর আবার সত্যযুগ হওয়া দরকার, তাহলে কলিযুগ কেন? এইরকম তো বলব না যে পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপন করেছেন, এখন এই কথা তো হতে পারে না। সেইজন্য পরমাত্মা বলেন - আমি একজন-ই, একবারই এসে অধর্মের বিনাশ করে, কলিযুগের বিনাশ করে সত্যযুগের স্থাপনা করি। তাই আমার আসার সময় হল সঙ্গমযুগ-ই। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"উড়তি কলার আধার উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা"

আজ, সব বাচ্চার স্নেহ সম্পন্ন মিলন-ভাবনা আর সম্পূর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ কামনার উৎসাহ-উদ্দীপনার শুভ ভাইব্রেশন দেখছেন বাপদাদা। সব বাচ্চার মধ্যে যে বাচ্চারা এই কল্পে প্রথমবার বাবার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে তাদের উৎসাহ আর যারা এই কল্পে অনেকবার মিলিত হয়েছে সেই বাচ্চাদের উৎসাহ সকলের নিজের নিজের। যাকে তোমরা নিজেদের ভাষায় বলে থাকো নতুন বাচ্চা আর পুরানো বাচ্চা। কিন্তু সবাই অতি পুরানো থেকেও পুরানো। কারণ পুরানো পরিচিতি, বাবার দিকে, ব্রাহ্মণ পরিবারের দিকে আকর্ষণ করে এখানে নিয়ে এসেছে। নতুন আর পুরানো এটা শুধু মাত্র চিহ্নিত করার জন্য বলা হয়ে থাকে। সুতরাং নতুন বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এটাই যে, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দ্রুতবেগে উড়ে বাবা সমান হয়ে দেখায়। পুরানো বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় এটাই যে, বাপদাদার থেকে যা পালনা প্রাপ্ত হয়েছে, ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে, তার রিটার্ন যেন বাবার সামনে সদা রাখতে পারে।

উৎসাহ-উদ্দীপনা দুইই শ্রেষ্ঠ। আর এই উৎসাহ-উদ্দীপনা পাখা হয়ে উড়তি কলার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উড়তি কলার পাখা অবশ্যই জ্ঞান-যোগ, কিন্তু প্রত্যক্ষ স্বরূপে সারা দিনচর্যায় সবসময়, সব কর্মে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা উড়তি কলার আধার। যেমনই কার্য হোক, তা' পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার হোক বা বাসন মাজার অথবা সাধারণ কর্মই হোক, কিন্তু তার মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা ন্যাচারাল আর নিরন্তর হবে। এমন বলা হয়নি, যখন জ্ঞানের পাঠ পড়ছ বা অন্যদের পড়াচ্ছ কিংবা স্মরণে বসেছ বা স্মরণে বসতে অন্যদের জন্য ব্যবস্থা করছ কিংবা আধ্যাত্মিক সেবায় বিজি আছ তো সেই সময় শুধু উৎসাহ-উদ্দীপনা হবে আর সাধারণ কর্ম যদি হয় তাহলে স্থিতি সাধারণ হয়ে যাবে - এটা উড়তি কলার লক্ষণ নয়। উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ আত্মা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখায় উড়তেই থাকবে। তাইতো বাপদাদা সব বাচ্চার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছেন। পাখা তো সবার আছে কিন্তু কখনো কখনো উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। কোনো ছোট-বড় কারণ তৈরি হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা আসে, কখনো তো ভালোবাসার সাথে পার করে দেয়, কিন্তু কখনো ঘাবড়ে যায়। যাকে তোমরা বোলো কনফুজড হয়ে যায়। সেইজন্য সহজে পার না করতে পারায় ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু অল্প অল্প ক্লান্ত হয়ে গেলেও তাদের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, গন্তব্য অতি প্রিয়, সেইজন্য উড়তে শুরু করে দেয়। শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আর প্রিয় ঠিকানা এবং বাবার ভালোবাসার অনুভব ক্লান্তির কারণে নিচের স্থিতিতে থেমে থাকতে দেয় না। সেইজন্য আবার উড়তে শুরু করে। তাইতো বাপদাদা বাচ্চাদের এই খেলা দেখতে থাকেন, তবুও বাবারই ভালোবাসা তাদের থেমে থাকতে দেয় না। ভালোবাসার বিষয়ে তোমাদের মেজরিটি পাস করে। সেইজন্য প্রতিবন্ধকতা তোমাদের যতই থামানোর চেষ্টা করুক বা থামিয়ে দিক, যদিও বা তোমরা কখনো কখনো ভাবো যে, বড়ই কঠিন, এর থেকে তো যেমন ছিলাম সেই রকমই হয়ে যাই। এতদসত্ত্বেও তোমাদের ইচ্ছা পাস্ট লাইফে কোনও আনন্দ খুঁজে পায় না। কারণ প্রথমে তো এই পরমাত্ম-ভালোবাসা আর দেহধারীদের ভালোবাসা দুইয়ের মধ্যের প্রভেদ তোমাদের সামনে রয়েছে। তাইতো উড়তে উড়তে যখন স্থির কলায় এসে যাও তখন দুই রাস্তার মাঝখানে উপস্থিত হও আর ভাবো - এদিকে যাবো নাকি ওদিকে যাবো ! কোথায় যাবো ! কিন্তু পরমাত্ম-ভালোবাসার অনুভব বিভ্রান্তকে (কনফুজড) 'অমর ও দেবতুল্য' (সুরজিৎ) করে তোলে আর উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এই ব্যাপারে ভাবলেও স্থির কলা তথা অচল অবস্থা থেকে উড়তি কলায় উড়ে যাও। বিষয় খুব ছোট ছোট হয় কিন্তু সেই সময় দুর্বল শক্তি হওয়ার কারণে বড় মনে হয়। যেমন, যে শরীরে দুর্বল হয় তার এক গ্লাস জল উঠাতেও কঠিন লাগে আর যার আন্তরিক শক্তি প্রবল তার দু' বালতি জল তোলা খেলা মনে হয়। এইরকমই ছোট একটা বিষয়কে তোমাদের কাছে বড় বলে অনুভব হতে থাকে। সুতরাং উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা সদা ওড়তে থাকে। প্রতিদিন অমৃতবেলায় নিজের সামনে সারাদিন কোন স্মৃতিতে উৎসাহ-উদ্দীপনায় থেকেছো - সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার ভ্যারাইটি পয়েন্টস ইমার্জ হতে দাও। আমি জ্যোতির্বিদ্যু বাবাও জ্যোতির্বিদ্যু ঘরে ফিরে যেতে হবে তারপরে রাজ্যে আসতে হবে - শুধু এই এক বিষয়ের একই পয়েন্ট কখনো কখনো বাচ্চাদের বোর করে দেয়। তারপরে ভাবে নতুন কিছু চাই। কিন্তু প্রতিদিনের মুরলীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস থাকে। সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার বিশেষ পয়েন্ট নিজের কাছে নোট করে রাখো। অনেক বড় লিস্ট বানাতে পারো। ডায়েরিতে নোট করছো তো বুদ্ধিতেও নোট করো। যখন বুদ্ধিতে ইমার্জ না হয় তখন ডায়েরী থেকে ইমার্জ করো তাহলে ভ্যারাইটি পয়েন্টস প্রতিদিন নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে। মনুষ্য আত্মার নেচার এটাই যে, তারা ভ্যারাইটি পছন্দ করে, সেইজন্য হয় জ্ঞানের পয়েন্ট মনন করো কিংবা আত্মিক আলাপচারিতা করো। সারাদিন বিন্দু স্মরণ করতে থাকলে বোর হয়ে যাবে। যেমনই হোক,

বাবাও বিন্দু, তুমিও বিন্দু। সঙ্গমযুগে তুমি হিরো পার্টধারী, জিরোর সাথে হিরোও হও। শুধু জিরো নও। সঙ্গমযুগে হিরো হওয়ার কারণে সারাদিনভর ভ্যারাইটি ভূমিকা (পার্ট) পালন করো। সারা কল্পে আমি জিরোর কী কী পার্ট ছিলো আর এই সময় আমার হিরো পার্ট কী, কার সঙ্গে আমার পার্ট, কত সময় কোন্ পার্ট প্লে করতে হবে, সেই ভ্যারাইটি রূপের সাথে জিরো হয়ে নিজের হিরো পার্টের স্মৃতিতে থাকো। স্মরণেও ভ্যারাইটি রূপের সাথে কখনো বীজরূপ স্থিতিতে থেকে, কখনো ফরিস্তা রূপে, কখনো আত্মিক রূপে আত্মিক বার্তালাপে থাকো। কখনো বাবার থেকে প্রাপ্ত ধনভান্ডারের একেকটা রত্নকে সামনে নিয়ে এসো। যে সময় যেমন ইচ্ছা হবে সেই ভাবে তাঁকে স্মরণ করো। যে সময়ে যে সম্বন্ধের স্নেহ চাও সেই সম্বন্ধে বাবার সাথে মিলন উদযাপন করো, সেইজন্য বাবা সর্ব-সম্বন্ধে তোমাদের নিজের বানিয়েছেন আর তোমরাও বাবাকে সর্ব-সম্বন্ধে নিজের বানিয়েছ। শুধু এক সম্বন্ধ নয়, ভ্যারাইটি সম্বন্ধ আছে তো না? কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাবা ব্যতীত, বাবার ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তি ব্যতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। ভ্যারাইটি প্রাপ্তি, ভ্যারাইটি ধনভান্ডার, ভ্যারাইটি সম্বন্ধ, ভ্যারাইটি খুশির বিষয় আছে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার ভ্যারাইটি পয়েন্টস আছে। সেই বিধিতে ইউজ করো। বাবা আর তুমি এটাই সেফটির রেখা। এই স্মৃতির রেখার বাইরে এসো না। ব্যস, এই রেখা পরমাত্ম-ছত্রছায়া, যতক্ষণ এই ছত্রছায়ার রেখার ভিতরে আছ ততক্ষণ মায়ার কোনো সাহস নেই। তারপরে পরিশ্রম কী, প্রতিবন্ধকতা কী, বিঘ্ন কী - এই শব্দে অবিদ্যা হয়ে যাবে। যেমন, আদি স্থাপনের সময় যখন সত্যযুগের আত্মাদের প্রবেশ হতো, তখন সেই আত্মাদের বিকার কী, দুঃখ কী, মায়া কী - এইসব শব্দের অবিদ্যা থাকতো। বাচ্চাদের এই অনুভব আছে তো না ? পুরানো যারা তারা তো এই বিষয়ে জানে। এই ভাবে যে বাবা আর আমি - এই স্মৃতির রেখার ছত্রছায়ায় থাকে, তাদের এই বিষয়ে অবিদ্যা হয়ে যায়, সেইজন্য সদা সেফ থাকে, সদা বাবার হৃদয়ে থাকে। তোমাদের সকলের বেশি পছন্দ হয় হৃদয়, তাই না ! উপহার হিসেবে হার্টই বানিয়ে নিয়ে আসো। কেকও হার্টের আকৃতির বানাও, বক্স বানাও সেটাও হার্টের মতো। তাহলে থাকছ তো হার্টেই না ? বাবার হার্টের দিকে মায়া আসতে পারে না। যেমন, জঙ্গলও যদি আলোকোজ্জ্বল করে দেওয়া হয় তো জঙ্গলের রাজা সিংহও আসতে পারে না, পালিয়ে যায়। কত লাইট আর মাইট বাবার হার্ট ! তার সামনে মায়ার কোনও রূপ আসতে পারে না। তাহলে পরিশ্রম দ্বারা সেফ হয়ে গেছ তো না ! জন্মও সহজে হয়েছে, জন্ম নিতে পরিশ্রম কি লেগেছে? বাবার পরিচয় পেয়েছ, চিনেছ আর সেকেন্ডে অনুভব করেছ - বাবা আমার, আমি বাবার। সহজে জন্ম হয়েছে, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়নি। তোমাদের দেশরূপীঘরে বাবা বাচ্চাদের নিমিত্ত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁকে খুঁজতে হয়নি বা বিভ্রান্তিতে এদিকে ওদিকে যেতে হয়নি। ঘরে বসে বাবাকে পেয়ে গেছ, তাই না ! তোমরা এখন ভারতে আসো অন্তরের ভালোবাসায় মিলন উদযাপনের জন্য। কিন্তু তোমরা তো ওখানেই পরিচয় প্রাপ্ত করেছ, জন্ম ওখানেই হয়েছে তো না? জন্ম অতি সহজে হয়েছে তো পালনাও তো অতি সহজভাবে প্রাপ্ত করো। শুধু অনুভব করো, তোমরা যাবেও সহজে। বাবার সাথেই যেতে চাও তো না, নাকি ধর্মরাজপুরীতে অপেক্ষা করবে ! সবাই একসাথে যেতে তো চাও, তাই না ! তোমাদের সকলের এই দূঢ় সঙ্কল্প আছে কি যে আমরা সাথে আছি আর একসাথে ফিরে যাবো; আর ভবিষ্যতে ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজত্ব যাবো এবং পার্ট প্লে করবো - এইরকম দূঢ় সঙ্কল্প আছে তো না? যদি চলতে চলতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও তাহলে থেমে যাবে, তখন কী করবে ? কারণ বাবা তো সেই সময় অপেক্ষা করবেন না। এখন অপেক্ষা করছেন, এখন সময় দিয়েছেন, সেই সময় করবেন না অপেক্ষা। সেই সময় সেকেন্ডে উড়ে যাবেন। এখন নতুন নতুন বাচ্চাদের জন্য লেট হয়েছে কিন্তু টু লেট-এর বোর্ড এখনও লাগানো হয়নি। এখন তো নতুন নতুন বাচ্চাদের আসার জন্য নতুন দুনিয়া অপেক্ষা করে আছে যাতে তারাও লাস্ট সো ফাস্ট আর ফাস্ট নম্বরের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সাথে যাওয়ার জন্য সবাই তৈরি হয়েছে তো না? এই কল্পে যারা প্রথমবার এসেছে, বাপদাদা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রতি বড়দের ভালোবাসা থাকে। সুতরাং বাবার আর বড় ভাই-বোনদের তোমাদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা আছে। অতি প্রিয় হয়ে গেছ তো না ! নতুন বাচ্চারা অতি প্রিয়। নতুন হোক বা পুরানো হোক ফাস্ট আসতে সকলে ফাস্ট গতি বজায় রাখে। ছত্রছায়ায় থাকো, সদা হৃদয়ে থাকো, এটাই সবচাইতে সহজ তীব্রগতি।

নিজেকে নিজে কখনো বোর করো না। সদা নিজে নিজের জন্য ভ্যারাইটি রূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা ইমার্জ করো ডবল বিদেশিদের কেউ কেউ কখনো কখনো এটাও ভাবে যে, আমাদের কালচার আর ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সেইজন্য ইন্ডিয়ান কালচার কখনো পছন্দ হয় কখনো হয় না। কিন্তু এটা তো না ইন্ডিয়ান কালচার, না বিদেশের কালচার। এটা তো ব্রাহ্মণ কালচার। ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী এই নাম সকলের পছন্দ তো না ? ব্রহ্মাবাবার প্রতিও তোমাদের খুব প্রীতি-ভালোবাসা আছে আর বি. কে. জীবনও তোমাদের অতি প্রিয়। কখনো কখনো শ্বেত বস্ত্রের পরিবর্তে তোমাদের রঙিন বস্ত্র মনে আসে, কারণ শ্বেত বস্ত্র তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়। যখন তোমরা দপ্তরে (অফিস) যাও বা কোথাও এমন স্থানে যদি যাও তো যে ড্রেস তোমরা পরিধান করো তার জন্য বাপদাদা নিষেধ করেন না, কিন্তু সেই বৃত্তিতে পরিধান করো না যে, আমাদের ফরেন কালচার, এটা আমার পার্সোনালিটি - এই নীতিতে পরিধান করো না।

সেবাব্যবস্থার থেকে যদিও বা পরো, পার্সোনালিটির উদ্দেশ্য নয়। ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য থাকুক। সেবার্থে, আবশ্যিকতা অর্থে যদি পরিধান করো তাহলে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু সেটাও নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দিয়ে ভেরিফাই করাও। এমন নয় যে, বাপদাদা তো অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তাহলে আবার আপনি কেন নিষেধ করছেন। কখনো কখনো তোমরা খুব হাসির কথা বলে থাকো। যে শব্দ তোমাদের আপন উদ্দেশ্যের জন্য হয় তা' তোমরা মনে রাখো, কিন্তু তার পিছনে যে নিয়ম-নীতির বিষয় থাকে সেটা তোমরা ভুলে যাও। সুকৌশলী হওয়াটা বাপদাদার ভালো লাগে কিন্তু সেই কৌশল লিমিটে থাকা উচিত, আনলিমিটেড যেন না হয়। ভোজনপান করো, পরিধান করে, খেলো - কিন্তু লিমিট বজায় রেখে। সুতরাং কোন কালচার পছন্দ ? যা ব্রহ্মাবাবার কালচার তা' ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের কালচার, পছন্দ তো না? তোমাদের মধ্যে একটা ব্যাপার খুব ভালো যে পরিষ্কারভাবে বলে দাও। সবাই একরকম নয় - কেউ কেউ এইরকম হয় যারা নিজের দুর্বলতা বর্ণন করে, কিন্তু হইমজিকাল অর্থাৎ খামখেয়ালি হয়ে যায়। বারবার স্মৃতিতে এটাই নিয়ে আসতে থাকে - আমি দুর্বল...। এত কোমল হয়ো না। যদি দুর্বলতার বিষয়েই ভাববে তবে তোমাদের মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে সেটাই ভুলে যাবে আর দুর্বলতাকেই বারবার ভাবতে থাকবে। দুর্বলতা অবশ্যই বাবাকে শোনাও কিন্তু যখন বাবাকে দিয়েই দিয়েছ তো সেগুলো কার কাছে রয়েছে? তাহলে কেন এত ভাবো আমি এইরকম . . . বাবাকে দিয়ে দিয়েছ তো না ! তোমরা বাপদাদাকে পত্র লিখে দুর্বলতা সব দিয়ে দাও কিংবা পত্র লিখে বাপদাদার ঘরে রেখে আসো, তারপরে আবার ভাবো যে, কোনো উত্তর তো পাওয়া হলো না ! এইভাবে বাপদাদা উত্তর দেন না। যে খামতি তুমি বাপদাদাকে দিয়ে দিয়েছ, বাপদাদা সেই স্থানে তোমাকে শক্তি, খুশি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ভরে দেন। আর বাপদাদা যা দেন তা' তোমরা গ্রহণ করো না, শুধু ভাবতে থাকো যে উত্তর তো পেলাম না ! বাবা যা দেন সেগুলো নেওয়ার প্রয়াস করো। উত্তরের অপেক্ষা ক'রো না - শক্তি, খুশি নিতে থাকো। তারপরে দেখ কত ভালো উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে। যে মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে লেখ অথবা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদেরকে শোনাও তার মানে দিয়ে দিয়েছ অর্থাৎ সমাপ্ত। এখন কী প্রাপ্তি হচ্ছে সেই বিষয়ে ভাবো। বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের থেকে কত পত্র আসে, বাপদাদা উত্তর দেন না কিন্তু যা আবশ্যিক তা' তিনি রিটার্ন দেন এবং যা কিছু খামতি আছে তিনি পূরণ করে দেন। আর বাকি স্মরণ-স্নেহ তো তিনি প্রতিদিনই দেন। এমন কোনো দিন আছে যেদিন স্মরণ-স্নেহের প্রাপ্তি হয়নি ? বাপদাদা সবাইকে প্রতিদিন দু-তিন পেজের পত্র লেখেন। (মুরলী) এত বড় পত্র রোজ রোজ কেউ কাউকে লেখে না ! যতই তোমাদের প্রিয় হোক কেউ এতবড় পত্র লিখেছে ? মুরলী পত্রই তো না ! তোমরা যা লিখেছ এতো তারই রেসপন্স, তাই না ? তাহলে, এতবড় পত্র তিনি লেখেনও, বলেনও - তোমরা যে বিশেষ পত্র লেখ তার বিশেষ রিটার্নও দেন, কেননা, তোমরা অতি প্রিয়, হারানিধি তোমরা। বাপদাদা রিটার্নে এক্সট্রা শক্তি আর খুশি দেন। শুধু বুদ্ধিকে সদা কেয়ারফুল আর ক্রিয়ার রাখো। আগেও যেমন তোমাদের বলা হয়েছিলো, এই সমস্ত বিষয় নিজের বুদ্ধি থেকে বের করে দাও। এই বিষয়গুলো রেখে দিলেও বুদ্ধি ক্রিয়ার হয় না, সেইজন্য বাবা যে রিটার্ন দেন তা' মিস্স হয়ে যায়। কখনও তোমরা এটা মিস্ করো।

কখনো কখনো কিছু বাচ্চা কী করে... আজ বাবা তোমাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে শোনাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাবে সেবা তো করছি কিন্তু বাবার প্রতিজ্ঞা তিনি সদা সহায়ক - এই সেবাতে তো সহায় হননি। সফলতা কম হয়েছে। বাপদাদা কেন সহায়তা করেননি ? তারপরে আবার ভাবে হয়তো আমি যোগ্য নই। আমি সেবা করতে পারি না, আমি দুর্বল শক্তি। ব্যর্থ ভাবে, কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা সেবার্থে সাহায্যের জন্য বাবার সামনে সঙ্কল্পও করে তো খোলামনে করো। কিন্তু তার রিটার্ন সেবার সময়ই বাপদাদা দেন - শুধু এক বিধি আপন করে নাও। যত কঠিন সেবাই হোক কিন্তু সেবাও বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে অর্পণ করে দাও। আমি করেছি - সফলতা হয়নি, আমি কোথা থেকে এলো ? করন-করাবনহার বাবার দায়িত্ব ভুলে নিজের উপরে কেন নিয়েছ ? এটাই ভুল হয়ে যায়। বাবার সেবা, বাবা অবশ্যই করবেন। বাবাকে সামনে রাখো, নিজেকে সামনে রেখে না। আমি এটা করেছি, এই 'আমি' শব্দ সফলতাকে দূরে করে দেয়। বুঝেছ ! আচ্ছা।

সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে থাকা চারিদিকের তীব্র পুরুষাণী আত্মাদের, সদা বাবার হৃদয়ে থাকা বিশেষ মণিসমূহকে, সদা বাবা আর আমি এই স্মৃতির ছত্রছায়ায় থেকে সদা স্থির কলা-অবরোহন কলা পার করে উড়তি কলায় এগিয়ে যাওয়া, সদা নিজেকে ভ্যারাইটি পয়েন্টস দ্বারা খুশি আর নেশায় রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:-

ব্রাহ্মণ জীবনে অলৌকিক আনন্দের অনুভব করে কর্মের গুহ্য গতির স্ত্রাতা ভব

ব্রাহ্মণ জীবন আনন্দের জীবন, কিন্তু আনন্দে থাকার অর্থ এটা নয় যে, যা মনে এলো সেটাই করলে, মত হয়ে রইলে। এই অল্পকালের সুখের আনন্দ বা অল্পকালের সম্বন্ধ-সম্পর্কের আনন্দ সদাকালের প্রসন্নচিত্ত স্থিতি থেকে আলাদা। যা ইচ্ছা বলছ, যা ইচ্ছা করছ - আমি তো আনন্দে মেতে থাকি - এইরকম অল্পকালের

মনমর্জি হযোনা। সদাকালের আত্মিক অলৌকিক আনন্দে থাকো - সেটাই যথার্থ ব্রাহ্মণ জীবন। আনন্দের সাথে কর্মের গুহ্য গতির স্ত্রাতাও হও।

স্লোগান:- অহম্ আর বহম অর্থাৎ সংশয়ে আসার পরিবর্তে সবার প্রতি দয়া করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সারাদিন তোমাদের বুদ্ধিতে কেবল সার্ভিসেরই খেয়াল চলা উচিত, তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, কারণ তোমরা হলে অন্ধের লার্চি"

*প্রশ্ন:- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্যতঃ কোন্ ধারণা থাকা উচিত ?

*উত্তর:- উচ্চ পদ তখনই প্রাপ্ত হবে যখন নিজের কর্মেন্দ্রিয়গুলির উপর সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল থাকবে। যদি কর্মেন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকে, চাল-চলন সঠিক না হয়, প্রচুর পরিমাণে আসক্তি(ইচ্ছা) থাকে, লোভ থাকে তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে মাতা-পিতাকে পুরোপুরি অনুসরণ করো। কর্মেন্দ্রিয়জিৎ হও।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম শান্তি । প্রদর্শনীর জন্য এই গান অত্যন্ত ভাল, এমন নয় যে প্রদর্শনীতে রেকর্ড বাজানো যাবে না। এর উপরেও তোমরা বোঝাতে পারো কারণ (ভগবানকে) ডাকে তো সকলেই। কিন্তু এটা জানে না যে কোথায় যেতে হবে আর কে নিয়ে যাবে। যেমন ড্রামা অথবা ভবিতব্য বশতঃ ভক্তদের ভক্তি করতে হবে। যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই বাবা আসেন। কত দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরতে থাকে। মেলা-প্রদর্শনী বসে। দিনে-দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভীর্থে যাওয়া, ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো চলেই আসছে। অনেক সময় হয়ে গেলে তখন গভর্নমেন্ট স্ট্যাম্প (ডাকটিকিট) ইত্যাদি তৈরী করতে থাকে। সাধু ইত্যাদিদেরও ডাকটিকিট তৈরী করা হয়। জন্মদিন পালন করে। 'এসব হলো রাবণ-রাজ্যের বা মায়ার চমক, তাদেরও মেলা, আমোদ-প্রমোদের স্থান চাই। আধাকল্প ধরে তোমরা রাবণ-রাজ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেরিয়েছো। এখন বাবা এসে রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম-রাজ্যে নিয়ে যান। দুনিয়া এটা জানে না যে 'নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী' - এই মহিমা কার! প্রথমে ১৬ কলা-সম্পূর্ণ, পূজ্য থাকে তারপর ২ কলা কম হয়ে যায়, তখন তাঁদের সেমি বলা হবে। সম্পূর্ণ পূজ্য তারপর ২ কলা কম হয়ে গেলে সেমি-পূজ্য বলা হবে। তোমরা জানো যে পূজারী থেকে পুনরায় পূজ্য হতে চলেছি। তারপর সেমি পূজ্য হবো। এখন এই কলিযুগে আমাদের পৌরোহিত্যের ভূমিকা(পার্ট) সমাপ্ত হয়ে যায়। পূজ্য করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এখন বাবা বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। বিশ্ব তো এও, আর ও'টাও হবে। ওখানে অনেক অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। এক ধর্ম হয়। অনেক ধর্ম হয়ে গেলেই গোলমাল বেঁধে যায়। এখন বাবা এসেছেন উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ করবে। দেখতে হবে যে কল্যাণ করার কত শখ থাকে। যেমন চিত্রকর, যার খেয়াল থাকে যে এমন-এমনভাবে চিত্র তৈরী করবো যাতে মানুষ ভালভাবে বুঝে যায়। মনে করবে যে আমরা অসীম জগতের পিতার সেবা করছি। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। প্রদর্শনীতে দেখো কত অধিকসংখ্যক আসে। তাই প্রদর্শনীতে এ'রকম চিত্র বানাও যাতে যে কেউ বুঝে যায় যে এই চিত্র সঠিক পথ বলে দেবে। মেলা-প্রমোদস্থলাদি যাকিছু আছে সেগুলো তো এর আগে কিছুই নয়। আর্টিস্ট, যে এই জ্ঞানকে বোঝে তার বুদ্ধিতে থাকবে - এইরকম-এইরকম চিত্র তৈরী করবো যাতে অনেকের কল্যাণ হয়ে যায়। রাত-দিন বুদ্ধি এই কথায় যেন আটকে থাকে। এই জিনিসের অনেক শখ রয়েছে। মৃত্যু অকস্মাৎ আসে। যদি জুতো ইত্যাদির (দেহ) স্মরণে থাকো, মৃত্যু এসে পড়লে তখন জুতোর (শুদ্রের) মতোই জন্ম হবে। এখানে বাবা বলেন - দেহ-সহ সকলকে ভুলে যেতে হবে। তোমরা এও বোঝো যে বাবা কে ? কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করো যে আত্মাদের পিতাকে জানো কি ? বলে, না। কতো স্মরণ করে, চাইতে থাকে। দেবীদের কাছে গিয়েও চাইতে থাকে। দেবীর পূজা করে আর কিছু লাভ করলে, ব্যস্ তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে যায়। তারপর পূজারীকেও ধরে, সেও আশীর্বাদ ইত্যাদি করতে থাকে। কত অন্ধশ্রদ্ধা। তাহলে এইরকম-এইরকম গানের উপর প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারো। এই প্রদর্শনী তো গ্রামে-গ্রামে হবে। বাবা হলেন দীনদয়াল। ওদের ওপারে ওঠানোর জন্য জোর কদমে প্রচেষ্টা করতে হবে। ধনীরা তো কোটির মধ্যে কেউ বেরোবে। প্রজা হলো অসংখ্য। এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে বাবাকে জানা চাই যে তিনি আমাদের পড়ান। এইসময় মানুষ কত প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। দেখেও যে সেন্টারগুলিতে এত আসে, সকলের নিশ্চয় রয়েছে। বাবাই হলেন টিচার, সন্ধুর্ক, এও বোঝে না। আরও একটি গানও আছে যে 'এই পাপের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো...' এটাও ভালো। এ তো হলোই পাপের দুনিয়া। ভগবানুবাচ, এ হলো আসুরীয় সম্প্রদায়, আমি এদের দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত করি। তারপরেও মানুষের কর্মেন্দ্রিয়াদি এইরকম কার্য কীভাবে করতে পারে। এখানে সমগ্র কথাই হলো বুদ্ধির। ভগবান বলে, তোমরা হলে পতিত, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য পবিত্র তথা দেবতায় পরিণত করি। এইসময় সকলেই হলো পতিত। পতিত শব্দটি বিকারের উদ্দেশ্যেই

বলা হয়েছে। সত্যযুগে নির্বিকারী দুনিয়া ছিল। এ হলো বিকারী ওয়ার্ল্ড। কৃষ্ণকে ১৬১০৮ রানী দেওয়া হয়েছে। এও ডামায় নির্ধারিত। যাকিছুই শাস্ত্র বানানো হয়েছে, তাতে গ্লানি করে দিয়েছে। বাবা, যিনি স্বর্গ রচনা করেন, ওঁনার উদ্দেশ্যও কি-কি বলে থাকে। এখন তোমরা জেনেছো যে বাবা আমাদের কত উচ্চ (মর্যাদাসম্পন্ন) বানান। কত ভালোভাবে শিক্ষা দেন। প্রকৃত সংসঙ্গ হলো এটাই। বাকি সব সঙ্গই হলো মিথ্যা। এইরকমকেও পুনরায় পরমপিতা পরমাত্মা এসে বিশ্বের মালিক করে দেন। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এখন তোমাদের অঙ্কের লাঠি হতে হবে। যে নিজেই দেখতে পায় না সে আবার অঙ্কের লাঠি কি হবে! যদিও জ্ঞানের বিনাশ হয় না। একবার মা-বাবা বলেছো তো কিছুর না কিছুর পাওয়া উচিত। কিন্তু নশ্বরের অনুগ্রহেই তো পদ লাভ হয়, তাই না! চাল-চলন থেকেও কিছু-কিছু জানা হয়ে যায়। তবুও পুরুষার্থ করানো হয়। এমন নয় যে যা পাওয়া গেল তাই-ই ভালো। পুরুষার্থের মাধ্যমেই উচ্চ ফল(প্রাপ্ত) প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ ব্যতীত তো জলও পাওয়া যায় না। একে কর্মক্ষেত্রও বলা হয়ে থাকে, এখানে কর্ম ব্যতীত মানুষ থাকতে পারে না। কর্ম-সন্ন্যাস শব্দটিই ভুল। অনেক হঠ (শারীরিক যোগ) করে। জলের উপর, আগুনের উপর চলা শেখ। কিন্তু কি লাভ হয়েছে? বেকারই আয়ু ক্ষয় করে। ভক্তি করা হয়, রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। মুক্ত হয়ে পুনরায় ফিরে যেতে হবে, সেইজন্যই সকলে স্মরণ করে, আমরা মুক্তিধামে যাব অথবা সুখধামে যাব। দুটোই পাস্ট হয়ে গেছে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন নরক তাহলে নরকবাসী বলবে, তাই না! তোমরা নিজেরাই বলো যে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা তো নরকে রয়েছো, তাই না! হেভেনের(স্বর্গের) বিপরীতে হলো হেল(নরক)। এছাড়া ওটা তো হলো শান্তিধাম। বড়-বড় লোকেরা এতটুকুও বোঝে না। নিজের নিজেরাই প্রমাণিত করে যে আমরা নরকে রয়েছি। এই প্রদর্শনী তো অনেক কাজ করে দেখাবে। এইসময় মানুষ কত পাপ করে। স্বর্গে এমন কথা হয় না। ওখানে তো আছে প্রালঙ্ক (ফলভোগ করা)। তোমরা পুনরায় এখন স্বর্গে চলেছো, তোমরা বলবে, আমরা অনেকবার এই বিশ্বের মালিক হয়েছি, এখন পুনরায় হতে চলেছি। দুনিয়ায় কারোর জানা নেই। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ বোঝে। এই খেলার থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। মানুষ মোক্ষও তখনই চায়, যখন দুঃখী হয়ে যায়। বাবা তো বলেন - ভালোভাবে পুরুষার্থ করো। মা-বাবাকে ফলো করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নাও, নিজের চাল-চলন শুধরে নাও। বাবা পথ বলে দেন তাহলে সেইমতো চলো না কেন? অত্যধিক ইচ্ছে রাখা উচিত নয়। যজ্ঞ থেকে যা পাওয়া যায় তাই-ই খেতে হবে। লালসা রয়েছে, কর্মেন্দ্রিয়গুলি বশে নেই সেইজন্য উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারে না। তাই এমন-এমন গান প্রদর্শনীতে বাজাও যার উপর তোমরা বোঝাতে পারবে। তোমরা হলে শিববাবার পরিবার। শিববাবার উপরে তো কেউ নেই। আর সকলের উপর তো কেউ না কেউ থাকবে। ৮৪ জন্মে বাবা, দাদাও ৮৪ জন পাওয়া যায়। শিববাবা হলেন রচয়িতা, এখন নতুন রচনা রচছেন অর্থাৎ পুরোনোকে নতুনে পরিণত করছেন। তোমরা জানো যে আমরা অসুন্দর (শ্যাম) থেকে সুন্দর (গৌর) হয়ে উঠি। স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণ হলো নাস্তার ওয়ান। তারপর শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্ম হতে থাকে। পুনরায় ইনিই প্রথম স্থানাধিকারী হয়ে যান। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নিয়েছেন। সূর্যবংশীয় দৈবী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। বাবা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন, তাঁরই অন্তিমজন্মে প্রবেশ করে পুনরায় তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণে পরিণত করি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা বাচ্চারা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো প্রকারের বিনাশী ইচ্ছা রাখবে না। নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে।

২) দেহ-সহ সবকিছু ভুলে ঘরে ফিরে যেতে হবে -- সেইজন্য চেক করতে হবে যে বুদ্ধি কোথাও যেন আটকে না থাকে।

বরদানঃ-

"ন্যাচারাল অ্যাটেনশন"-কে নিজের ন্যাচারে(অভ্যাস) পরিণতকারী স্মৃতি-স্বরূপ ভব সেনাবাহিনীতে যে সৈনিকেরা থাকে তারা কখনোই অন্যমনস্ক থাকে না, মনোযোগের সঙ্গে সর্বদা সতর্ক থাকে। তোমরাও হলে পান্ডব সেনা, তাই এতে সামান্যতমও অমনোযোগ যেন না থাকে। অ্যাটেনশন যেন এক স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) নিয়মে পরিণত হয়। কারোর আবার অ্যাটেনশনেরও টেনশন থাকে। কিন্তু টেনশনের জীবন সর্বদা চলতে পারে না, সেইজন্য ন্যাচারাল অ্যাটেনশনকে নিজের ন্যাচারে পরিণত করো। অ্যাটেনশন রাখলে স্বতঃ-ই স্মৃতি-স্বরূপ হয়ে যাবে, ভুলে যাওয়ার(বিস্মৃতি) অভ্যাস থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

নিজেই নিজের টিচার হও তবেই সমস্ত দুর্বলতাগুলি স্বতঃ-ই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য :-

১) "স্মরণের সম্বন্ধ রয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে, জ্ঞান ব্যতীত স্মরণ যথার্থভাবে থাকতে পারে না"

সর্বপ্রথমে মানুষকে নিজের সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য মুখ্য কোন্ পয়েন্টটি বুদ্ধিতে রাখতে হবে ? প্রথমে তো মুখ্য এই কথাটিকে বুঝতে হবে যে আমরা যে পরমাত্মা পিতার সন্তান, প্রত্যেকটি সময়ে সেই পিতার স্মরণে বুদ্ধিযোগ যেন নিরন্তর (প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে) যুক্ত থাকে, সেই অভ্যাসে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রচেষ্টা করতে হবে। এখন প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের অর্থ হলো নিরন্তর বুদ্ধিযোগ যেন জুড়ে থাকে, যাকে নিরন্তর যোগ, অটুট অজপাজপ যোগ(অখন্ড যোগ) বলা হয়ে থাকে। এ কোনো মুখে জপ করা স্মরণ নয় আর না কোনো মূর্তিকে সামনে রেখে তার ধ্যান করা। কিন্তু এই বুদ্ধিযোগের দ্বারা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখন সেই স্মরণও তখনই থাকতে পারবে যখন পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় থাকবে, তবেই সম্পূর্ণরূপে ধ্যান মগ্ন হতে পারবে। কিন্তু পরমাত্মা তো গীতায় পরিষ্কার বলেন - না আমাকে ধ্যানের দ্বারা, না জপের দ্বারা পাওয়া যায় আর না আমার চেহারা (চিত্রকে) সামনে রেখে তাঁর ধ্যান করতে হবে। বরং জ্ঞান-যোগের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হবে। তারজন্য প্রথমে চাই জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত স্মরণ স্থির হতে পারবে না। স্মরণের সম্পর্কই রয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে। এখন জ্ঞানের দ্বারা, চাও তো মনের দ্বারা কল্পনা করো বা বসে দর্শন করো। যদি দৃশ্যমান বস্তুরও জ্ঞান প্রথমে থাকে তবেই যোগ আর ধ্যান ঠিকমতো লাগবে, সেইজন্য পরমাত্মা বলেন - আমি কে, আমার সাথে কীভাবে যোগ যুক্ত হবে তারও জ্ঞান চাই। জ্ঞানের জন্য আবার প্রথমে সঙ্গ চাই, এইসমস্ত জ্ঞানের পয়েন্টস্ এখন বুদ্ধিতে রাখতে হবে তবেই যোগে টিকে (স্থির) থাকতে পারবে।

২) "সৃষ্টির সূচনা(আদি) কিভাবে হবে ?"

মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে পরমাত্মা কীভাবে সৃষ্টি রচনা করেছেন ? প্রারম্ভে(আদি) কোন্ মানুষদের রচনা করেছিলেন, এখন তাদের নাম-রূপ বুঝতে চায়। এর উপর এখন বোঝানো হয়ে থাকে যে পরমাত্মা সৃষ্টির সূচনা ব্রহ্মার তনুর মাধ্যমে করেছেন, প্রথম মানব, ব্রহ্মার রচনা করেছেন। তাহলে যে পরমাত্মা সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অবশ্যই তাহলে পরমাত্মাও এই সৃষ্টিতে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন। এখন পরমাত্মা কীভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন ? প্রথমে তো পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেছেন, তারমধ্যেও প্রথমে ব্রহ্মার রচনা করেছেন, তাহলে তো প্রথমে ব্রহ্মার আত্মাই পবিত্র হয়েছে, তিনিই গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন, সেই চেহারার দ্বারা পুনরায় দেবী-দেবতাদের (দৈবী) সৃষ্টির স্থাপনা করেছেন। তাহলে দৈবী সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার তনের মাধ্যমে করিয়েছেন, তাহলে ব্রহ্মা হয়ে গেলেন দেবী-দেবতাদের আদি পিতা। ব্রহ্মাই শ্রীকৃষ্ণ হন, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই আবার অন্তিম জন্ম হলো ব্রহ্মা। এখন এভাবেই সৃষ্টির নিয়ম চলে আসছে। এখন সেই আত্মাই সুখের ভূমিকা পূর্ণ করে দুঃখের ভূমিকায় আসে, তখন রজঃ, তমঃ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। তাহলে আমরা হলাম ব্রহ্মা-বংশীয় তথা শিব-বংশীয় প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এখন ব্রহ্মাবংশীয় তাকে বলা হয় - যে ব্রহ্মার থেকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন নিয়ে পবিত্র হয়।

৩) "ওম্" শব্দের যথার্থ অর্থ

যখন আমরা 'ওম্ শান্তি' শব্দটি বলে থাকি তখন সবার প্রথমে ওম্ শব্দের অর্থকে পূর্ণ রীতিতে বুঝতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ওম্ এর অর্থ কী ? তখন তারা ওম্ এর অর্থ অনেক লম্বা-চওড়া করে শোনায়। ওম্ এর অর্থ ওঁ-কার বড় আওয়াজ করে শুনিয়ে থাকে, এই 'ওম্'-এর উপরে আবার লম্বা-চওড়া শাস্ত্রও তৈরী করে দেয়, কিন্তু বাস্তবে ওম্ এর অর্থ কোনো লম্বা-চওড়া কিছু নয়। পরমাত্মা আমাদেরকে ওম্ এর অর্থ অত্যন্ত সরল আর সহজভাবে বুঝিয়ে থাকেন। ওম্ এর অর্থ হলো 'আমি আত্মা', আমার প্রকৃত ধর্ম হলো শান্ত-স্বরূপ। এখন ওম্ এর এই অর্থই স্থির থাকতে হবে, তাহলে ওম্ এর অর্থ হলো 'আমি হলাম আত্মা, পরমাত্মার সন্তান। মুখ্য কথা হলো এটাই যে ওম্ এর অর্থতে কেবল টিকে থাকতে হবে, এছাড়া মুখে ওম্ এর উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিতে এই নিশ্চয় রেখে চলতে হবে। ওম্ এর যে অর্থ রয়েছে সেই স্বরূপে অবস্থান করতে হবে। এছাড়া তারা যদিও ওম্ এর অর্থ শোনায় কিন্তু সেই স্বরূপে স্থিত থাকে না। আমরা ওম্ এর স্বরূপ জানি, তবেই তো সেই স্বরূপে স্থিত হই। আমরা এটাও জানি যে পরমাত্মা হলেন বীজরূপ, আর সেই বীজরূপ

পরমাত্মা এই সমগ্র বৃক্ষকে কীভাবে রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ নলেজ এখন আমরা পাচ্ছি। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বাবার সন্তান, তোমরা মন - বাণী এবং কর্মে কাউকেও দুঃখ দিও না, সবাইকে সুখ দান করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও, তাই তোমাদের মুখ্য ধারণা কি হওয়া উচিত ?

*উত্তরঃ - তোমাদের মুখ দিয়ে যে বাণীই নির্গত হোক, সেই এক একটি বাণী যেন মানুষকে হীরের মতো বানিয়ে দেয় । তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখ দান করতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেওয়ার খেয়াল যেন না আসে । তোমরা এখন এমন সত্যযুগী স্বর্গের দুনিয়াতে যাও, যেখানে সদা সুখই সুখ । দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই । তোমরা তাই বাবার শ্রীমৎ পাশ্চো যে - বাচ্চারা, বাবার সমান দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা হও । তোমাদের কাজই হলো সকলের দুঃখ দূর করে সুখ দান করা ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা পুরুষার্থ করি এমন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য, যেখানে এক তো মায়া থাকে না, আর কেউই মন - বাণী এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেয় না, তাই তার নামই হলো স্বর্গ, প্যারাডাইস, বৈকুন্ঠ, আর বরাবর ওখানকার মালিক লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রও দেখানো হয় । প্রজার চিত্র তো আর দেখাবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র আছে, যাতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁদের রাজধানীতে অবশ্যই এমন মানুষই থাকবে । এঁরা ভারতেই স্বর্গের মালিক ছিলেন, যেখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না । মন - বাণী এবং কর্মে কেউই কাউকে দুঃখ দেয় না । বাবাও কখনো কাউকেই দুঃখ দেন না । তাঁর নাম অতি উজ্জ্বল -- দুঃখহর্তা - সুখকর্তা । বাচ্চারা, তিনি বসে তোমাদের পড়ান । এই দুনিয়াতে সবাই মন - বাণী এবং কর্মে একে অপরকে দুঃখ দেবে । ওখানে মন - বাণী এবং কর্মে সবাই সবাইকে সুখ দান করবে । পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই স্বর্গের মালিক বানাতে পারেন না । ভারতে বরাবর স্বর্গ ছিলো । এখানে দেখো, সায়েন্স কি কি বানাতে থাকে । এরোপ্লেন, মোটর, মহল ইত্যাদি কিভাবে তৈরী হয় । ওখানেও সমস্ত কাজে এই সায়েন্স আসে । এমন নয় যে, মাটি থেকে কোনো বৈকুন্ঠ বেরিয়ে আসবে । যেমন দেখানো হয় যে, দ্বারকা সমুদ্রের নীচে চলে গিয়েছিলো । যা সমুদ্রের নীচে যাবে তা তো গলে শেষ হয়ে যাবে । সবকিছুই নতুনভাবে তৈরী হবে, তাই আমরা যখন বাবার থেকে বাদশাহী প্রাপ্ত করছি, তখন মন - বাণী এবং কর্মে, আমাদের বুদ্ধিতে যেন কাউকেই দুঃখ দেওয়ার খেয়াল আসা উচিত নয় । যদিও এ হলো মায়ার রাজ্য । মনের তুফান তো এখানে আসবেই । বাকি, মনে কাউকেই দুঃখ দেওয়ার খেয়াল আসা উচিত নয় । এই সময় সবাই একে অপরকে দুঃখই দেয় । মনে করে সুখ, কিন্তু সেও দুঃখ । বাবার থেকে সকলের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এই ভক্তি মার্গও ড্রামাতেই আছে । এই ড্রামাকে কেউই জানে না । ওরা মনে করে, আমরা যে শাস্ত্রাদি শোনাচ্ছি, এও জ্ঞান দান করছি । জপ - তপ ইত্যাদি করলে মানুষ মুক্তি আর জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে । তারা অনেক প্রকারের পথ বলে দেয় । বলবে, অনেক সময় ধরে ভক্তি করে এসেছে, তাই তো ভগবান প্রত্যক্ষ হয়েছেন । আমরাও বলি, ভক্তির যখন অন্ত হয়, তখনই ভগবানকে আসতে হয়, তিনি এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । তাই ওরা সব ভক্তির লাইনে চলে যায় । একে জ্ঞান বলা হবে না । শাস্ত্রের জ্ঞানে কখনো সদগতি হয় না । সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান তো ওদের নেই-ই । একথা তোমরাই জানো যে, প্রাচীন জ্ঞান এবং যোগের দ্বারাই ভারতে স্বর্গ তৈরী হয়েছিলো, তা অবশ্যই ভগবানই শিখিয়েছিলেন । মানুষ তো আর রাজযোগ শেখাতে পারে না । ভগবান যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন, তা পরে শাস্ত্র রূপে তৈরি হয়েছে । এখানে তো ভগবান নিজে বসে জ্ঞান বুলিয়ে বলেন । গীতাতে কেবল একটি ভুল করে দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে, আর সময়ও অন্য লিখে দেওয়া হয়েছে ।

তোমরা এখন জানো যে, ভগবান আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান অন্য কোনো শাস্ত্রেই নেই । কল্পের আয়ুও কতো লম্বা - চওড়া করে দেওয়া হয়েছে । মানুষ তো ওইসব শাস্ত্রই পাঠ করে । বাবা বুলিয়েছেন যে - এ হলো সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের ঝাড় । বৃক্ষের ঝাড়ে প্রথমে অল্প পাতা থাকে, তারপর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে । ভিন্ন - ভিন্ন ধর্মের পাতা দেখানো হয় । বাস্তবে এই যে বেদ শাস্ত্র আছে, সেইসব ভাগবত গীতার পাতা, অর্থাৎ সব শাস্ত্রই তার থেকে বের হয়েছে । তোমরা দেখো যে, বরাবর নতুন ঝাড়ের স্থাপনা হয় । তুফান ইত্যাদিতে কিছু তো চট করে ঝিমিয়ে পড়ে, ঝরে পড়ে যায় । তোমরা জানো যে, এখন আমাদের দৈবী ঝাড়ের ফাউন্ডেশন লাগানো হচ্ছে । আর যে সব ধর্ম স্থাপক আছেন, তারা একথা জানে না যে, আমরা খ্রীস্টান ধর্মের বা অমুক ধর্মের ফাউন্ডেশন তৈরী করছি । পরের

দিকে বোঝা যায় যে, অমুকে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন । এখানে তো কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করা হয় । তোমরা জানো যে, আমাদের তো দেবতা হতে হবে । সবাইকে সুখ দান করতে হবে । কাউকে দুঃখ দেওয়ার খেয়ালও আসা উচিত নয় । মুখ থেকে এক একটি শব্দ এমন বের হবে, যা মানুষকে হীরের মতো তৈরী করে দেবে । বাবাও আমাদের জ্ঞান শোনান, যেই জ্ঞান ধারণ করতে করতে আমরা হীরের তুল্য হয়ে যাই । বাস্তবে টিচার কাউকে কেন দুঃখ দেবেন, তিনি তো পড়ান । হ্যাঁ, তোমাদের বোঝানো হয় - যদি তোমরা ভালোভাবে না পড়ো, তাহলে ২১ জন্মের জন্য লোকসান করে দেবে । ২১ জন্মের জন্য তোমাদের এখনই পুরুষার্থ করতে হবে । তোমরা বাবাকে পেয়েছো, যাঁকে তোমরা ভক্তিমাগে 'হে ভগবান' বলে স্মরণ করতে । সাধুসন্তাদিরাও স্মরণ করে । ভগবান তো একজনই, কিন্তু তিনি কে, তা কেউই জানে না । শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন । তাঁকে তো এমন কেউই বলবে না যে, তিনি সকলের সর্বের দুঃখহর্তা - সুখকর্তা । সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই, যিনি সুখে ছিলেন, তিনিই আবার দুঃখে থাকেন । ভগবানের জন্য এমন তো বলা হবে না, তাই না । তিনি তো সুখ - দুঃখের উর্ধ্বে থাকেন । তাঁর তো কোনো মনুষ্য তন নেই । বাবা যা স্থাপনা করেন, সেখানে সুখই সুখ । তাই তো তাঁর মহিমা করা হয় -- দুঃখহর্তা - সুখকর্তা ।

তোমরা জানো যে, আমরা রাবণ রাজ্যে অর্ধেক কল্প দুঃখে ছিলাম । সেখানে অল্পকালের সুখ থাকে আর দুঃখই দুঃখ । যেই সুখকে সন্ন্যাসীরা কাক বিষ্ঠা সমান সুখ বলে থাকে, কেননা বিকারের দ্বারা জন্ম হয়, তাই না, কিন্তু কোনো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গও থাকবে যেখানে কোনো বিকার থাকবে না । তা বরাবর সত্যযুগে ছিলো । তার নামই হলো স্বর্গ । সে হলো পবিত্র মার্গ, স্বর্গ । তারপর যখন পতিত হয়, তখন তাকে নরক, ভ্রষ্টাচারী মার্গ বলা হয় । এই দুঃখ আর সুখের খেলা তৈরীই আছে । মানুষের এখনই সুখ, এখনই আবার দুঃখ । তারা একথা জানেই না যে, স্বর্গে সদা সুখ থাকে, দুঃখের নাম মাত্র থাকে না । এখানে আবার সুখের নাম মাত্র নেই । বিকারে যাওয়া - এ তো দুঃখই, তাই তো সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কিন্তু সে হলো নিবৃত্তি মার্গ । সত্যযুগে প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো, তাকে শিবালয় বলা হয় । দেবী - দেবতা, লক্ষ্মী - নারায়ণের জড় চিত্রও মন্দিরে কিভাবে মুকুট, গয়না এবং আসনে সাজানো থাকে । ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে রাজা - রানী দৈবী সম্প্রদায়ের ছিলেন, আর কোনো ধর্মে এমন নেই । যদিও সেখানে রাজা থাকে কিন্তু ডবল মুকুটধারী থাকে না । সত্যযুগের শুরু থেকেই রাজত্ব চলতে থাকে । সেখানে আদি সনাতন ডবল মুকুটধারী দেবী - দেবতার ধর্ম ছিলো সেই ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়েছিলো, সে সব তোমরা বাচ্চারাই জানো । শিব বাবার মতে তোমরাও দুঃখহর্তা সুখকর্তা হও । তোমাদের কাজই হলো - সকলের দুঃখ দূর করে সুখ দান করা । তোমরাও যদি কাউকে দুঃখ দাও, তাহলে কে বলবে তোমরা দুঃখহর্তা সুখকর্তার সন্তান । প্রথমে মনে খেয়াল আসে, তারপর আচরণে আসে । বাচ্চার, তোমাদের তো অতি মিষ্টি হতে হবে । তোমাদের ভগবান পড়ান, তাই যতক্ষণ না তোমাদের চলন দৈবী হচ্ছে, ততক্ষণ মানুষ তোমাদের উপর কিভাবে বিশ্বাস করবে । গীতাতেও এই ভগবান উবাচঃ লেখা আছে -- আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানাই । ভগবান অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন । ভগবান উবাচঃ -- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, তাহলে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হয়েছিলো । এই কাজ কোনো কৃষ্ণের নয় । ত্রিমূর্তি দেখানো হয় কিন্তু সেখানে শিবকে উড়িয়ে দিয়েছে । তারপর বলে দেয়, ব্রহ্মার তো তিন মুখ ছিলো । এই এক মুখের ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো ? এখন, মানুষের তিন মুখ কিভাবে হবে ? বাবা বলেন, তোমরা আমার খুবই বুঝদার বাচ্চা । তোমরাই এই বিশ্বে রাজত্ব করতে । বাবা এখন তোমাদের দেহী - অভিমানী তৈরী করেছেন । এখন তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । আমি সবাইকে মুক্তিধামে অশরীরী বানিয়ে পাঠিয়ে দিই । তোমরা এখানে এসে এই শরীর ধারণ করেছো । বার বার শরীর ধারণ করতে করতে তোমাদের দেহ বোধ দৃঢ় হয়ে যায় । তোমরা এখন নিজেদের আত্মা মনে করো । আমি আত্মা ৮৪ জন্ম অভিনয় করেছি । এখন এ হলো অন্তিম জন্ম, এমন - এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলা । বাবা বলেন, তোমরা এখন দেহী অভিমানী হও, তোমাদের আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার তোমরা স্বর্গে আসবে । তোমরা এখন আমার কাছে স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণের জন্য পরিশ্রম করছো । বাবাকে তোমরা ভুলে গেলে তখন তোমাদের খুশীর পারদ আর চড়ে না । শাস্ত্রতে কতো বড় ভুল করে দিয়েছে, সেখানে শিব বাবাকেই উড়িয়ে দিয়েছে । পূজা করার সময় বলে দেয়, নাম - রূপ থেকে পৃথক । আরে, তাহলে কার পূজা করো ! কাকে স্মরণ করো ! বলেও থাকে যে, আত্মা ব্রুকুটির অন্দরে থাকে, কিন্তু আত্মা কার সন্তান, তা জানে না । আমি আত্মা ব্রুকুটির মধ্যে থেকে এই শরীরের দ্বারা ভূমিকা করি, এই দেহ রূপী পুতুলকে নাচাই । (কাঠ) পুতুল নাচ হয় না ? সে তো অন্য লোকে বসে পুতুল নাচায় । সবার প্রথমে তো তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে, আর বাবা যা কিছুই বোঝান, তা ধারণ করতে হবে । প্রদর্শনীতে তো প্রথম - প্রথম বাবার পরিচয় বুঝিয়ে বলতে হবে যে, ইনি সকলের বাবা, ইনি নিরাকার, আর দ্বিতীয় হলেন সাকার প্রজাপিতা - দুই বাবা আছেন । তোমরা জানো, লৌকিক বাবাও আছেন, আবার পারলৌকিক বাবাও আছেন । লৌকিক বাবা হলেন জাগতিক আর পারলৌকিক বাবা অসীম জগতের । এখন নতুন রচনা রচিত হচ্ছে । আমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । নিজের সঙ্গে এমন - এমন কথা বলে দৃঢ় করতে হবে ।

তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে। আমরা শিব বাবার কাছে পড়তে যাই, সেই পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার। সাকার হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমাদের ব্রহ্মা দত্তক নিয়েছেন। তোমরা হলে তাঁর নতুন রচনা -- ব্রাহ্মণ। ওরা হলো পুরানো দেহের ব্রাহ্মণ। ওরা দেহের যাত্রা করায়। তোমরা আত্মিক যাত্রা করাও।

বাচ্চারা, তোমরা এখন শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছে। এ হলো ঈশ্বরীয় মিশন - ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার। মানুষ তো এমন বানাতে পারে না। বাস্তবে প্রকৃত সদাচার সমিতি হলো তোমাদের। তোমাদের লিডার দেখো কে। বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি, এ হলো সেই সঙ্গম যুগ। এখন আমি মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরি করি। তোমরা জানো যে, আমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরি হচ্ছি। ব্রাহ্মণদের থাকে শিখা। ব্রহ্মাও শিখা। ব্রহ্মার মধ্যে যিনি প্রবেশ করেন, তাঁকে এই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। বাকি তো সবাইকে দেখতে পাও, তোমরা বুদ্ধির দ্বারা জানো যে, নিরাকার বাবা আমাদের পড়ান। ব্রহ্মার তো ব্রাহ্মণ এখানেই চাই। সূক্ষ্মবতনে তো আর হতে পারবে না। তাদের এখানেই দত্তক নেন, ব্যক্ত ব্রহ্মা থেকে অব্যক্ত পরে অব্যক্ত ব্রহ্মা তৈরী হন। এ খুবই বোঝার মতো কথা। প্রথম - প্রথম লক্ষ্যকে বুঝে গেলে তারপর যেখানে খুশী বসে পড়াশোনা করতে পারে। মুরলী রোজ শুনতে হবে। একদিনও মিস করলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, কেননা পয়েন্টস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এখান থেকে হীরে রত্ন বের হয়। কোনো এক নম্বর রত্ন নির্গত হলো আর মিস করে দিলে, তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। রেগুলার স্টুডেন্ট খুবই যথাযথ হয়। খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ না করলে তোমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এ তো অনেক উচ্চ পদ। সরস্বতীকে বীণা আর কৃষ্ণকে মুরলী দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে কৃষ্ণকে তো ভুল করে দিয়ে দিয়েছে। আসলে তো ব্রহ্মা। তোমরা জানো যে, ইনি হলেন শিব বাবার মুখ। কৃষ্ণ এবং সরস্বতীর তো কোনো সম্পর্ক নেই। সবাইকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমি আত্মা এই শরীর রূপী পুতুলকে নাচাচ্ছি। আমি এর থেকে পৃথক, এমন অভ্যাস করতে করতে দেহী অভিমানী হতে হবে।

২) মুরলী কখনোই মিস করবে না, তোমাদের রেগুলার হতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পড়াতে সঠিক বা যথাযথ হতে হবে।

বরদান:- মায়া আর প্রকৃতির অস্থিরতার থেকে সদা সুরক্ষিত থেকে দিলারামের হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব সদা সুরক্ষিত থাকার স্থান হল দিলারাম বাবার হৃদয় সিংহাসন। সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমাদের এই হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্য যে, ভগবানের হৃদয় সিংহাসনে আসীন হতে পেরেছি। যে পরমাত্মা হৃদয়ে বিলীন হয়ে থাকে বা হৃদয় সিংহাসনে আসীন থাকে, সে সদা সুরক্ষিত। মায়া বা প্রকৃতির তুফান তাকে নাড়াতে পারে না। এমন অচল যারা থাকে, তাদের স্মরণিক হলো অচল ঘর (গড়), চঞ্চল ঘর নয়। তাই এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা অনেকবার অচল হয়েছি, আর এখনো অচল।

স্নোগান:- জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ হওয়াই হলো শিক্ষাকে স্বরূপে আনা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে অসাধ্য সাধন করে দেখাতে হবে, শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হতে হবে এবং দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে"

*প্রশ্ন:- রাজত্বের উত্তরাধিকারের অধিকার কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে থাকে ?

*উত্তর:- যারা বাবার নিকট সম্বন্ধে আসে আর নিজের আচার-আচরণ এবং উপার্জনের সম্পূর্ণ খবরা-খবর বাবাকে দিয়ে থাকে। এইরকম প্রকৃত (মাতলে) বাচ্চারাই রাজত্বের উত্তরাধিকারের অধিকার প্রাপ্ত করে। যারা বাবার নিকটে আসে না, নিজের খবরা-খবর শোনায় না, তারা রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তারা হল সং সন্তান। বাবা বলেন যে বাচ্চারা নিজের সম্পূর্ণ খবরা-খবর যদি দাও তাহলে বাবা বুঝতে পারবে যে এরা কোন্ সেবা করছে। বাবা বাচ্চাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করান।

*গীত:- কে এলেন আমার হৃদয়ের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সাথে আমাদের কোন্ সম্বন্ধ আছে ? পরমপিতা তো বলেই থাকে। পতিত-পাবন শব্দও লিখে দাও। হৃদয়ে আছে যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সাথে আমাদের সম্বন্ধ হল পিতার। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হই। বাবা বাচ্চাদের সাথেই রুহরুহান করে থাকেন, সাক্ষাতও করে থাকেন। যে কথাগুলি বোঝানো হয় সেগুলি আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। এখন তোমরা জগত অশ্বা আর জগত পিতাকেও জানো। শিবকে জগতপিতা বলা যাবে না কেননা জগতে প্রজা আছে সেই জন্য বলা হয় যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অশ্বা। অশ্বা হলেন সমগ্র জগতের। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে উনি হলেন রচয়িতা। এটাও বোঝার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। মানুষ তো সকলে পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কিন্তু ঊঁনাকে জানে না। তোমরা এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে, জগৎ অশ্বাকে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো। তোমরা এসে ঊঁনাদের সন্তান হয়েছো। লৌকিক মাতা-পিতা তো সকলেরই থাকে। কিন্তু তাদেরকে জগৎ অশ্বা, জগত পিতা বলা যাবে না। জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতা অতীতে এখানে ছিলেন। আবারও এই সময় তোমরা এসে ঊঁনাদের হয়েছো, আবারও হিষ্টি-জিওগ্রাফি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী, যেখানে লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তোমরাও রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলে। এখন আবার প্রাপ্ত করেছো। তাহলে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত পরমপিতা পরমাত্মাকে চেনো। এই কথাটি হলো এমনই যেটা বুঝেও ভুলে যায়। নিজেকে ভুলে, মাতা-পিতাকে ভুলে উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলে। এটা হলই যুদ্ধ-স্থল। তোমরা এখন মায়ার উপর জয়লাভ করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। যতক্ষণ না পর্যন্ত অস্তিম সময় আসছে ততক্ষণ লড়াই চলতেই থাকবে। ঐ লড়াই-এর সাথে যুক্ত আছে যারা, তারাও জানে যে যদি আমরা চাই তাহলে সকলকে সেকেন্ডে মেরে দিতে পারি। এখন তো একে অপরকে অস্ত্র দিতে থাকে। ঋণ দিতে থাকে। যদি কেউ মেরে দেয় তাহলে ঋণও সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবাও খবরের কাগজ পড়েন। বাচ্চাদেরকেও খবরের কাগজ পড়ে সেখান থেকে সার্ভিস করতে হবে। বাবার থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বাবা আপনি তো মালিক তাহলে রেডিও কেনো শোনেন ? এখন বাচ্চারা মালিক তো হলেন শিববাবা, কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো যে বাইরের বাতাবরণ কেমন আছে? কতটা লড়াই ইত্যাদির প্রভাব আছে! এইসময় মিথ্যা তো অনেকেই বলে থাকে। সদাচার কমিটি ইত্যাদিও বানিয়ে থাকে। ওদেরকে লিখতে হবে এই দুনিয়ায় হলো ভ্রষ্টাচারী। ধার্মিক কেউ কিভাবে হতে পারবে। ভ্রষ্টাচারী বিকারীদের বলা হয়। এই কথাগুলি তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাচ্চারাও সংখ্যার ক্রমানুসারে থাকে। তোমরা সকলকে জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কোন্ সম্বন্ধ ? যেমন খ্রীস্টানরা জানে যে ক্রাইস্ট অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আচ্ছা ওনার পূর্বে কে ছিলেন ? লক্ষী-নারায়ণ রাজত্ব করেছিলেন কত সময় পূর্বে। এই সময় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মেরাই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। শাস্ত্রেতেও লক্ষ বর্ষ বলে দিয়েছে। এখন তোমরা সজাগ হয়ে গেছো, এখন অন্যদেরকেও সজাগ করতে হবে।

তোমরা জানো যে শিব হলেন আমাদের পিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অশ্বাও হলেন আমাদের মাম্মা-বাবা। আবার জিজ্ঞাসা করা হয় লক্ষী-নারায়ণ সত্যযুগের উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্ত করেছেন ? ৫০০০ বছর হয়ে গেছে প্রাপ্ত করেছিলাম এখন আর নেই এখন আবার প্রাপ্ত করছি। এখন হিষ্টি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এখন সকলের কাছে বাবার সন্দেশ

কীভাবে দেওয়া হবে! তাহলে কি ঘরে ঘরে গিয়ে ঢ্যাড়া পেটানো হবে! তাহলে বোর্ডও তোমরা লাগাতে পারো, কেননা তোমরা হলে মাষ্টার অবিনাশী সার্জেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। এখন এটা তো কেউই জানে না যে শিববাবা কার শরীরে জন্ম নিয়েছেন! এটাও বলতে পারবে না যে কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে জন্ম নিয়েছেন। এটা তো তোমরা নম্বর ক্রমানুসারে জানো যে উনি হলেন আমাদের পরম পিতাও আর আমাদের শিক্ষকও। আমাদেরকে অনেক ভালো শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা আবারও কল্প পরে এসে সাক্ষাৎ করেছেন। বুঝতেও পারো, যথার্থ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ঘরে ফিরেই সেই নেশা হারিয়ে যায়। ঘর গৃহস্থ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে থেকে কতটা নেশা থাকছে, এটা অবশ্যই বাবাকে লিখতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে সম্পূর্ণ খবরা-খবর দেয় না। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে সম্পূর্ণরূপে জানো তাহলে বাবারও তোমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরা-খবর জানা উচিত। যখন উনি হলেন তোমাদের দাদা তাহলে ওনার তোমাদের চলন আর উপার্জনের যথার্থ খবরা-খবর জানা উচিত, তারপর তো মতামত দেবেন। তোমরা বলবে শিববাবা তো হলেন অন্তর্যামী, কিন্তু এই ব্রহ্মা কীভাবে জানবেন। কেউ কেউ তো বাবার কাছে যায়ই না, এইজন্য বলা হয় সৎ (সতীনের) সন্তান, তাহলে রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। যদি শ্রীমত অনুসরণ করতে চায় তাহলে সম্পূর্ণ খবরা-খবর দিতে হবে। বাচ্চারাও বাবার সম্বন্ধে সবকিছু জেনে নেয়। বাবাকেও খবরা-খবর দিতে হবে। এ হলো আমাদের রুহানী গৃহস্থ ব্যবহারের সম্বন্ধ।

এ হলো রুহানী ঈশ্বরীয় পরিবার। সুপ্রীম আত্মার সাথে সকল আত্মাদের সম্বন্ধ আছে তাই না। সকলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো যে তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জানো, পরমপিতা পরমাত্মাকে জানো? তোমরা সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী দেবী দেবতাদেরকে জানো? তোমরা লিখতে পারো যে এইসব কথাগুলিকে জানলে তোমরাও শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারবে, না হলে কখনোই হতে পারবে না। এইভাবে সার্ভিস করলে তোমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। ব্রহ্মাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী বানানো-ই হলো – তোমাদের কর্তব্য। তাহলে কেন বোর্ড লাগাচ্ছে না! স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই সার্ভিসে আছে। বাবা নির্দেশ দেন কিন্তু বাচ্চারা আবার ভুলে যায়, নিজেদের কার্যেই রত থাকে। সার্ভিসের জন্য যা করণীয় তা করে না। না সম্পূর্ণ খবরা-খবর দেয়, না বোর্ড লাগায়। বোর্ড লাগায় না, সার্ভিস করে না তখন বোঝা যায় দেহ-অভিমান অত্যধিক পরিমাণে আছে। মুরলী তো সকলেই শোনে। বাবা কি বলেন, সেখান থেকে অনেক মতামত প্রাপ্ত করা যায়। প্রদর্শনীর জন্য বাবা বলেন বাচ্চারা গরম, তাই পাহাড়ের উপরে গিয়ে ব্যবস্থা করো। এখন দেখা যাক, কোথা থেকে এই সমাচার আসে যে বাবা আমরা এই ব্যবস্থা করতে পারবো। যদি জানা থাকে তাহলে গিয়ে হল (hall) অথবা ধর্মশালা নিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলে অনেকেই সন্দেশ প্রাপ্ত করতে পারবে। এখানেও যেন বোর্ড লাগানো থাকে জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন নিরাকার পরমাত্মার সাথে তোমাদের কোন্ সম্বন্ধ আছে? তাহলে জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতার সাথে তোমাদের কোন্ সম্বন্ধ আছে? ওঁনারা কি দেবেন? অবশ্যই জগতের মালিক বানাবেন। অবশ্যই তোমরা এখন তৈরী হচ্ছে। কল্প পূর্বেও তৈরি হয়েছিলো। তোমরা এইটা বোর্ডে লিখে দাও তাহলে আর সব প্রশ্নই সমাপ্ত হয়ে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বিশ্বের মালিকত্বের উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করেছিলেন? যারা জিজ্ঞাসা করবে তারা তো অবশ্যই জানবে। যদি এতটুকু সার্ভিস না করো তাহলে সিংহাসনে বসবে কীভাবে? এই রাজযোগ হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। প্রজা হওয়ার জন্য নয়। এখানে কি তোমরা প্রজা হওয়ার জন্য এসেছ? বাবার কাছে খবরা-খবর আসলে তাই তো বাবা বুঝবেন যে এরা সার্ভিস করছে। না ঘরের, না সার্ভিসের খবরা-খবর দেবে তাহলে কীভাবে বুঝবে যে এরা বিজয়মালাতে আসবে। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী।

তোমরা জানো যে এখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেই রাজধানীতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাচ্চারা তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু কারো যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে টিচার কি করবে। তোমরা এরকম-ই ব্যর্থ কর্ম করেছো, যার ফল তোমাদেরকে ভুগতে হয়। মাম্মা কত ভাল কর্ম করেছিলেন তাই কত দূঢ় অ্যাটেনশনের দ্বারা মাম্মা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছেন। বাচ্চারা তোমাদের যেকোনো পরিস্থিতিতে খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা রায় দিয়েছেন - বোর্ড বানিয়ে লাগাতে হবে এবং ছোট-ছোট প্রচারপত্র বানিয়ে বিতরণ করতে হবে - এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জানলে তোমরাও এইরকম শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হয়ে যাবে। শুভ কার্যে কখনোই দেরি করা উচিত নয়। তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে অনেক সার্ভিস করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে অসাধ্য সাধন করে দেখাতে হবে। কখনোই পরিত্যাগ করার খেয়াল আসলে চলবে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা শেখাচ্ছেন, শিববাবা ভারতে এসেছেন তাহলে কি নিরাকারে এসেছেন? কীভাবে এসেছেন, কি করেছেন? কেউই কিছু জানে না। শিবরাত্রি পালন করে, কিন্তু কিছুই জানে না। পরমাত্মা এসেছেন-ই পবিত্র বানাতে।

বাবা বলেন, যে কোনো কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করো বাবা আমি এই কথাটি বুঝতে পারছি না, ৮৪ জন্মের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। বর্ণেও আসতে হবে। তোমাদের এই ধারণা আছে। আমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন আবার আমরা সূর্যবংশী হচ্ছি। যতটা যে পুরুষার্থ করবে ততটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। কত সহজ কথা, তাও বুদ্ধিতে বসে না তাহলে এসে জিজ্ঞাসা করো - বাবা এই কথাটি আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমে অঙ্কের পরিচয় দিতে হবে। এইসব বোর্ডগুলি লাগিয়ে দাও, এই নলেজের দ্বারা তোমরা সর্বদা সুখী, শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে, তাহলে তো এটা ভালোই হলো তাই না। আকর্ষণ থাকবে - আমরা এরকম কথা গিয়ে বুঝিনা কেন। বাবা সার্ভিসের দ্বারা বুঝে যাবেন যে কে-কে যথার্থ বাচ্চা হয়েছে, যারা মনোযোগ দেয় - তারাই মালার দানা হবে। কার্য করে দেখাতে হবে। তোমরা তো বাস্তবে সম্মুখে বসে শুনছো। বাকি বাচ্চারা মুরলীর দ্বারা শুনবে। এইসব কথাগুলো বোঝার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। পরমাত্মা হলেন বাবাও আবার পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যান তাই গুরুও হয়ে গেলেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শিক্ষক হয়ে পড়ান তাই এভাবে তিনজন-ই হয়ে গেলেন তাই না। কিন্তু অনেক বাচ্চারাই ভুলে যায়। বুদ্ধি থেকে সেই নেশা বেরিয়ে যায়। না হলে স্থায়ী খুশি অবশ্যই থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিজয় মালার দানা হওয়ার জন্য নিজের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। নিজে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে এবং বানানোর জন্যে সেবা করতে হবে।

২) এমন কোনো ভুল কর্ম করলে চলবে না, যার জন্য ফল ভোগ করতে হবে। বাবার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের আকর্ষণময় স্থিতির দ্বারা সকলকে আকর্ষণকারী রূহানী সেবাধারী ভব রূহানী সেবাধারী কখনই এটা চিন্তন করতে পারে না যে সেবাতে বৃদ্ধি হয় না অথবা যারা শোনে তারা আসে না। যারা শোনে তারা সংখ্যায় অনেকেই হয় কেবল তোমরা নিজের স্থিতি রূহানী আকর্ষণময় বানাও। যখন চুম্বক নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে তাহলে কেন তোমাদের রূহানী শক্তি আত্মাদের আকৃষ্ট করতে পারবে না! তাই রূহানী আকর্ষণকারী চুম্বক তৈরি হও যার দ্বারা আত্মারা স্বতঃতই আকৃষ্ট হয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যায়, এটাই হল তোমাদের রূহানী সেবাধারী বাচ্চাদের সেবা।

স্নোগানঃ:- সমাধান স্বরূপ হতে হলে, সকলকে স্নেহ আর সম্মান দিয়ে যাও।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

"পরমাত্মা হলেন এক আর বাদ বাকি সকলে হলো মনুষ্য আত্মা"

এখন এটা তো সমগ্র দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন এক উনি হলেন সর্বশক্তিমান, জানিজানানহার, এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়াই বলে থাকে যে আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন এক। যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন তিনিও পরমাত্মাকে-ই মানেন। তিনিও নিজেকে পরমাত্মার দ্বারা প্রেরণকারী সন্দেশবাহক মনে করেন, এরকমভাবেই সন্দেশবাহক হয়ে নিজ নিজ ধর্মের স্থাপনা করেন। যেমন গুরুনানকও পরমাত্মার অনেক প্রশংসা করে বলেছিলেন এক ঔঙ্কার সত্ নাম। এক ঔঙ্কারের অর্থ হল পরমাত্মা হলেন এক। সত্ নাম অর্থাৎ ঔনার নাম হল সত্য। তাহলে পরমাত্মার নাম রূপও আছে, অবিনাশী, অকালমূর্ত্তও হলেন তিনি, আবার কর্তা পুরুষও হলেন তিনি, যদিও তিনি অকর্তা, তাও তিনি ব্রহ্মার তন দ্বারা কর্তা পুরুষ হন। এখন এই সকল মহিমাই হল এক পরমাত্মার, এখন মানুষ এসব বোঝেও আবার বলেও ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। অহম্ আত্মা সো পরমাত্মা, যদি সকলেই পরমাত্মা হয় তাহলে এক ঔঙ্কার..... এই মহিমা তাহলে কোন্ পরমাত্মার জন্য করে থাকে ? এর দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, পরমাত্মা হলেন এক। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারা লোকসানের খাতাকে মিটিয়ে দিয়ে, সুখের খাতা জমা করো, ব্যাপারি (ব্যবসায়ী) হয়ে নিজের সম্পূর্ণ হিসেব বের করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছ, ঐ প্রতিজ্ঞা পালনের সহজ সাধন কোনটি ?

*উত্তরঃ - তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ - আমাদের তো একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই....ভক্তি মার্গেও বলতে বাবা তুমি এলে আমরা সব সঙ্গ ত্যাগ করে শুধুই তোমার সাথে জুড়ে থাকব। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা দেহ সমেত দেহের সব সম্বন্ধ বুদ্ধি দিয়ে ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এই পুরানো শরীর থেকে মনকে সরিয়ে ফেলো, কিন্তু এতে পরিশ্রম আছে। এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে হলে অমৃতবেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলো বা মনন করো - এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

*গীতঃ- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা আহ্বান করে বলে পরমধাম থেকে এসো। এই গান গেয়েছে পতিত মানুষেরা। ওরা নিজেরাই এর অর্থ জানে না। ডেকেও থাকে হে পতিত-পাবন এসো কেননা এই সময় রাবণ রাজ্য। বাচ্চারা জানে ভারতে দৈবী শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য ছিল। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাবা বলেন বাচ্চারা এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে। পুরানো পাপের খাতা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ব্যবসায়ীরা ১২ মাসের ১২ মাসের পুরানো খাতা বন্ধ করে, লাভ লোকসানের হিসেব বের করে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো ভারতে আমরা অর্ধ কল্প লাভ, অর্ধকল্প লোকসানের মধ্যে থাকি অর্থাৎ অর্ধকল্প সুখ, অর্ধকল্প দুঃখ পেয়ে থাকি। তার মধ্যেও দুঃখ খুব সামান্যই পেয়ে থাকি, যখন তমোপ্রধান অবস্থা হয়, ব্যভিচারী ভক্তিতে যাই। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। এখন তোমাদের লাভ করতে হবে। লোকসানের খাতাকে যোগবলের দ্বারা মেটাতে হবে। তোমাদের পাপের খাতা এখন কাটা উচিত, এবং সুখের খাতা জমা হওয়া উচিত। তোমরা যত আমাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের পাপের খাতা ভস্মীভূত হবে আর পবিত্র হয়ে গীতার জ্ঞান ধারণ করতে হবে। এখানে কেউ গীতা শাস্ত্র শোনায় না। এই গীতার জ্ঞান স্বয়ং ভগবান দিয়েছেন। এই সময় মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বাবাকে জানে না সেইজন্যই তাদের অরফ্যাপ্স (অনাথ) বলা হয়। তোমরা জানো এই ভারতেই পুণ্য আত্মা, শ্রেষ্ঠাচারীদের দুনিয়া ছিল, যাদের চিত্রও আছে। ভারতে সত্যযুগের শুরুতে অনেক বিত্তবান ছিল পরে যে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম এসেছে, শুরুতে তারাও অল্প সংখ্যক ছিল। ধর্ম স্থাপকরা প্রথম এসেছে তারপর সেই ধর্মের আত্মারা, আসা যাওয়া করতে শুরু করেছে। ওরা কোনো রাজধানীতে আসে না। নিজের ধর্মে আসে। যখন লক্ষ কোটি আন্দাজে হয় তখন রাজা রানী ইত্যাদি হয়। এখানে তোমাদের শুরু থেকেই রাজত্ব চলে। সত্যযুগের শুরুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল - ভারত মহান এবং উষ্ণ ছিল যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। উষ্ণ থেকে উষ্ণতর ভগবানকে বলা হয়। ওঁনাকেই সত্য বলা হয়। উনিই এসে প্রকৃত নলেজ দিয়ে থাকেন আর সবাই বাবার সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান দিয়ে থাকে। সবাই স্মরণ করে বলেও গডফাদার। কিন্তু ফাদারকে কেউ-ই জানে না। কখনও তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করো - লৌকিক ফাদারকে জানো তখন এটা তো কখনও বলবে না যে তিনি সর্বব্যাপী। ফাদার অর্থাৎ ফাদার। ফাদারের কাছেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বোঝান - আমি অসীমের রচয়িতা। আমাকে আহ্বান করাই হয় এই পতিত দুনিয়াতে। কখনও প্রলয় হয়না। এটা সম্পূর্ণ রূপে পতিত দুনিয়া, বাচ্চারা তোমাদের জন্যই আমাকে আসতে হয়। বাচ্চারা তোমাদেরকেই বুঝিয়ে থাকি। মানুষ গুরু ইত্যাদি করে থাকে - শান্তির জন্য। কিন্তু সে'সবই হলো ভক্তি মার্গের জন্য, ওরা হঠযোগ ইত্যাদি শিখিয়ে থাকে। ওদের কাছ থেকে কখনও অনন্ত উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। গুরু করে থাকে, অল্প সময়ের জন্য ওদের কাছ থেকে সুখ পাওয়া যায়। ওরা সবাই সীমিত সুখ প্রদানকারী। অসীম জগতের পিতা হলেন অনন্ত সুখ প্রদানকারী। বাবা মুক্তি-জীবনমুক্তির উপহার নিয়ে আসেন। সত্যযুগে একটাই ধর্ম হয়। এখানে অনেক ধর্ম, বুদ্ধি পেতেই থাকে। এখন এতো অসংখ্য আত্মারা ফিরে যাবে শান্তিধামে। এখানে তোমরা বাচ্চারা আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। বাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, ওঁনার কাছে সমস্ত জ্ঞান আছে। সর্বব্যাপী বললে জ্ঞান বা ভক্তির কোনো বিষয় প্রমাণ হতে পারে না। ভগবান সর্বব্যাপী যখন তখন ভগবানকে ভক্তি করার কি দরকার! ভক্তি করে কিন্তু কিছুই জানে না। নুড়ি পাথর সবাইকে ভক্তি করে চলেছে। গঙ্গা স্নানও কত করে চলেছে। যদি গঙ্গাই পতিত-পাবন হয় তবে তো সবাইকেই পবিত্র হওয়া উচিত। মুক্তি-জীবনমুক্তি ধামে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেউ-ই যায় না। একজন গুরু ফিরে গেলে তার ফলোয়ার্সদেরও নিয়ে যাবে। কিন্তু না নিজে যেতে পারে, না ফলোয়ার্সদের কিছু বলতে পারে। ভীষণ ভাবে

দেহ-অভিমান থাকে। এমনটাও কেউ বলতে পারবে না যে আমি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা তোমরা বাচ্চাদের পিতা, আমি তোমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি। এই বাবা একজনই। এখন এই পুরানো দুনিয়া ছাড়তে হবে, সেইজন্যই যোগবল অবশ্যই প্রয়োজন। ফাঁকিবাজি করলে পদ পাবে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের যোগ্য করে তুলছেন। বাচ্চারা যারা অযোগ্য হয় তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কল্প কল্প তোমাদের ১০০ শতাংশ নির্বিকারী করে তুলি। তারপর রাবণ তোমাদের বিকারগ্রস্ত করে তোলে। তোমরা বুঝতেও পারো যে কথাটা ঠিকই, এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, আর সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময় সঙ্গম যুগ চলছে। মনে করো বাড়ির আয়ু ১০০ বছর। যদি ২৫ বছর কেটে যাওয়ার পর সেটা এক চতুর্থাংশ পুরানো হয়ে যায়। ৫০ বছর হয়ে গেলে পুরানো বলা হয়। এখানেও ৪টি ভাগ রাখা হয়েছে। সতঃ রজঃ আর তমঃ। এখন এই পুরানো দুনিয়া আবার নতুন হবে। এমনকি সম্পূর্ণ দুনিয়ার নতুন জন্ম হয়। এখন দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। বাবা বলেন এখন আমি নতুন জন্ম দিতে চলেছি। দুনিয়া পুরানো থেকে নতুন হচ্ছে। তোমরা এসেছ রাজযোগ শিখতে। তোমরা জানো আমরা হলাম ড্রামার অ্যাক্টর। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। দুনিয়াতে আর কেউ-ই জানে না। নিজেকে অ্যাক্টর মনে করলে ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টরকেও জানা যায়। বলার জন্যই শুধু বলে থাকে এটা কর্মক্ষেত্র কিন্তু কবে থেকে এই খেলা শুরু হয়েছে, এর ক্রিয়েটরই বা কে কিছুই জানে না। মানুষেরই তো জানা উচিত না! নিজেদের মধ্যে লড়াই করা তো অনাথদের কাজ। দেবতাদের অনাথ বলা হয় না। ওখানে লড়াই-ঝগড়া হয় না। এখানে দেখো বাচ্চারা বাবাকেও মারে। সবাই পতিত ব্রহ্মাচারী সেইজন্যই দুঃখ দেয়। অর্ধ কল্প সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তো একজনও সম্পূর্ণ নির্বিকারী নেই। এখন বাবা তোমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য। তোমরা প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে বাবা তুমি এলে সব সঙ্গ ছেড়ে তোমার সঙ্গে জুড়ব। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। এখন বাবা এসে বলছেন, বাচ্চারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা বলে - বাবা আমরা জানি এই যে সব মিত্র সম্বন্ধ ইত্যাদি আছে সবাই মরে পড়ে আছে। এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে, পুরানো হয়ে গেছে। এখন আমরা পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করব। পুরানো শরীর থেকে মন সরে যায়। এখন আমরা যাওয়ার পথে। পুরানো দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে। বাবা বোঝান ভোরবেলায় উঠে এমনই সব মনন কর। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এখন একমাত্র বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে সেইজন্যই বেঁচে থেকেও সবার থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একের সাথে জুড়তে হবে, এরজন্য অনেক অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসের জন্যই বাবা বলছেন ভোরবেলায় ওঠো। দিনের বেলায় তো শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে হবে। রাতের অভ্যাসে বুদ্ধি পায়। যতটুকু সময় পাওয়া যায় বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করে তোমরা যতই পায়ে হেঁটে যাও, কখনও ক্লান্ত হবে না। যোগবলের খুশি থাকে। স্মরণের অভ্যাস থাকলে যে কোনো জায়গায় বসেও স্মরণে এসে যাবে। খাওয়ার সময়ও স্মরণে থাকতে হবে। ব্যর্থ কথাবার্তা বলা উচিত নয়। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর অন্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। এখন ফিরে যেতে হবে। সবার সঙ্গতি দাতা, সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে, শান্তিদেশে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র বাবা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা বাবা, টিচার গুরু পেয়েছ কিন্তু তারা সবাই শরীরধারী। কেউ-ই দেহী-অভিমানী হওয়ার কথা শেখায়নি। এই অসীম জগতের পিতা হলেন জ্ঞানের সাগর। যে সমস্ত আত্মারা আছে প্রত্যেকের মধ্যে সংস্কার ভরা আছে। শরীর ধারণ করার পর সেইসব সংস্কার ইমার্জ হয়। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ ড্রামার নলেজ আছে বাকি সমস্ত মানুষ ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। গাওয়াও হয়ে থাকে জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন। সুতরাং জ্ঞান অঞ্জন দেন যিনি তিনি জ্ঞান সূর্য বাবা। সত্যযুগকে দিন, কলিযুগকে রাত বলা হয়। আত্মারা সেই নিরাকার বাবাকে স্মরণ করে। বাবা বোঝান আমি তোমাদের ব্রহ্মা মুখ দ্বারা কল্প পূর্বের মতোই সব ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের রহস্য বুঝিয়ে থাকি। এ'সবই ভক্তি মার্গের সামগ্রী, যা অর্ধকল্প ধরে চলে আসছে। মানুষ বলে থাকে এ'সবই পরম্পরা ধরে চলে আসছে। রাবণকেও পরম্পরা ধরে জ্বালিয়ে আসছে। উৎসব যা কিছু পালন করে আসছে সবই বলে থাকে পরম্পরা ধরে চলে আসছে, পরম্পরার অর্থ কি ? সেটা জানা নেই। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর লিখেছে, সুতরাং মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে তাইনা। ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, কখন থেকে পবিত্র হতে শুরু করে কিছুই জানে না। ভগবান কখন পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য আসেন ? বলেও থাকে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল, কিন্তু তারপরও অনেক মত আছে তাইনা। দুনিয়াতে কত রকমের মত কাজ করে চলেছে। বাবা এসে শ্রেষ্ঠ মত দেন। শ্রীমত দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ বা দেবতা হয়ে ওঠো। রুদ্র মালাও আছে। রুদ্রও নিরাকার ভগবান। তিনিই হলেন শ্রী শ্রী। দেবতাদের বলা হয় শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো শ্রী শ্রীর দ্বারাই শ্রেষ্ঠ দুনিয়া তৈরি হয়। বাবা হলেন শ্রী শ্রী যিনি শ্রী করে তোলেন। এ'সব কথা স্মরণ করতে হবে। কল্প পূর্বে যারা এসেছিল তারাই বুঝবে। এই জ্ঞান সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য। সবাইকে বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করো।

অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে কত সুখ পাচ্ছি। অসীমের পিতা এসে এতো বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। এরা মুখ বংশাবলী তাইনা। কত অসংখ্য বি.কে আছে যারা দেবতা হবে। এ'হলো ঈশ্বরীয় কুল। দাদা হলেন নিরাকার। ওঁনার সন্তানের নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এনার দ্বারাই অ্যাডপ্ট করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিববাবার পরিবার, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন তোমাদের নম্বর ওয়ান সম্প্রদায় (ঈশ্বরীয়)। তোমরা সার্ভিস করো, সবার কল্যাণ করো। তোমাদের জড় চিত্রের মন্দির হুবহু তৈরি করা হয়েছে। এখানে তোমরা চৈতন্য স্বরূপে বসে আছ। তোমরা জানো আমরা পুনরায় স্থাপনা করছি। ভক্তি মার্গে আমাদের স্মৃতি স্মারক রূপে মন্দির নির্মাণ হবে। শিববাবা না হলে তোমরা কোথায় থাকতে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর তারা কোথায় ? এখন শিববাবা রচনা করছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার চিত্র আলাদা হওয়া উচিত। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে থাকে কিন্তু তার তো কোনো অর্থই নেই।

তোমরা জানো - পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। করনকরাবনহার হলেন শিববাবা। এ'সব বিষয় ধারণ করতে হবে। শিববাবা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। নলেজ প্রদান করছেন সুতরাং সেইসব ধারণ করা উচিত, এর মধ্যে পিউরিটি হচ্ছে প্রথম। সাহস অর্জন করে দেখাতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থেকে দেখাতে হবে। কেউ কন্যাকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ম্বর করে থাকে, যাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হয়। সেখানেও কেউ অসফল হয়ে যায়। কেউ-কেউ এমনও হয়, যারা বিবাহ করার পরেও পবিত্র থাকে। পবিত্র থেকে নলেজও গ্রহণ করে থাকে। ধারণ করে অন্যদেরও নিজ সম তৈরি করে দেখাবে তবেই উচ্চ পদ পাবে। এই জ্ঞান-যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন আসে। এ'সব হবেই কারণ ড্রামায় নির্ধারিত। কোনো কোনো কন্যা বলে - ধন সম্পদ দিয়ে কি করব, এর চেয়ে বাসন মেজে রুটি খাওয়া ভালো, পবিত্র তো থাকতে পারব। কিন্তু এরজন্য প্রচুর হিম্মত থাকা চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আহার গ্রহন করার সময়ও স্মরণে থাকতে হবে, ব্যর্থ কথাবার্তা বলা উচিত নয়। স্মরণ দ্বারাই পাপের খাতা মিটাতে হবে।

২) দিনে শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করে, রাতে জেগে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। মনন করতে হবে যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। সেইজন্যই বেঁচে থেকেও আসক্তি মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- ডবল নেশার স্থিতির দ্বারা সদা নির্বিঘ্ন হওয়া এবং অন্যদেরকে নির্বিঘ্ন বানিয়ে বিশ্ব পরিবর্তক ভব "মালিক তথা বালক" – যখনই চাও মালিকের স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও আর যখনই চাও বালকের স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও, এই ডবল নেশা সবসময় নির্বিঘ্ন করে তুলবে। এমন আত্মাদেরই টাইটেল হয় বিঘ্ন-বিনাশক। কিন্তু শুধুই নিজের জন্য বিঘ্ন-বিনাশক নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের জন্য বিঘ্ন-বিনাশক, বিশ্ব পরিবর্তক হও। যে নিজে শক্তিশালী স্থিতিতে থাকে তার সামনে বিঘ্ন সবসময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্লোগানঃ:- - নিজের ডবল লাইট স্বরূপে স্থিত থাকলে সব বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে দেবী দেবতা কুলের, তোমাদেরকে এখন পূজারী থেকে পূজ্য হতে হবে, বাবা এসেছেন তোমাদের সবাইকে ভক্তির ফল দিতে”

*প্রশ্নঃ - দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধির যোগ ভেঙে ফেলার সহজ বিধি কি ?

*উত্তরঃ - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই - এই পাঠকে পাচ্চা করো। বাবা বলছেন বাচ্চারা, দেহ আর দেহের সকল সম্বন্ধ দুঃখ দেয়। তোমরা আমাকে নিজের বাচ্চা বানাও তাহলে আমি তোমাদের এতই সেবা করব যে ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখী থাকবে। ওয়ারিশ বানাও তো উত্তরাধিকার দেব। সাজন বানাও তো শৃঙ্গার করে স্বর্গের মহারানী বানিয়ে দেব। ভাই বানাও, সখা বানাও তো সাথে নিয়ে খেলা করব। আমার সাথে সব সম্বন্ধ জোড়ো তাহলে দেহ থেকে বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে।

*গীতঃ- কত মিষ্টি কত প্রিয় শিব ভোলা ভগবান...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনল ? নিজেদের অসীম জগতের বাবার। তাকেই বলা হয় শিব বাবা। ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয়। প্রজাপিতা তো পিতা মানে বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা। এখন তোমরা বসে আছো তাইনা। অবশ্যই তোমরা হলে ব্রহ্মার ধর্মের সন্তান। শিব বাবার কোল নিয়েছো, ব্রহ্মার দ্বারা। শিব বাবার তো নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও নিজের শরীর আছে। নিরাকার পরমাত্মার কোনো আকার বা সাকার শরীর নেই। তাঁকে বলা যায় পরমপিতা। প্রজাপিতাকে পরমপিতা বলা হয় না। পরমপিতা মানে সকল পারের থেকেও ওপারে যিনি থাকেন। তোমরা আত্মারাও সেখানকার অধিবাসী। সেই বাবা হলেন অত্যন্ত মিষ্টি, এইজন্য তাঁর এই মহিমা করা হয়েছে। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা.... বলে যে শিক্ষকও যেন তোমার মতো হয়। ভাইও যেন তোমার মত হয়। বাবাও তোমার মত যেন হয়। যেরকম লৌকিক বাবা বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেন। বর্তমানে বাচ্চাদের উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তারা বাবাকে ভালোভাবে দেখাশোনাও করে না। স্ত্রী এলে, কিছু থিটপিট হলে তো আলাদা হয়ে যায়। তোমরা এখন শিব বাবাকে নিজের বাচ্চা বানাও। এ তোমাদের এত সেবা করবে যে ২১ জন্ম তোমরা অনেক সুখী থাকবে। আচ্ছা, বাচ্চার পরিবর্তে যদি বাবাও বানাও তাহলে তোমাদেরকে স্বর্গে সর্বদা সুখ দেব। এঁনাকে সাজন বানাও তো তোমাদের শৃঙ্গার করে তোমাদেরকে স্বর্গের মহারানী বানিয়ে দেবো। দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধির যোগ ভেঙে ফেলো, কেননা তারা সবাই তোমাদেরকে দুঃখ দেবে। আমি তোমাদেরকে সুখই সুখ দেবো। দেখো বাবা তোমাদের সঙ্গে খেলাও করেন। তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা ভাইয়ের সাথে খেলা করছি। ভাই হলেও সুখ দেবো। তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেবো। তো সব সম্বন্ধ তাঁর সাথে রেখে আর সবার সাথে ছিন্ন করে ফেলো। ব্যস্ আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আমি কল্প-কল্প বাচ্চারা তোমাদের সম্মুখে এসে তোমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করে সর্বদা সুখী বানিয়ে তুলি। এইরকম বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে আর তিনি তো নিজেই এসে ব্রাহ্মণ হয়ে আত্মাদের বিবাহ করিয়ে দেন। ইনি হলেন ফার্স্ট ক্লাস ব্রাহ্মণ। তোমাদের কত সুন্দর সুন্দর নাম রাখেন। ড্রামা অনুসারে তোমাদের নাম রাখতেই হয়। কেননা তোমরা এক কুটুম্বকে ছেড়ে ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়েছো তাই নামও কত রমণীয় দিতে হয়। স্মরণ করে হে পতিতপাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও। শ্রীকৃষ্ণকে কত ভালোবাসো। বলে যে শ্রীকৃষ্ণের মত যেন স্বামী হয় বা সন্তান হয়। এটা বোঝেও যে তিনি স্বর্গের মালিক ছিলেন, তথাপি তাকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এটা হল ভুল। এইসব ভুলগুলোকে সংশোধন করে বাবা এসেছেন অভুল বানাতে। স্বর্গে এইরকম ভুল করেই না। ভুল করায় মায়া। সেখানে মায়াই নেই। লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র দেখিয়ে তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। এঁনারাই স্বর্গের মহারাজা মহারানী ছিলেন। তাঁদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন? অস্ত্রান কালে কারো কাছে অনেক ধন থাকলে তো জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই ধন তোমাকে কে দিয়েছেন ? বলে যে ভগবান দিয়েছেন। বাবা হলেনই দাতা, বাবা আমাদেরকে অসীমের স্বরাজ্য প্রদান করছেন। মন্দিরের পূজার যোগ্য তৈরি করছেন। অসীম শিবালয়ে রাজত্ব করে পুনরায় ভক্তি মার্গে শিবালয় তৈরি করে, জড় চিত্রের। সেই সময় দেবতার বাম মার্গে চলে যায়। পতিত মানুষকে কখনো দেবতা বলা যায় না। এখন তোমরা জানো যে আমরা হলাম দেবতা কুলের। তোমরাই পূজ্য, তোমরাই পূজারী। এখন পুনরায় অবশ্যই পূজারী থেকে পূজ্য তৈরি হচ্ছে। অর্ধেক কল্প পূজ্য ছিল আর অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে যাও। আমি তো সর্বদাই পূজ্য থাকি। ভক্তি মার্গে তোমরা স্মরণ করে থাকো - আমি তোমাদেরকে স্মরণের ফল প্রদান করছি। তোমাদেরকে বলছি যে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা অনেক ফল প্রাপ্ত করবে। তোমাদের কি এই পুরানো দুনিয়ায় থাকতে ভালো লাগছে ? আমি সকল রূপে তোমাদেরকে সুখ

দিতে এসেছি। অন্য সবাই তো তোমাদেরকে দুঃখ দেয়। এখন আমি তোমাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করছি। শিব বাবা কতইনা মিষ্টি আর কতই না প্রিয় তবেই তো স্মরণ করে যে হে শিব ভোলা ভান্ডারী ঝুলি ভরপুর করে দাও। তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার যোগ্য কোথায় ছিলাম। বাবা অযোগ্যকে যোগ্য তৈরি করেছেন। রাজযোগ শিখিয়ে মহারাজা মহারানী তৈরি করেছেন, ২১ জন্মের জন্য। শিক্ষা দিচ্ছেন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নাম উজ্জ্বল করো। বাচ্চাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম তো হয় তাইনা। যে যত পড়বে, ভালো বাচ্চারা মা-বাবার অনেক আশ্রয়কারী হয়। তোমরা এখন অসীম জগতের বাবার সাথে মিলিত হয়েছেো তাই কতাই না তাঁর আশ্রয়কারী হতে হবে। বাবার নামই হলো কল্যাণকারী। নরককে স্বর্গ বানাচ্ছেন। তোমরা স্বর্গের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যত তোমরা শ্রীমতে চলবে, সবার থেকে আসক্তি সমাপ্ত করতে হবে। বলে যে ভাবে কিভাবে সমাপ্ত করবো? বাবা বলেন যে আমাকে ট্রাস্টি বানিয়ে দাও, তারপর আমার থেকে রায় নিতে থাকো, এই অবস্থাতে আমি কি করবো! বাবা বলেন ত্যাগ করলে তো সন্ন্যাসীদের মতোই হয়ে গেল। ঘর বাড়ির সন্ন্যাস করবেনা। সন্ন্যাস তো পুরানো দুনিয়ার করতে হবে। তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়, অনেক ঋতি করে দেয়। তবুও পবিত্র থাকে তো কিছু সাহায্য করে। এছাড়া এমন নয় যে গুরু হয়ে কাউকে গতি সঙ্গতি করতে পারে। পবিত্র বানায়, তবে কেবল পুরুষদেরকে। বাবা তো দু'জনকেই নগ্ন হওয়া থেকে বাঁচান। বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন, যদি তোমরা পবিত্র হয়ে দেখাবে তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। স্বর্গে সবাই সুখী হয়। ভালোরকম পুরুষার্থ করবে, এঁনাকে নিজের বাচ্চা বানাবে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। যে যত উত্তরাধিকার দেবে ততই আমিও তোমাদেরকে রিটার্ন দেব। কিন্তু স্বর্গে দেব, এখানে নয়। এখানে আমাকে যা কিছু তোমরা দিচ্ছ সেটাও বাচ্চারা তোমাদেরই কাজে লাগাচ্ছি। আমি বিশ্বের মালিক হই না, তোমরা হও। তোমাদের জন্যই এই মহল ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। এটা হল প্রদর্শনী। সেখানেও বাচ্চারা তোমাদের সেবা আছে। পুনরায় তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। যত চাই তত আমার থেকে নিয়ে নাও। আমাকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানাও বা না বানাও। নিজের বাচ্চার থেকেই সুখী থাকো। এছাড়া পবিত্র থাকো আর এক বাবাকে স্মরণ করো তো অন্তিম কালে যেমন মতই তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। এছাড়া কোনো মিথ্যা মন্ত্র তোমাদের কাজে আসবে না। আমি তোমাদেরকে কল্যাণকারী মন্ত্র প্রদান করছি - বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাচ্চা জন্ম নিলে তো তার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেই। তোমরা জানো যে আমরা শিব বাবার ছিলাম, স্বর্গে রাজত্ব করেছি পুনরায় হারিয়েছি। এখন বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। আমার হয়ে যাও, আমার হলে তোমাদের অনেক লাভ হবে। গুরু গোঁসাই ইত্যাদি সবার থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করো। আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি, এই অরগ্যান্স এর দ্বারা। বাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যে রকম ব্রাহ্মণদেরকে খাওয়ানো হয়, মনে করে যে পতির আত্মা এনার মধ্যে এসেছে। শরীর তো আসতে পারে না। বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই, এইজন্য আমাকে অশরীরী বলা হয়। তোমরাও অশরীরী হও। দেহের অহংকার ছেড়ে দাও। সমগ্র কল্প তোমরা দেহ অভিমানে ছিলে, সত্যযুগে আত্ম অভিমানী ছিলে। পুনরায় দেহ অভিমানী হয়েছেো তো আত্মার জ্ঞানও ভুলে গেছো। প্রথম প্রথম তোমরা খুশিতে শরীর ত্যাগ করতে আর গ্রহণ করতে, তোমাদের কিছুই এসে যেত না। আত্মার অনাদি পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। স্বর্গে কাল্লাকাটির কোনও নামই নেই। এখন তোমরা ৬৩ জন্ম দুঃখ ভোগ করতে করতে একদমই তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন পুনরায় নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো আর যেখানেই যাবে যে দেখবে অমুক সন্ন্যাসী বেদ শাস্ত্র শোনাচ্ছে। এখানে নিরাকার পরমাত্মা তো কোনও শাস্ত্র পড়েন না। তিনি সকল বেদ শাস্ত্রের সার শোনাচ্ছেন। শাস্ত্র পড়তে পড়তে তোমরা পতিত হয়ে গেছো, তবেই আহ্বান করছো হে সঙ্গতি দাতা, মুক্তেশ্বর, পাপ কাটেশ্বর এসো। আচ্ছা বাবা এসেছেন। বলছেন যে, তোমরা আমার মত অনুসারে চলো তো উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এটাই হল শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত। বাবা হলেনই শ্রী শ্রী, যিনি এসে ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। চক্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। না আত্মার বিনাশ হয় আর না তার পার্ট বিনাশ হয়। এটাই হলো পূর্বনির্ধারিত খেলা, এর থেকে কেউই মুক্তি পেতে পারে না। বাবা বলছেন যে আমিও পতিত শরীরে এসে তোমাদের সেবা করছি। আমি তোমাদেরকে স্বর্গের সুখ দিচ্ছি। তোমরা পুনরায় কতো হিরে জহরতের মন্দির বানাও, সেখানে আমাকে বসাও। এখন যখন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তখন কেউ আমাকে জানেই না। আমার থেকে দূরে সরে যায়। তোমাদেরকে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তো বাবা কিভাবে স্বর্গের স্থাপনা করেছেন, কত সহজ কথা। মায়া আসবে, তোমাদের কাজ হল মায়াকে ভাগিয়ে দেওয়া। যাতে শিব বাবা ছাড়া আর কেউ স্মরণে না আসে। এক ঘন্টা আধ ঘন্টা স্মরণ করার অভ্যাস করো। তারপর শেষে অন্তিমে যেমন মতি থাকবে সেই অনুসারেই গতি প্রাপ্ত হবে। আর যদি বুদ্ধি কোথাও ফেঁসে থাকে তাহলে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে রকম কাশি কলবট খায়, তাকে জীবঘাত বলা যায়। আত্মা নিজের জীবনকে (শরীরকে) ঘাত করে। এছাড়া আত্মার ঘাত হয়না। সে তো হলো অমর। এইসব কথা ধারণ করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, সবার থেকে আসক্তি সরিয়ে নিতে হবে। এটা হল পুরানো শরীর, সাক্ষী হয়ে তো থাকতে হবে। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এখানে কোনো মজা নেই। ভূমিকম্প

হলে সবাই মরে যাবে। মরার পূর্বে নিজের স্থিতিকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

তোমরা হলে শিব শক্তি। মেল ফিমেল দু'পক্ষই পরিশ্রম করছে, শিব বাবার থেকে শক্তি নেওয়ার। মাতাদের সম্মান অনেক বেশী। তোমরা সবাই হলে কন্যা। ব্রহ্মাকুমারী তো কন্যাও আছে, অধরকুমারীরাও আছে। তারা নির্বিকারী থাকে। সেখানে ভীষ্মপিতামহ প্রমুখের গায়ন আছে। এমনও অনেকে আছে যারা ছোট বয়স থেকেই ব্রহ্মচারী থাকে। যে কাজ বাবা ৫০০০ বছর পূর্বে করে গেছেন, সেটাই আবার করছেন। এই সব মন্দির এখন ভেঙে পড়বে, ভক্তি মার্গে তৈরি হবে। এইসব কথা ধারণ করার মতো। এসব কথা নিজের সাথে কথোপকথন করতে হবে। একেই বলা হয় বিচার সাগর মন্ডন করা। ভগবানুবাচ তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাচ্ছি। মানুষ কাউকে এই জ্ঞান দিতে পারবে না। ঐনার আত্মাও শুনছে। এটা প্রতিমূহুর্তে তোমরা ভুলে যাও। কচ্ছপের, ভ্রমরের উদাহরণও তোমাদের জন্য। বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। শিবের পূজা ব্যতীত অক্যুপেশন সম্পর্কে জানা, এটা তো কিছুই নয়। আমিও পূজা করতাম কিন্তু এখন জেনে গেছি। শিব বাবা আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা তৈরি করছেন। বাবা বলছেন তোমরা কড়ির পিছনে কেন মাথা খাটাচ্ছে, এইসব তো ভুল হয়ে যাবে। পৌত্র পৌত্রি কেউই থাকবে না। সবাই মরে যাবে। তোমরা হলে কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা, সকলের কল্যাণকারী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহের অভিমান ত্যাগ করে বাবার সমান অশরীরী হতে হবে। এটা হল পুরানো শরীর, একে সাক্ষী হয়ে চালাতে হবে। শ্রী শ্রী - এর শ্রেষ্ঠ মতে চলে পবিত্র হতে হবে।

২) ধর্মরাজের কড়া শাস্তির থেকে বাঁচার জন্য এখন থেকে এই রকম স্থিতি বানাতে হবে যাতে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া আর কারোর স্মরণ যেন বুদ্ধিতে না আসে। বুদ্ধি যেন কোথাও ফঁসে না থাকে।

বরদান:- স্ব আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আর প্রদানকারী সদা সফলতার মূর্তি ভব যেরকম সেবাতে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এইরকম স্ব উন্নতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন যেন থাকে। যে এই ব্যালেন্স রাখতে পারে সে সর্বদা আশীর্বাদ নিতে এবং দিতে থাকে। ব্যালেন্সের প্রাপ্তিই হলো ব্লেসিং। যে ব্যালেন্স রাখে সে ব্লেসিং প্রাপ্ত করে না - এমন হতেই পারেনা। মাতা-পিতা আর পরিবারের আশীর্বাদের কারণে সে সদা এগিয়ে যেতে থাকে। এই আশীর্বাদই হলো পালনা। কেবল আশীর্বাদ নিতে থাকো আর সবাইকে আশীর্বাদ দিতে থাকো তাহলে সহজেই সফলতার মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- গুণ মূর্তি হওয়া আর সকলকে গুণ মূর্তি বানানো - এটাই হলো মহাদান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য জ্ঞান ধনের দান করো, ধারণ করে অন্যদের ধারণ করাও”

*প্রশ্নঃ - চলতে চলতে গ্রহণ লেগে যাওয়ার মূখ্য কারণ কি ?

*উত্তরঃ - শ্রীমৎ অনুসারে না চললে গ্রহণ লেগে যায়। যদি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে একের মতানুসারে সদা চলবে তো গ্রহণ লাগবে না, সদা কল্যাণ হতে থাকবে। দেরি করে যারা আসে তারাও অনেক এগিয়ে যেতে পারে। সেকেন্ডে বাজিমাত করা যায়। বাবার আপন সন্তান হলে অধিকারী হতে পারবে, ঘন সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুযায়ী সদা চলতে হবে।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদেরকে বার-বার বোঝানো হয়েছে। ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর। বাবা বলবেন ওম্ (অহম্-আত্মা) তথা পরমাত্মা। তাঁর শরীর নেই কারণ তিনি তো হলেন সকলের পিতা। তোমরা এমন বলবে না আমি আত্মা তথা পরমাত্মা। এই কথা তো ঠিক - অহম্ আত্মা হলাম পরমাত্মার সন্তান। যদিও অহম্ আত্মা ই সেই পরমাত্মা বলা একেবারে ভুল কথা হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জানো। এই কথাটি বুঝেছো যে এই দুনিয়া হল পুরানো। নতুন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়। কিন্তু সত্য যুগ কখন হয়, সে কথা দীনহীন মানুষ জানেনা। তারা ভাবে যে কলিযুগ তো এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে এখন নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছি। বাবা বলেন আমি তোমাদের দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছি। তোমাদের দ্বারা বিনাশ করাই না। তোমরা হলে সেই শিবশক্তি প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখবংশী, অহিংসক শক্তি সেনা। তোমরাই হলে বাবার বর্ষা প্রাপ্ত করার অধিকারী। তোমরা ব্রাহ্মণরাই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করো। তোমরা কাম বিকারকে পরাজিত করো, তাই এখানে যারা আসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কাম বিকারকে পরাজিত করেছ তবেই বাবার সঙ্গে দেখা করবে। আপন সন্তান ও সৎ সন্তান হয়, তাইনা। আপন সন্তান কখনও বিকারগ্রস্ত হতে পারে না। এখন আমরা বাবাকে পেয়েছি, উনি হলেন জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। শিববাবার মহিমা ও দেবতাদের মহিমা, দুটি হল একেবারেই আলাদা। দেবতাদের মহিমা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। শিববাবাকে বলা হয় সৃষ্টির বীজ রূপ, সত্য চিত্ত আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। এই শরীর প্রথমে জড় থাকে তারপরে সেই শরীরে যখন আত্মার প্রবেশ হয় তখন চৈতন্য হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের উৎপত্তি কীভাবে হয়, সে কথা একমাত্র বীজ রূপ পিতাই জানেন। উনি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা বলেন তোমাদেরকে অল্প জ্ঞান প্রদান করি তখন তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ কর। নতুন দুনিয়াকেই শিবালয় বলা হয়। শিববাবার দ্বারা স্থাপিত স্বর্গ, যেখানে চৈতন্য দেবতারা বাস করেন। ভক্তিমার্গে তাদেরকেই মন্দিরে বসানো হয়েছে। তোমরা হলে প্রকৃত সত্য রুহানী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আত্মা হল ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আপন করেছেন। তারা দেহধারী ব্রাহ্মণ যদিও বলে আমরা হলাম মুখবংশী। কিন্তু তবুও বলে দেয় ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ কারণ তারা ভাবে যে, তারা পূজারী ব্রাহ্মণ, আপনারা পূজনীয়। বিকারী ব্রাহ্মণরা প্রণাম করে পবিত্রদের। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, সেই সময় আসবে তখন তোমরাও বলবে ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ, কারণ এখন তোমরাই হলে পূজনীয় পরে গিয়ে পূজারী হও। এই কথা খুবই গুহ্য ও মনোরম। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে, তারা এই রূপ ধারণ করতে পারে এবং করাতে পারে। যেমন ব্যারিস্টার, সার্জেন, যত পড়াশোনা করে ততই ঔষধ পত্র বা আইনের পয়েন্টস বুদ্ধিতে থাকে। নাম তো থাকবে উকিল কিন্তু কেউ হয় লক্ষপতি এবং কারো কিছুই আমদানি হয় না। এখানেও নম্বুর অনুসারে দান করে তো তারা ফলও প্রাপ্ত করে, তখন বলা হয় ধন দান করলে ধন শেষ হয় না.... এই জাগতিক দুনিয়াতে দান করলে অল্পকালের জন্য দ্বিতীয় জন্মে সুফল প্রাপ্ত হয়। ধনীদের ঘরে জন্ম হয়, এখানে তো ২১ জন্মের জন্য রাজত্বের অধিকারী হয়ে যায়। তোমাদেরকে সব পয়েন্টস তো নোট করতে হবে। তোমাদেরকে কাগজে দেখে ভাষণ করতে হবে না, পয়েন্টস বুদ্ধিতে রেখে ভাষণ করতে হবে। যেমন শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, তেমনই বাচ্চারা তোমাদেরও হতে হবে।

এক কন্যা লিখেছিল আমার পিতা আমার শিক্ষক ছিলেন, আপনিও হলেন আমার পিতা ও টিচার। ওটা হল দৈহিক জগতের, এ হল অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের কথা শোনান। সীমিত জগতের পিতা সীমিত জগতের কথা শোনান। লৌকিক পিতা হলেন সীমিত দেহের সুখপ্রদানকারী পিতা। সীমিত দেহের সেবায় নিয়োজিত সেবাধারীদের সর্বোদয়া নাম রাখা হয়, তাও হল মিথ্যা। সর্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপরে তো দয়া করা হয় না। একমাত্র

বাবা সর্বজনের উপরে দয়া করে পবিত্র করেন। পঞ্চ তন্ত্র গুলিও পবিত্র করেন। একটাই দুনিয়া থাকে। সেই দুনিয়াই নতুন থেকে পুরানো হয়। ভারতই স্বর্গ ছিল, ভারতই নরক হয়েছে। এমন নয় বৌদ্ধ খন্ড, খ্রিস্টান খন্ড কোনো স্বর্গ ছিল। একমাত্র পিতা সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন উনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার। লিট্রেরও তিনি, গাইডও তিনি, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। বাবা বলেন বাচ্চারা সময় খুব কম আছে, এখন দেহ সহ সব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করো। এখন আমরা নিজের পিতার কাছেই ফিরে যাই পুনরায় এসে রাজত্ব করবো। মুখ্য হিরো এবং হিরোইনের পার্ট হল তোমাদের। যথা মাতা পিতা তথা সন্তান সবাই হল পুরুষার্থী। পুরুষার্থ করান একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা অতীব প্রিয়। ভক্তিমার্গেও তাঁকেই স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে জানেনা। ঋষি মুনি ইত্যাদিরাও বলতেন - রচয়িতা ও রচনা হল অসীম, সীমাহীন, অন্ত হীন। তাহলে আজকালকার গুরু কীভাবে বলে যে, তারাই পরমাত্মা। দিলওয়ারা মন্দিরে আদি দেবের চিত্র আছে, নীচে কালো চিত্র দেখানো হয়, তারপরে অচল ঘরে সোনার রাখা আছে, নীচে তপস্যারত দেখানো হয়েছে উপরে স্বর্গ রয়েছে। এ হল আমাদের স্মরণিকা। পতিতদের পবিত্র করা হয় তো সঙ্গম হল তাইনা। ভক্তিমার্গের মানুষও থাকবে। বাবা এই শরীরের দ্বারা নিজের জড় মন্দির স্মরণিক রূপে দেখেন। বোঝান আমি দেখি - এ হল আমাদের স্মরণিকা। তোমরাও নিজেদের স্মরণিকা দেখো। প্রথমে তোমরা জানতে না যে, এ হল আমাদের স্মরণিক। এখন জানো যে, তোমরা যে পূজনীয় দেবতা ছিলে তোমরাই পূজারী হয়েছে। আমরাই সেই দেবতা, আমরাই ঋত্রিয় হই... আমরাই সেই এর অর্থ তোমরাই জানো। নতুন দুনিয়া পুরানো কীভাবে হয়। নতুন তৈরি হলেই পুরানোর বিনাশ হবে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা তো অবশ্যই এখানে হওয়া উচিত। প্রজা এখানে রচনা করেন। সৃষ্টি বতনে তো ব্রহ্মা একা বসে আছেন। রচয়িতা রূপে রচনা পূর্ণ করে ফারিস্তা হয়েছে।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। সর্বোদয়া লিডার বাস্তুবে হলে তোমরা। শ্রীমৎ এর দ্বারা তোমরা নিজেদের উপরেও দয়া করো তো সর্বজনের উপরেও দয়া করো। শ্রী শ্রী শিববাবা বসে তোমাদের শ্রী বানান। শ্রী শ্রী বাস্তুবে একজনকেই বলা হয়। পতিত-পাবন সর্বজনের সদগতি দাতা হলেন একজনই আছেন। বাকি এ হল মিথ্যা অসত্য দুনিয়া। এখানে যা কিছু বলা হয় সবই অসত্য, মিথ্যা। রচয়িতা এবং রচনার বিষয়ে মিথ্যা বলে, বাবা সত্য বলেন। একেই সত্য নারায়ণের কাহিনী বলা হয়। তোমরা জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা দেখো কিরূপে পরিণত হচ্ছে। শ্রীমৎ অনুসারে যত চলবে তত উঁচু পদের অধিকারী হবে। অসীম জগতের পিতার কাছে অসীম জগতের বর্সা প্রাপ্ত করা হয়, তাই শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা বলা হয়। বাকি শাস্ত্রগুলি এরই রচনা। গীতা হল মাতা পিতা। গীতা খন্ডন করলে বর্সা কারো প্রাপ্ত হয় না। এই কথাটি তোমরা বাচ্চারা জানো। এমন তো নয় যারা পুরানো হবে তারাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী হবে। অনেক নতুন বাচ্চারাও পুরানোদের থেকে তীব্র বেগে এগিয়ে যায়। দেরি করে যারা এসেছে তারাও উঁচু পদের অধিকারী হবে। এ' হল সেকেন্ডে বাজিমাত। বাবার আপন হওয়া অর্থাৎ অধিকারী হওয়া। যদি কেউ স্থির না হতে পারে তাহলে বাবা কি করবেন। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চললেই সফল। যেমন লৌকিক উপার্জনে গ্রহের দশা আসে, ঠিক সেইরকম এখানেও গ্রহের দশা আসে। গ্রহণও লেগে যায় কারণ শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, যদিও সবটাই হল খুব সহজ কথা। বাবা মাঙ্গার সন্তান হলেই গহন সুখের বর্সা প্রাপ্ত হয়। একের মতানুযায়ী চললে কল্যাণ আছে। যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প স্মরণ করো, এখন তাঁকেই প্রাপ্ত করেছে তো তাঁর হাত ধরে নেওয়া উচিত, এতে সংশয় কেন অনুভব হয়। বাবা বলেন পুনরায় ড্রামা অনুসারে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করতে এসেছি। আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে আমাকে স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট তো নেই। স্বর্গের বর্সাও তোমরা প্রাপ্ত করো। গতকাল স্বর্গ ছিল, আজ হল নরক। এখন পুনরায় স্বর্গ হবে। কাল এখানে মালিক ছিলে, আজ বেগার হয়েছে। এই খেলাটি হল প্রিন্স এবং বেগার হওয়ার। কত সহজ এই কথা। দেহী-অভিমানী হওয়াটাই পরিশ্রমের। সন্ন্যাসীরা বলে ক্রোধ অনুভব হলে মুখে চুম্বিকাঠি (তাবীজ) রাখো। এই দৃষ্টান্ত গুলি সবই বর্তমান সময়ের। ভ্রমরীর দৃষ্টান্তও হল এখানকার। বিষ্ঠার কীট গুলিকে নিজ সম বানায়, আশ্চর্যের ! অবশ্যই এই সময় সবাই হল বিষ্ঠার কীট সম। তাদেরকে তোমরা ব্রাহ্মণীরা ভুঁ ভুঁ করো অর্থাৎ জ্ঞানের কথা শুনিয়ে থাকো। কোনো ব্রাহ্মণী বা ব্রাহ্মণ উড়তে সক্ষম হয়। কেউ শূদ্র থেকে যায়। সর্পের দৃষ্টান্তও হল এখানকার। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই পুরানো খোলস ত্যাগ করে সত্য যুগে নতুন খোলস ধারণ করতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, গীতা খুব ছোট বানানো হয়েছে। শ্লোক ইত্যাদি কন্ঠস্থ করে নেয়। সব মানুষ তাদের কাছে মাথা নত করে। গীতা পাঠ করতে করতে কলিযুগের শেষ সময় এসে গেল। সদগতি কারো প্রাপ্ত হল না। তোমাদেরকে কত অল্প জ্ঞান প্রদান করি তাতেই তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করো। কতখানি মিষ্টি মধুর হতে হবে। ধারণ করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। দিনের বেলায় এই আধ্যাত্মিক ব্যবসা করো, অনেক উপার্জন হবে। সকাল বেলায় আত্মা রিফ্রেশ হয়। বার বার প্র্যাক্টিস করলে অভ্যাসী হয়ে যাবে। যারা এখন করবে তারা উঁচু পদের অধিকারী হবে, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তী। অসীম জগতের পিতাকে পেয়ে বুদ্ধিতে সংশয় কেনই বা আসবে। শিববাবা বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকে ভুলে যাওয়া

উচিত নয়। এই জ্ঞান রত্ন গুলির প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা থাকা উচিত। মহাদানী পিতা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। এই জ্ঞানের এক-একটি রত্ন হল লক্ষ টাকার। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের উপরে নিজেই দয়া করতে হবে। সর্বোদয়া হয়ে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে।

২) অমৃতবেলায় রুহানী সেবা করে উপার্জন করে জমা রাশি বৃদ্ধি করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্যে পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বশক্তি গুলিকে অর্ডার অনুযায়ী পরিচালনকারী শক্তি স্বরূপ মাস্টার রচয়িতা ভব যে বাচ্চারা মাস্টার সর্বশক্তিমানের অথরিটির দ্বারা শক্তি গুলিকে অর্ডার অনুযায়ী পরিচালনা করে, তখন প্রতিটি শক্তি রচনা স্বরূপে মাস্টার রচয়িতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। অর্ডার করা মাত্রই উপস্থিত হয়। অতএব যে হজুর অর্থাৎ বাবার প্রতিটি কদমের শ্রীমৎ অনুসারে প্রত্যেক মুহূর্তে "জি-হাজির" বা প্রত্যেক আদেশে "জি-হাজির" করে। তো যারা "জি-হাজির" করে তাদের সম্মুখে প্রতিটি শক্তিও "জি-হাজির" বা জি মাস্টার করে। এমন অর্ডার অনুযায়ী শক্তি গুলি কার্যে ব্যবহার করতে সক্ষম আত্মাদেরকেই মাস্টার রচয়িতা বলা হবে।

স্লোগানঃ:- সিম্পল (সাধারণ) হয়ে অনেক আত্মাদের জন্যে স্যাম্পল হওয়া - এও হল বিশাল সেবা।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা সফলতা"

এই যে অবিনাশী জ্ঞান আমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, সেসব ডাইরেক্ট পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জ্ঞানকে আমরা ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলি, কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ জন্ম-জন্মান্তর দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করে। কর্মের বন্ধনে আসে না সেইজন্যই এই জ্ঞানকে অবিনাশী জ্ঞান বলা হয়। এখন এই জ্ঞান কেবলমাত্র এক অবিনাশী পরম পিতা পরমাত্মার দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হয় কারণ তিনি হলেন নিজেই অবিনাশী। বাকি সব মনুষ্য আত্মারা জনম মরণের চক্রে আসে তাই তাদের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে না। এইজন্য তাদের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান অথবা বিনাশী জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই দেবতার হা হলে সদা অমর কারণ তারা অবিনাশী পরমাত্মার দ্বারা এই অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, পরমাত্মাও এক তাই তাঁর দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞানও এক, এই জ্ঞানে দুটি মুখ্য কথা যা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এক তো এই জ্ঞানে বিকারী কলিযুগী সঙ্গ দোষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ স্লেচ্ছ খাদ্যাভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের দ্বারাই জীবন সফল হয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সকল অনুভূতির প্রাপ্তির আধার পবিত্রতা"

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা চারিদিকে নিজের রূহানী বাচ্চাদের রূহানী ফিচার্স (বৈশিষ্ট্য) দেখছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার ফিচার্সে অধ্যাত্ম ভাব রয়েছে, কারণ অধ্যাত্ম ভাবের আধার পবিত্রতা। তোমাদের সঙ্কল্পে, বোল আর কর্মে যতটা পবিত্রতা ধারণ করেছে সেই অনুসারে আধ্যাত্মিকতার ঝলকানি তোমাদের চেহারায়ে প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মণ-জীবনের বিকশিত রূপ পবিত্রতা। নিরন্তর অতীন্দ্রিয় সুখ আর সুইট সাইলেন্সের বিশেষ আধার - পবিত্রতা। পবিত্রতা যদি নশ্বর অনুক্রমে হয় তাহলে এই সব অনুভূতির প্রাপ্তিও নশ্বরক্রমে হয়। যদি পবিত্রতা নশ্বর ওয়ান হয় তাহলে বাবা দ্বারা অনুভূতির প্রাপ্তিও নশ্বর ওয়ান হয়। পবিত্রতার প্রকাশ আপনা থেকেই তোমাদের চেহারায়ে নিরন্তর দৃশ্যমান হয়। পবিত্রতার অধ্যাত্ম ভাবযুক্ত নয়ন সদাই নির্মল প্রতীয়মান হবে। নয়নে সদা রূহানী আত্মা আর রূহানী বাবার ঝলকানি অনুভব হবে। আজ বাপদাদা সব বাচ্চার এই বিশেষ তেজোময় দ্যুতি দেখছেন। বিশেষ আধার পবিত্রতা, সেই কারণে তোমরাও নিজেদের রূহানী পবিত্রতার ফিচার্স নলেজের দর্পণে দেখতে পারো। কেননা বিশেষ আধার হল পবিত্রতা। শুধু ব্রহ্মচর্য পালন করাকে পবিত্রতা বলা যায় না। কিন্তু সদা ব্রহ্মচারী আর সদা ব্রহ্মাচারী অর্থাৎ প্রতি কদমে যে ব্রহ্মা বাবার আচরণ অনুসরণ করে। তার সঙ্কল্প, বোল আর কর্মরূপী কদম ব্রহ্মাবাবার কদমে ন্যাচারালি হবে, যাকে তোমরা বোলো ফুটস্টেপ। তাদের প্রতি কদমে ব্রহ্মাবাবার আচরণ দেখা যাবে। তো ব্রহ্মচারী হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু এই মন-বাণী-কর্মের কদম ব্রহ্মাচারী হবে - এই বিষয়ে চেক করার আবশ্যিকতা আছে। আর যে ব্রহ্মাচারী তার চেহারা আর আচার-ব্যবহার সদাই অন্তর্মুখী হবে আর সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সুখী অনুভব হবে।

এক হলো সায়েন্সের সাধন আরেক হলো ব্রাহ্মণ জীবনে জ্ঞানের সাধন। সুতরাং ব্রহ্মাচারী আত্মা সায়েন্সের সাধন অথবা জ্ঞানের সাধনের আধারে সদা সুখের অনুভব করে না, কিন্তু সমস্ত সাধনকেই নিজের সাধনার স্বরূপে কার্যে প্রয়োগ করে। সাধনকে আধার বানায় না, কিন্তু নিজের সাধনার আধারে সাধনকে কার্য-ব্যবহারে নিয়ে আসে। যেমন, কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো কখনো বলে আমরা এই চাক্স পাইনি, এই বিষয়ে সহযোগিতা পাইনি। সাথে পাইনি, সেইজন্য খুশি কম হয়ে গেছে অথবা সেবার্থে নিজেদের মধ্যকার উৎসাহ-উদ্দীপনা কম হয়ে গেছে। প্রথমে প্রথমে তো অনেক অতীন্দ্রিয় সুখ ছিলো, উৎসাহ-উদ্দীপনাও ছিলো - "আমি আর আমার বাবা" আর কিছু দেখতে পাইনি। কিন্তু মেজরিটি ৫ বছর থেকে ১০ বছরের ভিতরে নিজেদের মধ্যে কখনো একরকম, কখনো একরকম অনুভব করতে থাকে। এর কারণ কী ? প্রথম বছর থেকে দশ বছরের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দশগুন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তো না ! কিন্তু কেন কম হয়ে গেছে ? তার কারণ এটাই যে, সাধনার স্থিতিতে থেকে সাধনকে কার্যে প্রয়োগ করে না। কোনো না কোনো আধারকে উল্লতির আধার বানিয়ে ফেলে আর সেই আধার নড়ে যায় তো উৎসাহ-উদ্দীপনাও নড়ে যায়। সেভাবে আধার নেওয়া কোনো থারাপ ব্যাপার নয়। কিন্তু আধারকেই ফাউন্ডেশন বানিয়ে ফেলে, মাঝখানে থেকে বাবা ছিন্ন হয়ে যান ; আধারকে ফাউন্ডেশন বানায় আর সেইজন্য বিপত্তি কী হয় ? যদি এটা হতো তাহলে এরকম হতো না, এটা যদি থাকে তবে হবে। এটা তো খুব প্রয়োজন - এইরকম অনুভব হতে থাকে। সাধনা আর সাধনের ব্যালেন্স থাকে না। সাধনের দিকে বুদ্ধি বেশি আকৃষ্ট হয়। সাধনার দিকে বুদ্ধি কম হয়ে যায়, সেইজন্য কোনও কার্যে, সেবায় বাবার ব্লেসিং অনুভব করে না। আর ব্লেসিংয়ের অনুভব না হওয়ার কারণে সাধন দ্বারা যদি সফলতা প্রাপ্ত হয়ে যায় তো উৎসাহ-উদ্দীপনা খুব ভালো থাকে আর সফলতা কম হলে উৎসাহ-উদ্দীপনাও কম হয়ে যায়। সাধনা অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণ। বাবার সঙ্গে নিরন্তর হৃদয়ের সম্বন্ধ। সাধনা তাকে বলে না যে শুধুমাত্র যোগে বসে গেলে, কিন্তু যেভাবে শরীরের সাথে বসে সেই ভাবে হৃদয়, মন, বুদ্ধি এক বাবার দিকে একাগ্র করে বাবার সাথে বসতে হবে। যদি বা শরীর এখানে বসে আছে, কিন্তু মন এক দিকে আর বুদ্ধি অন্যদিকে যাচ্ছে, হৃদয়ে অন্য কিছু আসছে তো তাকে সাধনা বলে না। মন, বুদ্ধি, হৃদয় আর শরীর এই চারের একসাথে বাবার সঙ্গে সমান স্থিতিতে যেন থাকে - এই হলো যথার্থ সাধনা। বুঝেছ ? যদি যথার্থ সাধনা না হয় তবে আবার আরাধনা চলে। আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছিলো, কখনো তোমরা স্মরণ করো কিন্তু কখনো আবার অভিযোগ করো। স্মরণে অভিযোগ করার আবশ্যিকতা নেই। যারা সাধনা করে তাদের আধার সদা বাবাই। আর যেখানে বাবা আছেন সেখানে সদা বাচ্চাদের উড়তি কলা। কম হবে না কিন্তু অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কখনো উপরে, কখনো নিচে - এতে ক্লান্তি আসে। তোমরা যে কোনও চাক্ষুণ্যকর স্থানে যদি বসো তাহলে কী হবে? ট্রেনে যখন তোমাদের খুব ঝাঁকুনি লাগে তখন ক্লান্তিবোধ হয় তো না ! কখনো খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে থাকো, কখনো মাঝখানে থাকো, কখনো নিচে এসে যাও

তো চঞ্চলতা হলো তো না ! সেইজন্য হয় ক্লান্ত হয়ে যাও অথবা বোর হয়ে যাও। তারপরে আবার ভাবো এইভাবেই চলতে হবে কী ! যতই হোক, যারা সাধনার দ্বারা বাবার সাথে, সঙ্গমযুগে তাদের সব কিছু নতুনই নতুন অনুভব হয়। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সঙ্কল্পে নবীনত্ব, কারণ প্রতি কদমে উড়তি কলা অর্থাৎ প্রাপ্তির পর প্রাপ্তি হতে থাকে। সবসময় প্রাপ্তি। সঙ্গমযুগে সবসময় অবিনাশী উত্তরাধিকার আর বরদান রূপে বাবা তোমাদের প্রাপ্তি করান। সুতরাং প্রাপ্তিতে খুশি হয় আর খুশিতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়তে থাকে। কম হওয়া সম্ভবই নয়। এমনকি, যদি মায়া আসেও তবুও বিজয়ী হওয়ার খুশি হবে, কারণ মায়ার উপরে কীভাবে বিজয় প্রাপ্ত করা যায় সেই ব্যাপারে তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছ। তাহলে যারা ১০ বছরের তাদের ১০ গুন, ২০ বছরের যারা তাদের ২০ গুন হচ্ছে? তো শুধু বলার জন্য এই রকম বলা কিন্তু বাস্তবে তো অনেক গুন হয়।

এবারে এই বছরে কী করবে? উৎসাহ-উদ্দীপনা তো বাবা দ্বারা প্রাপ্ত তোমাদের নিজেদের সম্পত্তি। বাবার প্রপাটি নিজের বানিয়েছ, তো প্রপাটি বাড়ানো হয় নাকি কমিয়ে দেওয়া হয়? এই বছর বিশেষ চার ধরনের সেবায় অ্যাটেনশন আন্ডারলাইন করো।

প্রথম নম্বর হলো - স্ব-সেবা। দ্বিতীয় - বিশ্ব-সেবা। তৃতীয় - মম্মা সেবা। বাণী দ্বারা সেবা একটা ব্যাপার, কিন্তু মম্মা সেবাও বিশেষ। চতুর্থ - যজ্ঞ-সেবা।

যেখানেই থাকো, যে সেবাস্থানেই থাকো সেই সব সেবাস্থান যজ্ঞকুণ্ড। এমন নয় যে, শুধু মধুবন যজ্ঞ আর তোমাদের স্থান যজ্ঞ নয়। সুতরাং যজ্ঞ-সেবা অর্থাৎ কর্মণা দ্বারা কিছু না কিছু সেবা অবশ্যই করা চাই। বাপদাদার কাছে সকলের তিন রকমের সেবার খাতা জমা থাকে। মম্মা-বাচনিক আর কর্মণা, তন-মন আর ধন। অনেক ব্রাহ্মণ মনে করে আমরা তো ধন দ্বারা সহযোগী হতে পারি না, ধন দ্বারা সেবা করতে অপারগ কারণ আমরা তো সমর্পিত, ধন উপার্জনই করি না, তাহলে ধন দ্বারা কীভাবে সেবা করবো? কিন্তু সমর্পিত আত্মা যদি নিজের অ্যাটেনশন দ্বারা যজ্ঞকার্যে ইকনমিকাল হয়, তাহলে যেভাবে তার ইকনমি দ্বারা যতটা ধন রক্ষিত হয়, সেই ধন তার নিজের নামে জমা হয়, এটা সুস্পষ্ট খাতা। যদি কেউ লোকসান করে তাহলে খাতায় বোঝা রূপে জমা হয় আর ইকনমি যদি করে তো সেটা তার খাতায় সঞ্চিত হয়। যজ্ঞের এক একটা কণা মোহরের সমান হয়। যদি হৃদয় দিয়ে কেউ (দেখানোর জন্য নয়) যজ্ঞের ইকনমি করে তবে তার মোহর একত্রিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিষয় হলো - যদি সমর্পিত আত্মা সেবা দ্বারা অন্যদের ধন কার্যকর করাতে তাদের উৎসাহিত করে, তাহলে তার থেকেও শেয়ার জমা হয়, সেইজন্য সকলের তিন রকমের খাতা হয়। তিন খাতার পার্সেন্টেজ ভালো হওয়া চাই। কেউ কেউ মনে করে আমি তো বাচা সেবাতে খুব বিজি থাকি। আমার ডিউটিই বাচা সেবার, মম্মা আর কর্মণাতে পার্সেন্টেজ কম হয়, কিন্তু এই বাহানাও চলবে না। বাণীর সময় যদি বাচার সাথে সমান ভাবে কর্মণা সেবাও করো তাহলে কী রেজাল্ট হবে? মম্মা আর বাচা এক সমান ভাবে সেবা হতে পারে? বাচনিক সেবা সহজ কিন্তু মম্মাতে অ্যাটেনশন দেওয়ার ব্যাপার আছে, সেইজন্য বাচনিকে তো জমা হয়ে যায়, কিন্তু মম্মার খাতা খালি থেকে যায়। আর বাচনিকে তো সবাই বাবার থেকেও দক্ষ ! দেখ, আজকালকার সব ছোট ছোটরাও বড় দাদীদের থেকে ভালো ভাষণ দেয়, কারণ নিউ ব্লাড তো না ! যদি বা এগিয়েও যাও, বাপদাদা খুশি হন। কিন্তু মম্মার খাতা খালি থেকে যাবে কারণ সব খাতায় ১০০ মার্কস আছে। শুধুমাত্র স্কুল সেবাকে কর্মণা সেবা বলা হয় না। কর্মণা অর্থাৎ সংগঠনে সম্পর্ক সম্বন্ধে আসা। এটা কর্মের খাতায় জমা হয়ে যায়। তো অনেকের তিন খাতায় অনেক পার্থক্য থাকে আর তারা খুশি হতে থাকে যে, আমি অনেক সেবা করছি, সেগুলো খুব ভালো। যদি বা খুশি থাকলেও কিন্তু খাতা খালি থাকা উচিত নয়। বাপদাদা তো বাচ্চাদের জন্য স্নেহী, তাই না? পরে আবার এই অনুযোগ করো না আমাদের ইশারাও দেওয়া হয়নি যে এরকমও হয় ! সেই সময় বাপদাদা এই পয়েন্ট স্মরণ করাবে। টি.ভি. তে চিত্র সামনে প্রদর্শিত হবে, সেইজন্য এই বছর সেবা যদি বা অনেকও করো তবুও এই তিন ধরনের খাতা আর চার ধরনের সেবা একসাথে করো। বাচার দিকে ভারী হয়ে যাবে আর মম্মা তথা কর্মণা হাল্কা হবে তাহলে কী হবে? ব্যালেন্স তো থাকবে না, তাই না ! ব্যালেন্স না থাকার কারণে উৎসাহ-উদ্দীপনাও দোলাচলে এসে যায়। এক তো তোমাদের অ্যাটেনশন রাখতে হবে, যাই হোক, বাপদাদা তোমাদের বারবার বলেন, অ্যাটেনশনকে টেনশনে বদলে দিও না। অনেক সময়ই তোমরা অ্যাটেনশনকে টেনশন বানিয়ে ফেল - এটা করো না। সহজ আর ন্যাচারাল অ্যাটেনশন যেন থাকে। ডবল লাইট স্থিতিতে অ্যাটেনশন ন্যাচারাল হয়ই। আচ্ছা !

সদা যাদের নিজেদের চেহারায় আর আচরণে পবিত্রতার রূহানিয়াতের তথা স্বচ্ছতা, সততা ও সরলতার ঔজ্জ্বল্য থাকে, সদা প্রতি কদমে যারা, ব্রহ্মাচারী শ্রেষ্ঠ আত্মা, সদা নিজের সেবার সব খাতাকে পরিপূর্ণ রাখে, সদা হৃদয়ে উল্লতির দৃঢ় সঙ্কল্প করে, সদা স্ব-উল্লতিতে নম্বর ওয়ান হওয়াতে নিজেকে নিমিত্ত বানায় - এমন আত্মারা বাবার প্রিয় আর বিশেষভাবে

ব্রহ্মা মায়ের স্নেহপ্রাপ্ত, আজ তোমরা মাতৃদিবস উদযাপন করেছ তো না ! তাইতো ব্রহ্মা মায়ের রাজকুমার বাচ্চাদের ব্রহ্মা মায়ের আর বাবার হৃদয়ের বিশেষ স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

মধুবন নিবাসীদের সাথে -

মধুবন নিবাসীদের ভালো আর গোল্ডেন চান্স প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ড্রামা অনুসারে বারবার যাদের গোল্ডেন চান্স প্রাপ্ত হয়, তাদেরকে বাপদাদা সর্বাপেক্ষা বড় চ্যাম্পেলর বলে থাকেন। সেবার ফল আর বল দুইই প্রাপ্ত হয়। বল প্রাপ্তও হচ্ছে, সেই বল সেবাও করছে এবং ফল সদা শক্তিশালী বানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচাইতে বেশি মুরলী কে শোনে? মধুবনে যারা থাকে। অন্যেরা তো মুরলী শোনে সংখ্যার গুণ্টিতে আর তোমরা সদাই মুরলী শুনতে থাকো। শোনার ক্ষেত্রে তোমরা তো নম্বর ওয়ান আর সেটা অভ্যাস করায় ? অভ্যাস করতেও ওয়ান নম্বর হও নাকি কখনো দুই নম্বরও হয়ে যাও? যারা সমীপে থাকে তাদের উপরে বিশেষ অধিকার (হুকুমত) থাকে, তাইতো বাপদাদারও বিশেষ অধিকার থাকে, তোমাদের অভ্যাস করতেই হবে আর করতে হবে নম্বর ওয়ান হিসেবে। কারও শেষে তোমাদের নম্বর থাকবে না। জমার সব খাতা হতে হবে নম্বর ওয়ান এবং পরিপূর্ণ (ফুল)। একটা খাতাও সামান্য খালি থাকা উচিত নয়। ঠিক যেমন মধুবনে তোমাদের সব প্রাপ্তি থাকে, হয় তা' আত্মিক অথবা শারীরিক, তোমাদের সবকিছু প্রাপ্তি হয় নম্বর ওয়ান, একইরকম ভাবে এটা অভ্যাস করার ক্ষেত্রে নম্বর ওয়ান হও। ওয়ানের লক্ষণ হলো সব বিষয়ে উইন করা। যদি তোমরা বিজয়ী (উইন) তাহলে তোমরা অবশ্যই ওয়ান। কখনো কখনো বিজয়ী তো নম্বর ওয়ান হতে পারবে না। আচ্ছা ! সেবার জন্য অনেক অভিনন্দন, সেবার সার্টিফিকেট তো তোমাদের অনেক প্রাপ্ত হয়েছে আর কোন সার্টিফিকেট নিতে হবে? এক - পুরুষার্থ নিজের মনপছন্দ হবে, দুই - প্রভুপছন্দ হবে এবং তিন - পরিবার-পছন্দ হবে। এই তিন সার্টিফিকেট সবাইকে নিতে হবে। এ' রকম নয় যে, একটা সার্টিফিকেট মনপছন্দের হবে আর অন্যটা না হোক। তিনটেই চাই। তাহলে বাবার পছন্দ কে ? বাবা যা বলেন সেটা যারা করে। এটা হলো প্রভু পছন্দের সার্টিফিকেট। আর নিজের পছন্দ অর্থাৎ যে হৃদয় তোমার, সেটাই বাবার হৃদয় হোক। নিজের সীমাবদ্ধ মনপছন্দ নয়, কিন্তু বাবার হৃদয় সেই আমার হৃদয়। যা বাবার মনপছন্দ তাই আমার মনপছন্দ, একে বলে মনপছন্দের সার্টিফিকেট এবং পরিবারের সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট। তো এই তিন সার্টিফিকেট নিয়েছ? যে সার্টিফিকেট পেয়েছ সে'সব ভেরিফাইও করা হয়। বড়দের থেকে ভেরিফাই করতে হবে। বাবা তো অবিলম্বে সম্মত হন কিন্তু এখানে সবার সহমত পোষণ অনিবার্য। সুতরাং যে সাথে থাকে তার থেকে সার্টিফিকেট ভেরিফাই করতে হবে। বাবা তো সর্বাধিক দয়াময় তো না ! সেইজন্য তিনি 'হ্যাঁ' বলে দেবেন। আচ্ছা, সবার ডিপার্টমেন্ট নির্বিঘ্ন রয়েছে? নিজেও নির্বিঘ্ন? সেবার সুবাস তো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তো সূক্ষ্মবতনেও ছড়ায়। এখন শুধু তিন সার্টিফিকেট ভেরিফাই করতে হবে। আচ্ছা !

ভারতবাসীর সাথে - এমন অনুভব কি তোমাদের হয় যে, তোমরা সুখদাতা বাবার সঙ্গে সুখী বাচ্চা হয়ে গেছ ? বাবা সুখদাতা তো বাচ্চারও সুখ স্বরূপ হবে, তাই না? কখনো দুঃখের তরঙ্গ আসে? সুখদাতা বাচ্চাদের কাছে দুঃখ আসতে পারে না, কারণ সুখদাতা বাবার রক্তভাণ্ডার নিজের রক্তভাণ্ডার হয়ে গেছে। সুখ নিজের প্রপার্টি হয়ে গেছে। সুখ, শান্তি, শক্তি, খুশি - তোমাদের রক্তভাণ্ডার। যা বাবার ভাণ্ডার তা' তোমাদের ভাণ্ডার হয়ে গেছে। বালক তথা মালিক হও তো না ! আচ্ছা ! ভারতও কম নয়। সব গ্রুপে এখানে পৌঁছে যায়। বাবাও খুশি হন। পাঁচ হাজার বছর ধরে হারিয়ে যাওয়া সবাইকে যদি আবার খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে কত খুশি হবে ! ১০-১২ বছরের হারিয়ে যাওয়া যদি কাউকে ফিরে পাওয়া যায় তাহলে কত খুশি হয় ! আর এতো ৫ হাজার বছর ধরে বাবা আর বাচ্চারা আলাদা হয়ে গেছে, এখন আবার সবাই একসাথে মিলেছে, সেইজন্য খুব খুশি, তাই না ! সবচাইতে বেশি খুশি কার কাছে আছে? সবার কাছে আছে, কারণ এই খুশির খাজানা এত বড় কে কত নেবে, যতই নিক, অখন্ডিত খাজানা, কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না। সেইজন্য তোমরা প্রত্যেকে অধিকারী আছো। এইরকমই তো না? সঙ্গমযুগকে কোন যুগ বলা হয়? সঙ্গমযুগ খুশির যুগ। খাজানাই খাজানা, যত খাজানা চাও নিজেদের ভরে নিতে পারো। ধনবান ভব, সর্ব খাজানা ভব-র বরদান লাভ করেছে তোমরা। সর্ব খাজানার বরদানপ্রাপ্ত তোমরা। ব্রাহ্মণ জীবনে তো খুশি আর শুধুই খুশি। এই খুশি কখনো গায়েব হয়ে যায় না তো? খাজানা মায়া চুরি করে না তো? যারা সাবধান, বুদ্ধিমান হয় তার খাজানা কখনো কেউ লুণ্ঠ করতে পারে না। যে সামান্য একটু অসতর্ক

হয় তার খাজানা লুণ্ঠ করে নেয়। তোমরা তো সাবধান, তাই না ! নাকি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ো? কেউ যদি ঘুমিয়ে যায় তাহলে চুরি হয়ে যায়, যায় না? অসতর্ক হয়ে গেছে। যদি সদা সজাগ, সদা প্রজ্জলিত জ্যোতি থাকে তবে মায়ার সাহস নেই যে রক্তভাণ্ডার লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। আচ্ছা ! যেখান থেকেই এসে থাকো সবাই পদ্মাপদম ভাগ্যবান ! এই গীত গাইতে

থাকো - সবকিছু পেয়ে গেছি। ২১ জন্মের জন্য গ্যারান্টি যে, এই ভাণ্ডার সাথে থাকবে। এত বড় গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। তো এই গ্যারান্টি কার্ড নিয়ে নিয়েছ, নিয়েছ না ! এই গ্যারান্টি কার্ড কোনো সাধারণ আত্মা দেবে না। তিনি দাতা, সেইজন্য কোনো ভয় নেই, কোনো সংশয় নেই। আচ্ছা !

বরদান:- ফলো ফাদার করে সুযোগ্য হয়ে প্রতি কর্মে প্রমাণ দিয়ে সফলতা স্বরূপ ভব
যারা ফলো ফাদার করা বাচ্চা তারাই সমান হয়, কারণ যা বাবার কদম তা' তোমাদের কদম। বাপদাদা সুযোগ্য তাদের বলেন, যারা প্রতি কর্মে প্রমাণ দেবে। সুযোগ্য অর্থাৎ সদা বাবার শ্রীমতের হাত আর সাথে অনুভব করে। যেখানে বাবার শ্রীমৎ এবং বরদানের হাত আছে সেখানে সফলতা আছেই, সেইজন্য কোনও কার্য করার সময় স্মৃতিতে এটা নিয়ে এসো যে বাবার বরদানের হাত আমাদের উপরে আছে।

স্নোগান:- হিরে তুল্য উঁচু স্থিতিতে স্থিত হয়ে কৃত কর্মই মূল্যবান কর্ম।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাইবোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের ইষ্ট দেব, দয়াময়, দাতা স্বরূপে স্থিত হয়ে ভক্তদের মনোকামনা পূরণ করার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিশ্চয় করো, আমাদের যাকিছু আছে তা বাবার, তারপর ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো তাহলেই সব পবিত্র হয়ে যাবে, তোমাদের লালন-পালন শিববাবার ভান্ডারার থেকে হবে"

*প্রশ্ন:- শিববাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত (সমর্পিত) হয়ে যাওয়ার পর কোন্ সাবধানতা অবলম্বন করা ভীষণ জরুরী ?

*উত্তর:- তোমরা যখন বলিপ্রদত্ত হয়েছো তখন সবকিছু শিববাবার হয়ে গেছে, সেইজন্য প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার রায় নিতে হবে। যদি কোনো কু-কর্ম করো তাহলে অনেক পাপ বৃদ্ধি পাবে। যে পয়সা শিববাবার হয়ে গেছে, তা দিয়ে কোনো পাপ করতে পারবে না। কারণ এক-একটি পয়সা হীরেতুল্য, একে অনেক সামলিয়ে(সুরক্ষিত) রাখতে হবে। কিছুই যেন ব্যর্থ না যায়। বাবা তোমাদের কিছু নেন না কিন্তু যে পয়সা তোমাদের কাছে আছে, তা মানুষকে কড়ি থেকে হীরে-তুল্যে বানানোর সেবায় অর্পণ করতে হবে।

*গীত:- আজ অন্ধকারে রয়েছে মানব....

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তিমার্গীদের গান। তোমরা এই গান গাইতে পারো না কারণ বলাও হয়ে থাকে, ভগবান এসে পরিচয় দাও। প্রভুই এসে নিজের পরিচয় দেন। প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান একই কথা হয়ে গেল। প্রভুর বদলে তোমরা বলা বাবা, তখন একদম সহজ হয়ে যায়। "বাবা"- শব্দটি হলো পারিবারিক। সমগ্র রচনা হলোই বাবার, তাহলে সকলেই হয়ে গেলো বাচ্চা। বাবা বলা অতি সহজ। কেবল প্রভু বা গড বলার জন্য বাবা কথাটি বোঝে না। এই বাবার ভালোবাসা অথবা বাবার সম্পত্তিও জানা যায় না। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। এই সামান্য কথাও কেউ বোঝে না। অর্ধকল্প ধরে ধাক্কাই খেয়ে যায়। বাবা এসে সেকেন্ডে পরিচয় দেন। বাবার সামনে বাচ্চারা বসেও রয়েছে, তথাপি চলতে-চলতে নিশ্চয় ভেঙে যায়। যদি পাচ্চা নিশ্চয় থাকে তাহলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আমরা হলামই শিববাবার পৌত্র, বাবার ঘরের হয়ে গেছি। মনে করে -- আমরা ব্রাহ্মণ শিববাবার ভান্ডারা থেকে ভোজন করছি। ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো, তাই ব্রাহ্মণদেরই ব্রহ্মাভোজন হয়ে থাকে। শিববাবার ভান্ডারার ভোজন হয়ে গেল, এই নিশ্চয় থাকা উচিত। আমরা হলামই শিববাবার। ছেড়ে দেওয়ার তো কোনো কথাই নেই। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম শিববাবার সন্তান। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের। ব্যবসায়ীদের হিসেব করা উচিত। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের তাহলে দাড়িপাল্লার ভার কাদের দিকে? আমাদের মধ্যে তো অবগুণ রয়েছে আর আমরা বলে থাকি যে বাবার রাজ্য আমাদের। তাহলে প্রভেদ তো রয়েছে, তাই না! তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আমাদের কাছে যাকিছু আছে তা বাবাকে দিয়ে দিই। আবার বাবা বলেন, তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো। মনে করো এ'সবই শিববাবার। নিজেকেও শিববাবার বাচ্চা মনে করে চলো, তাহলেই সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে। ঘরে যেরকম ব্রহ্মা ভোজন করা হয়। শিববাবার ভান্ডারা হয়ে যায় কারণ ব্রাহ্মণই তৈরী করে। এমনিতে তো সকলেই বলে থাকে সবই ঈশ্বরেরই দান, কিন্তু এখানে তো বাবা সম্মুখে এসেছেন। যখন আমরা তাঁর উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যাব। আমরা একবার বলিপ্রদত্ত হয়ে গেলে তখন তা শিববাবার ভান্ডারা হয়ে যায়। তাকেই ব্রহ্মাভোজন বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয় যে আমরা যাকিছু খাই তা শিববাবার ভান্ডারার। পবিত্র তো অবশ্যই থাকতেই হবে। ভোজনও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন, তাই না! দিতে হবে না কিছুই, কেবল সমর্পিত হয়ে যেতে হবে। বাবা এ'সবকিছুই তোমার। আচ্ছা, বাচ্চারা ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো। শিববাবার মনে করে থাকে যেমন শিববাবার ভান্ডারা থেকে খেয়ে থাকো। যদি শিববাবাকে ভুলে যাও তবে পবিত্র হতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমাদের ঘর-পরিবারও সামলাতে হবে। কিন্তু নিজেদের ট্রাস্টি মনে করে ঘরে বসেও শিববাবার ভান্ডারা থেকেই খাও। যাকিছু অর্পণ করা হয়ে গেছে তা শিববাবার হয়ে গেছে। কিছুই না বুঝতে পারলে তখন জিজ্ঞাসা করো। এ'রকম নয় যে শিববাবার খাজানা থেকে নিয়ে খরচ করে কোনো পাপ করে ফেলো। শিববাবার পয়সায় পুণ্যের কাজ করতে হবে। এক-একটি পয়সা হীরেতুল্য। এর মাধ্যমে অনেকের কল্যাণ হবে, সেইজন্য অনেক সামলিয়ে রাখতে হবে। কিছুই যেন বেকার না যায়, এই পয়সার মাধ্যমেই মানুষ কড়ি থেকে হীরে-তুল্য হয়ে যায়। বাবা বলেন -- আমার যাকিছু সেও তোমাদের। একমাত্র বাবা-ই আছেন যিনি নিষ্কামী। সমস্ত বাচ্চাদের সেবা করেন। বাবা বলেন -- আমি কি করবো, সবকিছু তোমাদেরই। তোমরাই রাজ্য করবে। বাচ্চারা, আমার ভূমিকাই এ'রকম যে তোমাদের সুখী করে দিই। শ্রীমতও প্রাপ্ত হতে থাকে। কোনো কন্যা যদি বিয়ে করতে চায়, বলবে জ্ঞানে না এলে ছেড়ে দাও। সন্তান যদি আস্তাকারী না হয় তবে সে উত্তরাধিকারের দাবীদারও হবে না। শ্রীমতে না চললে শ্রেষ্ঠও নয়, দাবীদারও

নয়। তারপর সাজাও ভোগ করতে হবে। বাবার আঙ্গা হলো অন্ধের লাঠি হও। তারা তো কিছুই বোঝে না। তোমরা জানো যে, আমরাও প্রথমে সম্পূর্ণ বাঁদরের মতন পতিত ছিলাম। বাবা এখন আমাদের সৈন্যদলকে নিয়েছেন। আমাদের শিক্ষা দান করে মন্দিরের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাকি সকলকে সাজা দিয়ে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেন। অসীম জগতের বাবার সবকথাই অসীমের। এ একজন রাম-সীতার কথা নয়। বাবা বসে থেকে সমস্ত শাস্ত্রের সারকথা (নির্যাসটুকু) বোঝান। মানুষ, পড়ে তো অনেক, কিন্তু বোঝে না কিছুই। তাহলে সেই পড়া যেন না পড়ার মতনই হয়ে যায়। পড়তে-পড়তে কলাগুলি আরোই কম হয়ে পতিত, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। বলে যে, পতিত-পাবন এসো। আবার গঙ্গায় দাঁড়িয়ে বলে থাকে দান করো। আরে, আমাদের তো পবিত্র হতে হবে, এরমধ্যে দানের কোন্ কথা আছে। গঙ্গার জলে দান করে। বড়-বড় রাজারা স্বর্ণমুদ্রা (আশরফী) ফেলতেন, পূজারীরা আবার জীবিকানির্বাহের জন্য কিছু না কিছু শুলিয়ে থাকে। বাবা তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য জীবন ধারণের (আজীবিকা) উপায় করে দেন। বাবা কত ভালভাবে বুঝিয়ে পবিত্র করে দেন। ভারতই পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। বাচ্চারা, বাবা বসে থেকে তোমাদের পরিচয় দেন যে তোমরা যারাই ব্রাহ্মণ হয়েছো, স্যারেন্ডার (সমর্পিত) হয়েছো তখনই তোমরা শিববাবার ভান্ডারা থেকে খেয়ে থাকো। স্যারেন্ডার না করলে আসুরীয় ভান্ডারার থেকে খেয়ে থাকো। বাবা এমন বলেন নাকি যে নিজের দায় দায়িত্ব ইত্যাদি এখানে নিয়ে এসো, তুমিই দেখভাল করো কিন্তু ট্রাস্টী হয়ে। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে তখন তোমরা শিববাবার ভান্ডারা থেকে খেয়ে থাকো। তোমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। গায়নও করে যে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ, এই ব্রাহ্মণেরাই নমঃ(নমন) করার উপযুক্ত। তোমরা জানো যে, ব্রহ্মার দ্বারা বাবা আমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ করছেন। প্রতি কল্পে বাবা এসে রাবণ-রাজ্য থেকে আমাদের মুক্ত করে সুখী বানান। ওখানে দুঃখের নামই নেই। ভারতে কত অগণিত গুরু, বিদ্বান, পণ্ডিত আছে। এক-একজন স্ত্রীর পতিও গুরু হয়। কত অধিকসংখ্যক গুরু হয়ে গেছে। কত উল্টোপাল্টা কারবার (ব্যবসা) করছে। এগ্রিমেন্ট করিয়ে নেয় যে পতিই তোমাদের সবকিছু। তার আঙ্গানুসারেই চলতে হবে। প্রথম আঙ্গা করে -- কুমারী যে পূজ্য ছিল সে হঠাৎ পূজারী হয়ে যায়। সকলের সম্মুখে মাথা নত করতে হয়। তারপরে দ্বিতীয় আঙ্গা করে -- কাম-কাটারী চালাও। তাহলে কত অন্তর হয়ে যায়। এখানে তো বাবা বলেন যে আমার সাহায্যকারী বাচ্চা চাই। ওরা পায়ে কেন পড়বে! বাচ্চারা হলো উত্তরাধিকারী। নম্রতা দেখানোর জন্য পায়ে পড়ার কোনো দরকার নেই। নমস্কার বলতে পারে। তোমরা বলো যে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে এসেছি কিন্তু মায়া সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। ছেড়ে চলে যায়। মায়া বুদ্ধিকে শেষ করে দেয়। আজ বাবা বুঝিয়েছেন, শিবের ভান্ডারা থেকে যে খেয়েছে, পান করেছে, সেই ভান্ডারা পরিপূর্ণ তো কাল-কন্টকও সব দূর হয়ে গেছে। অমর হয়ে যায়। তোমরা বলিপ্রদত্ত হয়ে গেলে তখন সবকিছু শিববাবার হয়ে যায়, এতে পাক্ষা নিশ্চয় চাই। কোনো কু-কর্ম করে ফেললে তখন বড় পাপ হয়ে যাবে। প্রতিটি পদক্ষেপে রায় নিতে হবে, লম্বা-চওড়া (বিস্তারিত) আছে। কতজনের পতন হয়। বাবা-বাবা বলে ৮-১০ বছর থাকার পরেও মায়া থাপ্পড় মেরে দেয়। বাবা বলেন -- প্রতিটি পদক্ষেপে কোথাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে পরামর্শ নাও। অনেক বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে যে আমরা মিলিটারীতে সার্ভিস করি। ওখানকার ভোজন খেতে হয়। বাবা বলেন -- করবেই বা আর কি! বাবার থেকে মত নিলে তখন রেসপন্সিবেল হয়ে যান বাবা। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, বিদেশে যেতে হবে, পার্টিতে গিয়ে বসতে হয়। যদিও নিরামিষ পাওয়া যায়, কিন্তু সেও তো হলো বিকারী, তাই না! তোমরা যেকোনো বাহানা করতে পারো। আচ্ছা, চা পান করে ফেলো। অনেক প্রকারের যুক্তি প্রাপ্ত হতে থাকে। এঁনার রাইটহ্যান্ড ধর্মরাজও বসে রয়েছেন। এইসময় প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত গ্রহণ করতে হবে। এ হলো অতি উচ্চপদ। স্বপ্নেও কারোর স্মরণে আসবে না -- আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারি। একদমই জানে না। কত হীরে-জহরতের ঘর-বাড়ী ছিল। সোমনাথ মন্দিরে কত ঐশ্বর্য ছিল, সবই উটে করে ভরে-ভরে নিয়ে গেছে। এখন এমন সময় আসছে যে কারোর ধুলোয়(মাটিতে) চাপা পড়ে যাবে.....বলাও হয়, তাই না যে -- রাম নামই হলো সত্য। সত্যিকারের উপার্জন যারা করবে তাদের হাত ভরপুর থাকবে। বাকি সকলেই খালি হাতে যাবে। বাবা বলেন -- তোমাদের জিনিস তো তোমাদের জন্যই। আমি হলাম নিষ্কামী। এ'রকম নিষ্কামী আর কেউ হয় না। এইসময় সকলকে তমোপ্রধান পতিত হবেই হবে। সম্পূর্ণ পতিত হয়ে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন যে আমার সঙ্কল্প উঠেছিল যে নতুন দুনিয়া রচনা করবো। আমি আমার ভূমিকা পালন করতে এসেছি। যারা প্রধান তারা সকলেই এমন-এমন সময়েই ভূমিকা পালন করতে আসে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো যে নলেজফুল বাবা তোমাদেরও নলেজফুল বানাচ্ছেন। পূর্বে এ'সমস্ত নলেজ ছিল নাকি। এখন তোমরা সকলের বায়োগ্রাফী জেনেছো। ধর্মস্থাপন হলো মুখ্য, তাই না! উপর থেকে ধরলে সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা, রচয়িতা। তারপর ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকর, তারপর ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। আর কেউ কি জানে যে এই জগদম্বা সরস্বতী হলেন ব্রাহ্মণী। পূর্বেও এইসময়েই ইনি তপস্যা করেছিলেন। রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখনও সেই কার্যই করছেন। এই জ্ঞানের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ (রমণ) করা উচিত। থাকতে হবে নিজের ঘরে। সকলেই তো এখানে বসে পড়বে না। হ্যাঁ, পরেও সকলেই আসবে, রইবে সেই যে বাবার সেবায় তৎপর থাকে। সে অনেক বিস্ময়কর পার্ট দেখবে। বৈকুণ্ঠের বৃক্ষ

কাছে আসতে থাকবে। বসে-বসে সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। তোমরা সম্পূর্ণ ফরিস্তা এখানেই হয়ে যাও। যে সকল মনুষ্যাত্মারা রয়েছে সকলেই শরীর পরিত্যাগ করবে। আত্মারা ফিরে চলে যাবে। বাবা পান্ডা হয়ে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এই জ্ঞানও এখনই রয়েছে। সত্যযুগে জ্ঞানের কোনো নামও নেই। ওখানে হলো প্রালব্ধ (ফলভোগ), এখন হলো পুরুষার্থ।

তোমরা পুরুষার্থ করো ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। তোমরা বোঝাতে পারো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিদের তোমরা বাবার স্মরণে থেকে ভোজন তৈরী করে খাওয়াও তাহলে তাদের হৃদয়ও শুদ্ধ হয়ে যাবে। পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মজা দেখবে। বাবা প্রতিমুহূর্তে আপন ঘর ইত্যাদি সবকিছু দেখাতে থাকবেন। শুরু-শুরুতে তোমরা অনেককিছু দেখেছো, আবার অন্তেও অনেককিছু দেখতে হবে। যে চলে যাবে সে কিছুই দেখতে পাবে না। এই বিকারগুলিকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে তবেই হীরে-জহরতে সুসজ্জিত হতে পারবে। ত্যাগ না করলে তো এত সাজতেও পারবে না। এখন তোমরা জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা সুসজ্জিত হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রকৃত উপার্জনের মাধ্যমে হাত ভরে নিয়ে যেতে হবে। অদ্বিতীয় পিতার সঙ্গে সত্যিকারের সওদা করে প্রকৃত সওদাগর(ব্যবসায়ী) হয়ে উঠতে হবে।

২) হৃদয়কে বিশুদ্ধ করার জন্য বাবার স্মরণে থেকে ব্রহ্মাভোজন বানাতে হবে। যোগ-যুক্ত ভোজন খেতে এবং খাওয়াতে হবে। বিকারগুলিকে পরিত্যাগ করে জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা সুসজ্জিত হতে এবং (অন্যদেরকেও) করতে হবে।

বরদানঃ:- সমস্ত দুশ্চিন্তা বাবাকে প্রদান করে নিশ্চিততার (বেফিকর) অনুভবকারী পরমাত্ম-প্রিয় ভব যে বাচ্চা পরমাত্ম-প্রিয় হয়, সে সদাই হৃদয়াসনে থাকে। কারোর ক্ষমতা নেই যে হৃদয়রাজের হৃদয় থেকে তাকে আলাদা করতে পারে, সেইজন্য তোমরা দুনিয়ার সামনে গর্ব করে বলে থাকো যে আমরা পরমাত্ম-প্রিয় হয়ে গিয়েছি। এই গৌরবে থাকার কারণে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও। এখন কখনো ভুল করেও বলতে পারো না যে আজ আমার মন একটু উদাস হয়ে রয়েছে, আমার মনই লাগছে না....., এই কথাই হলো ব্যর্থ কথা। "আমার" বলা অর্থাৎ মুশকিলে পড়ে যাওয়া।

স্লোগানঃ:- যেকোনো প্রকারের আলোড়নকে (শোরগোল) সমাপ্ত করার সাধন হলো -- ড্রামার উপর অটল নিশ্চয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন ভক্ত এবং বাচ্চাদের রক্ষাকর্তা ভক্ত বৎসল, পতিত থেকে পাবন বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাবার, বাচ্চাদের নয়"

*প্রশ্নঃ - প্রত্যেক কল্পে বাবার দায়িত্ব কি ? বাবা কোন্ বিষয়ে ব্যাকুল থাকেন ?

*উত্তরঃ - বাবার দায়িত্ব হলো বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানানো, সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করা । বাবারই চিন্তা থাকে যে, আমি গিয়ে আমার বাচ্চাদের সুখী বানাবো ।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নাও প্রাণী....

ওম্ শান্তি । এ কথা কে জিজ্ঞাসা করছেন ? বাবা, যাঁকে অলমাইটি অথরিটি বলা হয় । বাবার মহিমা তো করা হয় বা তাঁকে লিবারেটর, গাইডও বলা হয় । তিনিই সকলের সদগতি করেন । তিনি সকলের দুঃখহতা - সুখকর্তা । আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি পরমধামে থাকেন কিন্তু অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে মানুষ বলে দিয়েছে, তিনি সর্বব্যাপী । সব ভক্তরা হলো বাচ্চা আর ভগবান হলেন বাবা । বাচ্চাদের তো অবশ্যই এ কথা বোঝা উচিত যে, দুঃখহতা - সুখকর্তা হলেন আমাদের বাবা । তাঁর নামে মহিমা আছে যে, তিনি ভক্ত বৎসল । এই নাম কোনো গুরু - গোঁসাইকে দেওয়া যাবে না । এখন বাচ্চা আর ভক্ত তো অনেকই আছে আর তাদের উপর দয়া করেন একমাত্র বাবা । এক বাবা এসেই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সুখ, শান্তি প্রদান করেন । তিনি একথাও বোঝান যে, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যকে বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ বলা হয় । এই সময় হলো কলিযুগ, তাই বাবার কতো ব্যাকুলতা থাকে । লৌকিক বাবাও উদ্বিগ্ন থাকেন । ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । তোমাদের জানা উচিত যে, সমস্ত ভক্তদের কল্যাণকারী একমাত্র বাবাই, তাঁরই চিন্তা থাকে যে, আমি গিয়ে বাচ্চাদের সুখী করবো । মানুষের উপর যখন বিপদ আসে তখন সবাই ভগবানকে স্মরণ করে, ডাকতে থাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা, বাঁচাও । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন । বাবা বলেন, আমার কি মনে হবে না যে, এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে আমি গিয়ে সবাইকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানাবো । এ তো আমার প্রতি কল্পের দায়িত্ব । যদিও এই সময় সকলেই ডাকতে থাকে, কিন্তু সেই প্রেম নেই । তোমরা এখন সমস্ত ড্রামার রহস্য বুঝে গেছো বাবা বলেন, আমি তোমাদের পাবন বানাতে এসেছি । আমার এই কথা তোমরা সঠিক ভাবে শোনো তো । সন্ন্যাসীরাও এই বিকারকে ত্যাগ করেন । তাদের হলো জাগতিক সন্ন্যাস । আমাদের হলো সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার অসীম সন্ন্যাস । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা প্রত্যক্ষ ভাবে আছে, তাই না । বোর্ডও লাগানো আছে । বাবার কতো সন্তান, সকলেই বলে মাশ্বা - বাবা । গান্ধীকেও ফাদার অফ নেশন বলা হয় । তিনিও ভারতের ফাদার ছিলেন, কিন্তু তাকে তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার ফাদার বলা হবে না, তাই না । সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা তো একজনই । সেই বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, তোমরা একে জয় করো । এতে কোনো সুখ নেই । মানুষ পবিত্র দেবী - দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা কেবল বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হও, তাহলে আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য কায়া কল্পতরু করে দেবো । এ খুবই সহজ, কিন্তু মায়া এমনই যে হারিয়ে দেয় যদিও চার - পাঁচ মাস পবিত্র থাকে কিন্তু তারপর আবার কোমর ভেঙ্গে যায় । তোমরা জানো যে, বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবারও বোঝাচ্ছেন । কৌরব - পাণ্ডবদের ভাই - ভাই দেখানো হয় । তারা অন্য গ্রাম বা দেশে নয়, পতিত পাবন বাবা এই অবিনাশী ভারত ভূখণ্ডেই আসেন । এ হলো তাঁর জন্মভূমি । শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । নিরাকার শিব পরমাত্মা এখানেই জন্ম নেন, তাঁর নাম শিব । তাঁর তো শরীর নেই । আর সকলের, এমনকি ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও চিত্র আছে । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন এক ভগবান, যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন ? কখন আসেন ? একথা কেউই জানে না । এই ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । সবথেকে বড় মন্দিরও এখানেই আছে, সেখানেও লিঙ্গ রেখে দেওয়া হয়েছে । তোমাদের বোঝানো উচিত যে, শিব বাবা অবশ্যই আসেন । শরীর ব্যতীত তো কিছুই হয় না । সুখ - দুঃখ আত্মা শরীরের সঙ্গেই ভোগ করে । আত্মা যদি আলাদা হয়ে যায়, তখন কিছুই করতে পারে না । শিব বাবাও অবশ্যই কিছু করেছিলেন । তিনি পতিত পাবন, কিন্তু তিনি কিভাবে এসে সবাইকে পাবন বানান, এ কেউই জানে না । বাবা এখন সাধারণ তনে প্রবেশ করে এই অভিনয় করেন । এমন গায়নও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । তাহলে পতিত দুনিয়াতে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন ? পরমাত্মা স্বয়ং বলেন, আমার তো কোনো শরীর নেই । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । আমার নাম হলো শিব । তুমি এসে আমার হও, তখনই তোমার নাম পরিবর্তন হয় । সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তখন তাদেরও নামের পরিবর্তন হয় বাবা এখন সম্মুখে এসেছেন । ঈশ্বর, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো,

চলতে - চলতে তোমরা তাঁকেও ভুলে যাও । সন্ন্যাসীরা তো সুখকে স্বীকার করেন না, তারা তো সুখকে কাক বিষ্ঠার সমান মনে করেন । স্বর্গের নাম তো উজ্জ্বল । কারোর মৃত্যু হলে মানুষ বলে দেয় যে, স্বর্গে গেছেন । নতুন দুনিয়াকে সুখধাম আর পুরানো দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয় । বাবা এতো বোঝান, তাহলে আমাদের তো তাঁর মতে পূর্ণ রূপে চলা উচিত । বাবা এসেছেন সকলকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দান করতে । বাবার পাট্ট হলো বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দান করা । নিরাকার বাবার থেকে কিভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাও তোমরাই জানো । আমার পরিচয় তোমরা কার কাছ থেকে পেয়েছো ? ভগবান উবাচঃ । আমি কি কৃষ্ণ ? আমি কি ব্রহ্মা ? তা নয় । আমি তো সমস্ত আত্মাদের নিরাকার বাবা । ওরা নিজেদের গুরু বলে । ওখানে তো বাবা পায় না, টিচারও পায় না, চট করে গুরু পেয়ে যায় । এখানে হলো নিয়মমাত্তিক জ্ঞান । এখানে তোমাদের বাবা, টিচার এবং গুরু আমি একজনই । তোমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে, সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াকে কিভাবে পাবন বানাই । তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদানকারী বাবার মতে প্রতি পদে চলতে থাকো । মায়া খুবই প্রবল । বাবা - বাবা করতে থাকে, পড়তেও থাকে, তবুও 'অহো মায়া !' মায়ার বশীভূত হয়ে বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাই বলা হয়, তোমরা সাবধান থেকে । বাবাকে বাচ্চারা ছেড়ে দিলে বাবা তো বলবেন - আমি তোমাদের এতো পালনা করলাম, তাও তোমরা আমাকে ছেড়ে দিলে । এখানে তো অন্যদের সেবা করতে হবে, তাদের নিজের তুল্য করে তোলার জন্য । এই সাহায্য তোমরা আমাকে করবে না ? আমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা নাম বদনাম করে দাও । কতো মুশকিল হয় । অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয় । এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন উৎপন্ন হয় । মায়া কতো তুফান এনে উপস্থিত করে । ভক্তিমার্গে এমন হয় না ।

বাবা বলেন - তোমরা সচেতন বাচ্চারা, তোমরা আমার মতে চলো । নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখা উচিত, আমরা কোনো বিকর্ম করি নি তো । বাবার হয়ে সামান্য বিকর্মও যদি করো, তাহলে শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হয় । তোমরা অনেক ক্ষতি করে ফেলো । দেখতে হবে যে, আমরা নিজের খাতা জমা করছি, নাকি করছি না । মায়ার ভূতকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত । এমন অবস্থা হলেই হৃদয়ে বিরাজ করতে পারবে আর তখনই সিংহাসনেও আসীন হতে পারবে । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, আমাদের আসন কেমন হবে । শিব বাবার মন্দির তৈরী করো তাহলে তোমাদের মহল কতো সুন্দর আর উচ্চ হবে । আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, তোমাদের কাছে অগাধ ধন থাকবে । এরপর তোমরা আমার মন্দির বানাও । সমস্ত ধন তো মন্দির বানাতে লাগবে না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম । ওখানে বিশ্ব মহারাজকে ধন দাতা বলা হবে, তিনি ভক্তি মার্গে কতো বড় মন্দির বানিয়েছিলেন । তোমরাও বানাও । ওখানে দ্বাপর যুগে সমস্ত রাজাদের নিজস্ব মন্দির থাকে । প্রথম - প্রথম শিবের মন্দির তৈরী হয়, তারপর অন্য দেবতাদের মন্দির তৈরী হয় । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের কতো সত্য সমাচার শোনান । বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়াতে খুব খুশী হওয়া উচিত । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পুরুষার্থের দ্বারা আমরা এমন তৈরী হবো, তাহলে শ্রীমতে কেন চলো না । তোমরা কেন ভুলে যাও । এ তো কাহিনী । ঘরে মিত্র - সম্বন্ধীরা গল্প গাঁথা শোনায় । বাবাও তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের কাহিনী শোনান । তোমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই বিশ্বের মালিক ছিলে । বাবা রোজ এই কাহিনী শোনান । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়ে যাও । রাজ্য - ভাগ্য নেওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত তৈরী করো । এ হলো সত্যনারায়ণের কাহিনী । এই কাহিনী তোমরা শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে অমর বানানোর জন্য । এরপর ভক্তিমার্গে কথা শোনাতে হবে । এরপর সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে এই জ্ঞান ভুলে যাবে । বাবা কতো সাধারণ ভাবে চলেন । তিনি বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবক । তোমরা যখন দুঃখী হও, তখন আমাকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাও । পতিতকে পাবন বানাও । মানুষ তো বুঝতেই পারে না । তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদের পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন, তাই বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় । তোমাদের উচ্চ সার্ভিস করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ঘরে ফিরে যেতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রোজ নিজের মন রূপী দর্পণে দেখতে হবে যে, কোনো বিকর্ম করে নিজের বা অন্যের ক্ষতি করছি না তো । সচেতন হয়ে বাবার মতে চলতে হবে, ভূতকে তাড়াতে হবে ।

২) বাবা যে সত্য সমাচার বা কাহিনী শোনান, তা শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে ।

- *বরদান:-* প্রতি মুহূর্তে নিজের মনে বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়িয়ে দূত সঙ্কল্পধারী ভব
 স্নেহের কারণে যেমন প্রত্যেকেরই হৃদয়ে আসে যে, আমাকে বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতেই হবে। তেমনই নিজের
 সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের দ্বারা হৃদয়ে প্রত্যক্ষতার ঝান্ডা ওড়াও, সদা খুশীতে থেকে নৃত্য করো, কখনো খুশী,
 কখনো উদাস, এমন নয়। এমন দূত সঙ্কল্প অর্থাৎ ব্রত ধারণ করো যে, যতক্ষণ বাঁচবো, ততক্ষণ খুশীতে
 থাকবো। মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা, আমার বাবা - এই গীত যেন অটোমেটিক বাজতে থাকে, তাহলে
 প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়তে থাকবে।
- *স্লোগান:-* বিঘ্ন বিনাশক হতে হলে সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হও

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য --- "পরমাত্মা হলেন সুখ দাতা, নাকি দুঃখদাতা?"

এ তো সকল মানুষই জানে যে, ভাগ্য বানান একজনই, পরমাত্মা। কথিত আছে যে - ভাগ্য বিধাতা, একবার সামনে তো এসো -- তাই এই সমস্ত মহিমা বা গায়ন এক পরমাত্মার। এতো বুঝেও যখন কোনো কষ্ট আসে, তখন দুঃখী হওয়ার কারণে বলে দেয়, এই দুঃখ - সুখ, ভালো - মন্দ, এই ভাগ্য পরমাত্মাই বানিয়েছেন। এরপর বলে, প্রভুর দান এইসব ভালোভাবেই ভোগ করবো। এতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবো, এখন প্রভুর দেওয়া ফলও তাদের সম্পূর্ণ ভালো থাকতে দেয় না। কিন্তু মানুষের এতটুকু বুদ্ধিও নেই যে, আমি পরমাত্মাকে এই দোষ কেন দিচ্ছি? এই দোষ তো একমাত্র মানুষের নিজেদের। মানুষ যা কর্ম করে, তা ভোগ করতে হয়। তাই প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারেই ফল ভোগ করে। কেউ যদি শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, তখন সে সুখ ভোগ করে আর কেউ ব্রষ্ট কর্ম করলে দুঃখী হয়। এখন সেই ফলকেও মিষ্টি করে নিয়ে ভোগ করার জন্য মানুষের প্রথমে বোধ আসা প্রয়োজন, তাই পরমাত্মা এসে নিজেই জ্ঞান আর যোগ শেখান। এখন এই নিয়ম আছে যে, যারা মায়ার সাথে ছেড়ে পরমাত্মার সাথে গ্রহণ করে, মায়া কিন্তু তাদের পিছু ছাড়ে না, বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে। এখন পরমাত্মার সঙ্গে থেকে যা কিছুই সহ্য করে, সেই ভোগও মিষ্টি লাগে। তিনি আমাদের মাইট আর লাইট প্রদান করেন। এখন পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের বিগড়ে যাওয়া ভাগ্য আমি তৈরী করে দিই, আমিই তো ভাগ্য বিধাতা। বাকি সব কিছু মানুষ নিজেরা বিস্মৃত হয়, তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই বিগড়ে দেয়। কিন্তু যে মানুষ আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভোগ করে, তাদের দায়িত্ব আমার। এখন তাও তখনই হবে, যখন এমন বলবে যে, পরমাত্মা তোমার আমার মতি এক। যতই দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ যা কিছুই বলুক না কেন, কিন্তু তাদের পূর্ণ নিশ্চয় থাকবে যে, আমাদের পড়ান স্বয়ং পরমাত্মা, আমরা তাঁর কাছে সওদা করেছি, এখন কারোর পরোয়া করি না। তাই তো বলা হয় -- পরোয়া একমাত্র পার ব্রহ্মের, তাঁকে আমি পেয়েছি -- পরমাত্মা এখন বলছেন, যে কেবল আমার কথা শোনে, আর আমাকেই দেখে, এমন সিঁড়িতে যে চরণ রেখেছে, তাদের যদিও বা মায়ার ঢেউ হেলিয়ে দেয়, কিন্তু যার সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়ে গেছে, সে প্রভুর হাত কখনোই ছাড়বে না। বাকি এমন যেন না হয় যে, সামান্য মায়ার ঢেউ এসে গেলো, আর নিজের ভাগ্যে গণ্ডি টেনে দিলো। ভাগ্যকে বিগড়ে দেওয়া আর বানানো, এ মানুষেরই হাতে। আচ্ছা -- ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে খুশি নিজে প্রাপ্ত করেছে, তা সকলকে দিতে হবে, তোমাদের সুখ-শান্তি বন্টনের কর্তব্য করতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের এই অসীম ড্রামার প্রতিটি দৃশ্য খুবই পছন্দের - কেন ?

*উত্তর:- কেননা স্বয়ং ক্রিয়েটরের (রচয়িতা) এই ড্রামা পছন্দ। যখন ক্রিয়েটরের পছন্দ তখন বাচ্চাদেরও অবশ্যই পছন্দ হবে। তোমরা কোনো কথাতেও অভিমান করতে পারবে না। তোমরা জানো যে এই দুঃখ-সুখের নাটক অনেক সুন্দর ভাবে তৈরী করা হয়েছে। এতে হার-জিতের খেলা চলতেই থাকে, একে খারাপ বলা যাবে না। দিনও ভালো তাই রাতও ভালো..... এই ড্রামাতে যে পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, খুশি মনে যারা সেই পার্ট প্লে করে তারা অনেক আনন্দে থাকে। এই অবিনাশী নাটকের নলেজ সুমীরণকারী সর্বদা প্রফুল্লিত থাকে। বুদ্ধি ভরপুর থাকে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন....

ওম্ শান্তি । বাস্তবে স্কুলে কোনো গান গাওয়া হয় না। এটা হলো পাঠশালা। তাও এখানে গান কেন গাওয়া হয় ? সত্যযুগে তো এই গান গাওয়া হয় না। এখন আমরা সকলে বসে আছি সঙ্গমে, এইজন্য ভক্তি, গান ইত্যাদির দ্বারা তার অর্থ বোঝানো হয়, মানুষ তো অর্থ বোঝে না। এখন আমরা না এখানে আছি, না ওখানে আছি। মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছি, তাই এর সামান্য আধার নেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদেরকে জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য তো বোঝানো হয়েছে। এই সময় তোমরা জ্ঞান শুনছো, ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে কেউ প্রালব্ধ বানাবে, এইরকম কোনো মানুষ নেই। তোমরা পুরুষার্থ করছো - ভবিষ্যতের নূতন দুনিয়ার জন্য। মানুষ দান পুণ্য ইত্যাদি করে থাকে পরবর্তী জন্মের জন্য। সেটা হলো ভক্তি, এটা হলো জ্ঞান, কেউ কেউ বলেও থাকে জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীদের হল সীমিত জগতের বৈরাগ্য। তোমাদের হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। তারা ঘর-গৃহস্থের থেকে বৈরাগ্য দিয়ে থাকেন, দুনিয়া থেকে নয়। ওরা জানেই না যে এই সৃষ্টি তমোপ্রধান জড়াজীর্ণ হয়ে গেছে, এর বিনাশ হবেই, কেননা কল্পের আয়ু অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বসে বোঝান, বুদ্ধিও বলে যে এই কথাটি হল সম্পূর্ণরূপে সঠিক। প্রধান বিষয় হল পবিত্রতার, তারজন্যই তারা ঘর-গৃহস্থ পরিত্যাগ করে। তোমরা সমগ্র পুরাতন দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ভুলে যাও। তোমরা পবিত্র হচ্ছে পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। তোমাদের যাত্রা হল বুদ্ধির। কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোথাও যাওয়ার (যাত্রা করবার) দরকার নেই, তোমাদের শারীরিক কোনো কিছুই চলে না। এখন আমরা আত্মিক বাবার কাছে যাই। ওটা হল দৈহিক যাত্রা, সেই যাত্রা তো অনেক আছে, কখন কোথায় যায় আবার কখন কোথায়। তোমাদের বুদ্ধি একের দিকেই থাকে। একে অব্যভিচারী ভক্তিও বলা যেতে পারে। তোমরা এক-কেই স্মরণ করো। ওদের সকলের ভক্তি হল ব্যভিচারী। অনেককেই স্মরণ করে থাকে। তোমাদের হল অব্যভিচারী রূহানী যাত্রা, যার দ্বারা আমরা ফিরে যাচ্ছি নিজের ঘরে। ওরা নির্মাণধামকে ঘরও মনে করবে না। বলে পার নির্বাণে গেছে। তোমরা জানো যে ওখানে আমরা আত্মারা বাবার সাথে থাকি। এখন বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। ওরা মনে করে আমরা সকলে হলান্ন গ্ৰন্থের রূপ। অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে থাকে, এখানে তোমাদেরকে সেগুলির কোনো কিছুই শেখানো হয় না। তোমাদেরকে তো এই কর্ম-কাণ্ড থেকেও সন্ন্যাস দেওয়ানো হয়। এগুলি হলো সব ভক্তির কর্মকাণ্ড। যেমন প্রভুর গতি মতি হল সম্পূর্ণ পৃথক। সর্বপ্রথমে তোমাদেরকে অঙ্কের সম্বন্ধে শেখানো হয়। বাবা স্বয়ং দালাল রূপে আসেন। গায়নও আছে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। তোমাদের ভক্তির প্রতি কোনো ঘৃণা নেই। কারোর প্রতিই ঘৃণা আসে না, যখন জানে যে ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। হ্যাঁ, বোঝানো অবশ্যই হয় যে এই পুরাতন নোংরা দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। যখন ভক্তিতে ছিলে তখন ভক্তির সাথে ভালোবাসা ছিল। গান ইত্যাদি শোনার ফলে আনন্দ হতো। এখন বোঝা যায় যে সেগুলো কোনো কাজের ছিল না। শুনলে কোন আপত্তি নেই কিন্তু জেনে গেছি, এগুলিও হল ভক্তির আধার। এখন আমাদের ভক্তির সাথে বুদ্ধিযোগ ছিল হয়ে জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। জ্ঞান আর ভক্তি উভয়ই তোমরা জানো। মানুষ যতক্ষণ না জ্ঞানপ্রাপ্ত করছে ততক্ষণ ভক্তিতেই অনেক ভালভাবে বুঝতে পারে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ভক্তি করে এসেছি। ভক্তির সাথে আমাদের স্নেহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকেছে। এখন আমাদের বুদ্ধিতে আছে এই দুঃখ-সুখ হার-জিত সবই হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। তাই ওদের উপরে দয়া হয়, যেন ওরাও রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে, তাহলে বাবার উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত করতে পারবে। সিন্ধবৃত্তি (বিদেশে গিয়ে যে সব সিন্ধ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছে) যখন দেখে অমুক জায়গায় ব্যবসা ভালো চলছে, তখন

নিজের মিত্র সম্বন্ধীদের রায় দেয় যে অমুক জায়গায় চলো, ওখানে উপার্জন অনেক ভালো হবে।

তোমরা জানো যে, এই রাবণ রাজ্যে দুঃখ-ই দুঃখ। মানুষ এটাই জানে না জ্ঞান কি। সাধু-সন্তরাও জানে না যে এই জ্ঞানের দ্বারা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করা যায়। জিজ্ঞাসা করে এই জ্ঞানের দ্বারা কি প্রাপ্তি হয় ? তাই লেখা হয় সুখ আর শান্তি উভয়ই প্রাপ্ত হয়, তাও আবার অবিনাশী। কারও সুখ-শান্তির ব্যবসা হাতে এসে যায় তো তখন তাতে নিযুক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ কায়িক পরিশ্রমের সার্ভিসও কিছু সময়ের জন্যও করতে হয়। সংস্কার সময়ও সকালে এবং সন্ধ্যায় হয়ে থাকে। মায়েদের সংসারের বন্ধন থাকে তাই তাদের জন্য দিনের বেলায় রাখা হয়। সকাল বেলায় সময় হল সব থেকে ভালো। ফ্রেশ মাইন্ড থাকে। যা যা শোনো তাকে ধারণ করে উগরিয়েও দিতে হবে। জগতের কারোরই জানা নেই যে, নিরাকার পরমাত্মাও পড়াতে আসেন। ভগবানুবাচ - তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে আমি নর থেকে নারায়ণ বানাই। এই যোগ অতি সুখ্যাত। মানুষ বিনাশী ধনের দান পুণ্য করে, পরের জন্মে রাজ পরিবারে ভালো জন্ম হয়। এখানে তো তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাচ্ছে। তোমরা সব কিছু দান করে থাকো ২১ জন্মের জন্য। তখন আর কোনো পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে না। পদ ফিঞ্চড হয়ে যায়। এখন তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকে নিচ্ছে। সেইজন্য বাবা বলেন, ভালো ভাবে পঠন-পাঠন করো যাতে জন্ম-জন্মান্তর রাজা হতে পারো। প্রথম জন্মই হবে সুউচ্চ। প্রজারাও উচ্চ মর্যাদা পাবে। রাজত্বে তো দাস - দাসী সবেই প্রয়োজন। যত পড়বে, মহাদানী হবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাবাও হলেন মহাদানী। সকলকে বিত্তবান বানিয়ে দেন। সুখ এবং শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সবার প্রথমে সুখেই আসে। সকলেই সুখী থাকত কেননা প্রথম কাল হল সত্যপ্রধান তারপর রজঃ তমঃতে আসে। তাদের পার্ট হল আলাদা, আমাদের পার্ট হল আলাদা। যারা এই ধর্মের, তাদেরই স্যাপলিং (চারার বসে) লাগে। তোমরা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সাথে সাথেই বুঝতে পেরে যাবে যে এ এই ধর্মের নাকি নয়।

বাচ্চারা তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে থাকো যে, বাবা নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, তো ভারতই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল। তারপর হারিয়ে ফেললে। ড্রামা অনুসারে উত্তরাধিকার নিতেও হবে আবার হারাতেও হবে। এই চক্র চলতেই থাকে। এই সময় আমরা উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছি, পুনরায় আবার প্রাপ্ত করছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বের কথা তো কারোরই জানা নেই। সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজত্ব কবে আর কীভাবে প্রাপ্ত করেছিল ? যেমন তারা কৃষ্ণকে সামনে এনে লক্ষ্মী-নারায়ণকে অদৃশ্য করে দিয়েছে আর আমরা তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণকে সামনে রেখে কৃষ্ণকে পরে রাখি। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেনই সত্যযুগের, নারায়ণ বাচ তো হওয়াই সম্ভব নয়। বাবা বলেন আমি আসিই সঙ্গমযুগে। লক্ষ্মী-নারায়ণ নিশ্চয়ই পূর্ব জন্ম সঙ্গমযুগেই নিয়েছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য প্রদানকারী নিশ্চয়ই কেউ থেকে থাকবে। ভগবানই দিয়েছিলেন। এই সময় তোমরা একেবারেই বেগার (ভিক্ষারি) হয়ে তারপরে প্রিন্স হয়ে যাও। প্রিন্সের তো নিশ্চয়ই রাজা মহারাজার কাছে জন্ম হবে। এখনও কোনো কোনো ভালো রাজা রয়েছে যারা অত্যন্ত প্রজাবৎসল। এখন তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখছি। যার দ্বারা আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। আমাদের এই নিশ্চয় রয়েছে, কেননা এ হল অনাদি ড্রামা। হার আর জিতের খেলা। যেটা হচ্ছে সেটা ঠিকই হচ্ছে। ক্রিয়েটরের কি ড্রামা পছন্দ হবে না ? অবশ্যই পছন্দ হবে। তবে ক্রিয়েটরের বাচ্চাদেরও পছন্দ হবে। আমরা কাউকেই ঘৃণা করতে পারি না। তারা তো মনে করে ভক্তির পার্ট ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। সমগ্র ড্রামাই হল উত্তম। খারাপ ড্রামা কেন বলা হবে ! ড্রামার রহস্য বুদ্ধিতে রয়েছে, যা তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে থাকি। এখন ড্রামার পার্ট সম্পূর্ণ হবে। এখন পুরুষার্থ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা বলেন এ সব হল আসুরিক সম্প্রদায়। এতে ঘৃণা করার কোনো ব্যাপারই নেই। ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আর আসুরিক সম্প্রদায়েরই তো এই খেলা। তারা কী নিজেদেরকে দুঃখী মনে করে নাকি। ভক্তি করতে থাকে আর মনে করে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন। ঘরে বসেই কোনো না কোনো রূপে ভগবান এসে দেখা দেবেন। আর সন্ন্যাসীরা মনে করে আমরা আপনিই নির্বাণধামে চলে যাব। নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা তারা তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয় আর মনে করে আমরা লীন হয়ে যাব। দুনিয়াতে অনেক মত রয়েছে। বাবা এসে এক মতের কথা বলেন। তিনি বোঝান যে, এই ড্রামা অনাদি পূর্ব রচিত। খুবই সুন্দর নাটক তৈরি হয়ে রয়েছে। তাহলে তো সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত। দিনও ভালো তেমনি রাতও ভালো। খেলা যে। তোমরা জানো যে এখন রাত শেষ হবে। আমাদের দিনে এসে উচ্চ পদ পেতে হবে। অসন্তোষ কেন আসবে। ড্রামাতে যে পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে সেটা তো প্লে করতেই হবে। খুব সুন্দর ড্রামা, একে খারাপ বলতে পারি না। এই খেলা কখনোই বন্ধ হয় না, অত্যন্ত ফাস্ট ক্লাস এই খেলা। একে জানার ফলে বুদ্ধি ভরপুর হয়ে গেছে। যেমন বাবা হলেন নলেজফুল তেমনিই বাচ্চারাও হল নলেজফুল। কত সময় সুখ, কত সময় দুঃখ পেতে হবে এও তোমরা সব কিছু জেনে গেছ। তবেই তো বলা হয় বাঃ প্রভু তোমার লীলা ! প্রভুর রচনা অবশ্যই ভালোই হবে। তাকে খারাপ কেউই বলতে পারবে না। ড্রামাতে যে পার্ট

প্রাপ্ত হয়েছে, তা তো পালন করতেই হবে। এই খেলা কখনো বন্ধ হওয়ারই নয়। একে জানলে মজাই মজা আসতে থাকে। ভক্তিতে সত্যযুগী রাজত্বের বিষয়ে কিছু জানাই নেই। আবার সত্যযুগী রাজত্ব ভক্তির বিষয়ে কিছু জানাই থাকে না। ভক্তিতেও কত সুন্দর গীত গেয়ে থাকে যে, হে প্রভু তোমার লীলা কতো সুন্দর ! তোমরা এই অনন্ত নাটককে তো জানো। তারপর যে পদ প্রাপ্ত হয়, তাকে দেখেও খুশি হতে থাকো। মানুষ নাটক দেখে খুশি হয়, তাই না! ওখানে নানান ধরনের নাটক হয়ে থাকে। এখানে একটাই নাটক হয়। এই নাটককে জানলে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। কতখানি ওয়ান্ডারফুল কথা ! বাবার থেকে তোমরাই জেনেছো। এই সব কথার মধ্যে রমণ করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে ২ - ৩ ঘন্টা বের করেও মানুষ নাটক দেখতে যায়। সেই বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় কি ? বুদ্ধিতে বসে যায়। সেই রকমই এও হল অবিনাশী নাটক, এটাকে কি কখনো ভোলা উচিত ? এই চক্রের স্মৃতি তো একেবারেই সহজ। একে আর কেউই জানে না। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা জানো আর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখেও থাকো। পরে গিয়ে আরো অনেক সীন সীনারি দেখতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা বাচ্চারা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান মহাদানী হতে হবে। সবাইকে সুখ শান্তির উত্তরাধিকার দিতে হবে। জ্ঞানকে ধারণ করে তারপর উদ্ধার করতে হবে।

২) অবিনাশী নাটককে দেখে সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে। প্রভুর লীলা আর এই ড্রামা কতো বিচিত্র - এর সুমীরণ অর্থাৎ মনন করে আনন্দে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- পুরুষার্থের সাথে যোগে প্রয়োগের বিধির দ্বারা বৃত্তি গুলিকে পরিবর্তনকারী সদা বিজয়ী ভব
পুরুষার্থ ধরনী প্রস্তুত করে, সেটাও জরুরী। কিন্তু পুরুষার্থের সাথে সাথে যোগের প্রয়োগের দ্বারা সকলের বৃত্তিকে পরিবর্তন করো তো সফলতা সমীপে দেখতে পাওয়া যাবে। দৃঢ় নিশ্চয় আর যোগের প্রয়োগের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধিকে পরিবর্তন করতে পারো। সেবাতে যখন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিজয় যোগের প্রয়োগের দ্বারাই হয়েছে। সেইজন্য পুরুষার্থের দ্বারা ধরনী প্রস্তুত করো, কিন্তু বীজকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য যোগের প্রয়োগ করো। তবে বিজয়ী ভব'র বরদান প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ:- সেবার দ্বারা পুণ্যের পুঁজি সঞ্চয়কারীই হল পুণ্যাত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে থাকা - হল খুব মিষ্টি টোলি (প্রসাদ), যা অন্যদেরও ভাগ করে দাও অর্থাৎ অল্ফ আর বে (বাদশাহী) এর পরিচয় দিতে থাকো"

*প্রশ্ন:- স্থায়ীভাবে স্মরণে থাকার বিধি কোনটি ?

*উত্তর:- স্থায়ী স্মরণে থাকতে হলে দেহ সহ দেহের যেসব সম্বন্ধ আছে তাকে ভুলে যাও। চলতে-ফিরতে, উঠতে বসতে স্মরণে থাকার অভ্যাস করো। যদি যোগে বসে লাল লাইটও স্মরণে আসে যোগ ছিল হয়ে যাবে। স্থায়ী স্মরণ থাকবে না। যদি কেউ বিশেষ ভাবে যোগ করানোর কথা বলে, তারও যোগ লাগতে পারে না।

*গীত:- রাতের পথিক....

ওম্ শান্তি । এখন হচ্ছে যোগের কথা কেননা এখন রাত। কলিযুগকে রাত বলা হয়, দিন বলা হয় সত্যযুগকে। তোমরা এখন কলিযুগের রাত থেকে সত্যযুগের দিনে যেতে চলেছ সেইজন্য রাতকে ভুলে গিয়ে দিনকে স্মরণ করো। নরক থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিতে হবে। বুদ্ধি বলছে এটাই প্রকৃত নরক আর কারো বুদ্ধি একথা বলে না। আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি আছে। আত্মা এখন জেনেছে যে বাবা এসেছেন রাত থেকে দিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন হে আত্মারা তোমাদের স্বর্গে যেতে হবে। কিন্তু প্রথমে শান্তিধাম যেতে হবে তারপর স্বর্গে আসতে হবে। তোমরা হলে যোগী, প্রথমে পরমধাম ঘরের, পরে রাজধানীর। মৃত্যুলোক অর্থাৎ রাত শেষ হতে চলেছে। এখন যেতে হবে দিনে একেই ঈশ্বরীয় যোগ বলা হয়। নিরাকার ঈশ্বর আমাদের যোগ শেখান অথবা আমরা আত্মাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ (engagement) করিয়ে থাকেন। এ'হলো আত্মিক যোগ, লৌকিকে শারীরিক যোগ করানো হয়। বাচ্চারা তোমাদের এক জায়গায় বসে যোগ করতে হবে না। মানুষ যেমন নিজে বসে তেমনই সবাইকে বসা শেখায়। এখানে তোমাদের বসা শেখানো হয় না। তবে হ্যাঁ সভায় নিয়মানুযায়ী বসতে হবে। যোগ করতে যেভাবেই বসুক, চলতে-ফিরতে এমনকি শুয়েও যোগযুক্ত হওয়া যায়। আর্টিস্ট যোগে থেকে চিত্রও তৈরি করতে পারে। শিববাবা, যার সাথে যোগ যুক্ত হয়, তাঁর চিত্র তৈরি করে থাকে। জানে যে ইনি আমাদের পিতা নিরাকার দুনিয়া পরমধামে থাকেন। আমরাও ওখানকার নিবাসী। আমরা আত্মাদের যেতে হবে, এটাই চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এমন নয় যে আমাকে তপস্যা করতে বসাও, যোগ করাও - এটা বলা ভুল। বুদ্ধি এমন বলবে। বাচ্চারা লৌকিক বাবাকে বিশেষভাবে বসে কি স্মরণ করে ? বাবা-বাবা বলতেই থাকে, কখনও ভুলে যায় না। ছোট বাচ্চারা আরও বেশি করে স্মরণ করে। মুখ চলতেই থাকে। এখানে পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যায় ? বুদ্ধিযোগ কেন ভেঙে যায় ? মুখ দিয়েও বাবা -বাবা বলার দরকার নেই। আত্মা জানে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যদি বিশেষভাবে বসার অভ্যাস হয় তবে যোগ সিদ্ধ হতে পারে না। এই ঈশ্বরীয় যোগ তোমাদের স্বয়ং ঈশ্বর শেখাচ্ছেন। তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয় তাই না! তোমাদের ঈশ্বর যোগ শিখিয়েছেন, আমি বাবা আমাকে স্মরণ করো। এমন নয় যে যখন দিদি যোগে বসায় তখন মজা লাগে। তার যোগ কখনও স্থায়ী হতে পারে না। মনে করো হার্টের সমস্যা হলো তখন কি যোগে বসাতে পারবে ? স্মরণ তো বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে। মানুষ যে সমস্ত যোগ শেখায় সেগুলো ভুল। এই দুনিয়াতে একজনও যোগী নেই। এমনিতে তো কাউকে স্মরণ করলেও সেটা যোগযুক্ত হওয়া। আম ভালো লাগে সুতরাং আমার সাথেই যোগ লেগে যায়, লাল আলো ভালো লাগে স্মরণে এলো সুতরাং সেখানেই যোগ লেগে যায়। কিন্তু এখানে দেহ সহ দেহের যত সম্বন্ধ আছে সবকিছু ভুলে গিয়ে একমাত্র আমার সাথে যোগযুক্ত হও তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে আর তোমরা বিকর্মাভিত হতে পারবে। বাবাই এসে সঙ্গতির পথ বলে দেন। বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ-ই সঙ্গতি দিতে পারে না। বাকিরা দুর্গতির পথ বলে দেয়। স্বর্গ বলা হয় সঙ্গতি আর মুক্তিধামকে, যেখানে আমরা আত্মারা থাকি ওটা হচ্ছে ঘর। এই সময় সবাইকে দুর্গতিতে পৌঁছে দেয় মনুষ্য- মত। নিরাকার বাবা এসে সঙ্গতি প্রদান করেন যা অর্ধকল্প ধরে চলে, আমরা আত্মারা সঙ্গতিতে থাকি। ওখানে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বা মুক্তি জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য দরজায়-দরজায় ঘোরার প্রয়োজন পড়ে না। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই দরজায়-দরজায় খুঁজতে শুরু করে দেয়। কারণ তখন নিচে (অধঃপতন) নামতে হয়। ভক্তিও তখন থেকেই শুরু হয়। তোমরা জানো আমরা এখন শরীর ত্যাগ করে শিবালয়ে যাব। সত্যযুগ হচ্ছে অসীমের শিবালয়। এই সময় বেশ্যালয় হয়ে গেছে। এ'সবই স্মরণ করা উচিত। শিববাবাকে যে স্মরণ করে না, সে যোগী নয়, ভোগী সিদ্ধ হয়। তোমরা কাউকে শোনানোর জন্য যদি আমন্ত্রণ কর তবে ওরা বলে যে আমরা দুটো শব্দ শুনব। এই দুটো শব্দ অতি প্রসিদ্ধ। শব্দ দুটি হলো মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ কর। ঐ দুটি শব্দের দ্বারাই জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে

নিরোগী হতে পারবে আর চক্রকে স্মরণ করলে ধনবান হতে পারবে। এই দুটি শব্দের দ্বারা তোমরা এভারহেল্ডী আর এভারওয়েল্ডী হতে পারবে। সত্য বচনের আধারেই চলতে হয়, তা না হলে বুঝতে হবে বুদ্ধ (বোকা)। অল্ফ আর বে - দুটো কথা। অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ, বে হলো রচনা। বাবা হলেন অল্ফ আর বে হচ্ছে বাদশাহী। তোমাদের মধ্যেও কেউ বাদশাহী পেয়ে থাকে আবার কেউ প্রজাতে চলে যায়। বাচ্চারা তোমাদের পোতামেল (স্মরণের চার্ট) রাখা উচিত যে সারাদিনে কতটা সময় বাবাকে আর উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করেছে। এই শ্রীমত বাবাই দেন। বাবা আত্মাদের শিথিয়ে থাকেন। মানুষ ধন-সম্পদের জন্য কত মাথা ঠুকে থাকে। টাকাপয়সা তো ব্রহ্মার কাছেও অনেক ছিল। যখন দেখলেন যে অল্ফ থেকে বাদশাহী প্রাপ্ত হয় তখন ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে কি করব? কেন সবকিছু অল্ফের কাছে হস্তান্তর করে বাদশাহী নেব না। বাবা এর উপরে একটা গানও তৈরি করেছিলেন.... অল্ফ কো আল্লাহ মিলা.... বে কো মিলি বাদশাহী ঐ সময় বুদ্ধিতে এসেছিল আমাকে তো বিষ্ণু চতুর্ভুজ হতে হবে, আমি এই ধন দিয়ে কি করব। বাবাও বুদ্ধির তালা খুলে দিলেন। এই (সাকার) বাবা তো ধন উপার্জনে বিজি ছিলেন, কিন্তু যখন রাজত্ব পাচ্ছেন তখন গাধার কাজ কেন করবেন। বাবা ক্ষুধার্ত হয়ে তো মরে যাননি। বাবার কাছে যে আসত তাকে খুব ভালোভাবে পালন করা হতো। ঘরে না খেয়ে হয়তো মরে যাবে। কিন্তু এখানে যারা বাবার শ্রীমতে চলে তারা বাবার অনেক সাহায্য পেয়ে থাকে। বাবা বলেন সবাইকে পথ বলে দাও যে অসীমের পিতাকে স্মরণ কর আর চক্রকে স্মরণ করলে তোমার তরী পার হয়ে যাবে। মাঝি এসেছেন নৌকা পার করে দিতে। তবেই তো গেয়ে থাকে হে পতিত-পাবন, মাঝি কিন্তু কাকে স্মরণ করবে, সেটা কারো জানা নেই। কেননা তারা বলেছে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। একই শিবের চিত্রকে বলে ভগবান। তবে লক্ষী-নারায়ণ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শঙ্করকে ভগবান কেন বলে। যদি সবাই বাবা হয় তবে উত্তরাধিকার কে দেবে। সর্বব্যাপী বললে তো না কেউ দেওয়ার থাকবে, না নেওয়ার জন্য কেউ থাকবে। লেখা আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। উপরে শিব দাঁড়িয়ে আছেন। শিববাবা যখন ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা করে তোলেন সুতরাং ব্রহ্মাও দেবতা হবেন। এই কাজ একমাত্র বাবার। ওঁনারই মহিমা করা হয়, এক ওঁঙ্কার ...অকালমূর্তি, আত্মা অকালমূর্তি হয়। আত্মাকে কাল খেতে পারে না, সুতরাং বাবাও অকালমূর্তি। শরীর তো সবারই শেষ হয়ে যায়। আত্মাকে কাল কখনও খায় না। ওখানে কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। ওখানে মনে করে আমাদের এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। স্বর্গে আছে যখন পুনর্জন্মও অবশ্যই স্বর্গেই হবে। এখানে সবাই নরকবাসী। কেউ মারা গেলে বলে থাকে অমুকে স্বর্গে গেছে, নিশ্চয়ই প্রথমে নরকে ছিল। এতো সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসীরাও জানে না। ওরা তো জ্যোতিতে জ্যোতি বিলিন হয়ে গেছে বলে থাকে।)))) ভক্ত ভারতবাসী ভগবানকে স্মরণ করে। গৃহস্থিরাও ভক্ত কেননা ভক্তি প্রবৃত্তি মার্গ বাসীদের জন্য। ওরা (সন্ন্যাসীরা) হচ্ছে তত্ত্ব জ্ঞানী। ওরা মনে করে আমরা তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয়ে লীন হয়ে যাব। ওরা তো আত্মাকেও বিনাশী বলে মনে করে। সত্য কখনোই বলতে পারে না। এক পরমাত্মাই হলেন সত্য। তোমরা এখন সত্যের সঙ্গ পেয়েছ সুতরাং বাকি সবই মিথ্যা। কলিযুগে সত্যি বলার মতো কোনো মানুষ হয়-ই না। রচয়িতা এবং রচনার সম্পর্কে কেউ-ই সত্য বলে না। বাবা বলেন আমি এখন তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে থাকি। প্রধান যে গীতা সেখানেও পরমাত্মার পরিবর্তে মানুষের নাম লেখা হয়েছে, যখন কৃষ্ণ এই সময় শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছে। কৃষ্ণেরও এমন চিত্র তৈরি হোক যাতে মানুষ বুঝতে পারে। ডবল শেড দিতে হবে। একদিকে শ্যাম হয়ে যাওয়ার শেড, অন্যদিকে গৌরবর্ণ হওয়ার শেড তারপর ঐ চিত্র দিয়ে বোঝাতে হবে যে কামনার চিতায় বসলে কালো (কুতসিত, শ্যাম) হয়ে যেতে হবে। তারপর জ্ঞান রূপী চিতায় বসলে গৌর বর্ণের হবে। নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি দুই মার্গকেই দেখাতে হবে। আইরন এজের পর গোল্ডেন এজ নির্মাণ হয়। গোল্ডেনের পর সিলভার, কপার এজ হয়ে যায়। আত্মা বলে প্রথমে আমি কামনার চিতায় ছিলাম, এখন আমি জ্ঞানের চিতায় বসে আছি। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা পতিত থেকে পরিস্থানী হতে যাচ্ছি। যোগযুক্ত হয়ে তোমরা যে জিনিসই তৈরি কর না কেন কখনও খারাপ হবে না। বুদ্ধি ঠিক থাকলে সহযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হয়। বাবা(ব্রহ্মা) বলেন আমিও ভুলে যাই। স্লিপারি খেলা এটা, এতে খুব ভালো অভ্যাস করতে হয়। স্থায়ী স্মরণ বেশি সময় টেকে না। চলতে-ফিরতে স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে। স্মরণ তো যেখানে ইচ্ছা করতে পার, স্মরণেই শক্তি পাওয়া যায়। এই সময় প্রকৃত যোগ কেউ-ই জানে না। বাবা ছাড়া যারাই যোগ করতে শেখায়, সে'সবই ভুল। ভগবান এসে যখন যোগ শিখিয়েছেন তখন এই দুনিয়া স্বর্গ হয়ে গেছে। মানুষ যখন যোগ শিখিয়েছে স্বর্গ থেকে নরক হয়ে গেছে। কেউ যখন উল্টো চলতে শুরু করে বুদ্ধির তালা তখন বন্ধ হয়ে যায়। ১০-১৫ মিনিটও স্মরণে থাকতে পারে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বাচ্চা, অসুস্থ রুগী সবার জন্যই এটা অতি সহজ যোগ। খুব ভালো মিষ্টি। যদিও বাবা, কাল, হয় তারাও ইশারায় বুঝতে পারে। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার পাবে। কেউ আসলেই তাকে বল যে আমরা তোমাদের পথ বলে দিচ্ছি। অসীমের পিতা যিনি স্বর্গের রচয়িতা তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের সুখের উত্তরাধিকার কিভাবে পাওয়া যায়। ছোট-ছোট লিফলেট বিতরণ করা উচিত। বোঝানোর জন্য অন্তরে প্রচুর উদ্যম ও উদ্দীপনা থাকা উচিত। যে কোনো ধর্মের আসুক না কেন এইভাবে বোঝাব। বাবা বলেন এই দেহের সব ধর্ম ছেড়ে শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। প্রথমে এটাই

নিশ্চিত কর তারপর অন্য কথা, ততক্ষণ আগে যেতেই পারবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। এটাই হচ্ছে সবচাইতে ফাস্ট ক্লাস বিষয়। শুধুমাত্র দুটি শব্দ অল্ফ আর বে, বাবা এবং বর্সা। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের সবকিছু অল্ফের কাছে হস্তান্তর করে বাদশাহী নিতে হবে। পোতামেল রাখতে হবে যে বাবা এবং উত্তরাধিকার কত সময় স্মরণে থেকেছে।

২) কোনো রকম উল্টো চাল-চলন যেন না হয়। স্থায়ী স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- – সর্ব শক্তি দ্বারা প্রতিটি কমপ্লেনকে সমাপ্ত করে কমপ্লিট হতে পারা শক্তিশালী আত্মা ভব ভিতরে যদি কোন রকম কমজোরি থাকে তার কারণকে বুঝে নিবারণ কর কেননা মায়ার নিয়ম হচ্ছে যে কমজোরি তোমাদের মধ্যে থাকবে, সেই কমজোরি দ্বারা মায়া তোমাদের মায়াজীত হতে দেবে না। মায়া সেই কমজোরি থেকে লাভ উঠাবে এবং অন্তিম সময় সেই কমজোরি তোমাদের প্রতারণা করবে। সেইজন্য সর্ব শক্তির স্টক জমা করে, শক্তিশালী আত্মা হও আর যোগের প্রয়োগ দ্বারা প্রতিটি কমপ্লেনকে সমাপ্ত করে কমপ্লিট হয়ে যাও। এই স্লোগান মনে রাখবে - " এখন নয় তো কখনোই নয়"।

স্লোগান:- – শান্তি আর ধৈর্যের শক্তি দিয়ে বিদ্বকে সমাপ্ত প্রদানকারীরাই বিদ্ব-বিনাশক হয়।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য – "নিজের প্রকৃত লক্ষ্য কি ? "

সর্বপ্রথম এটা জানা জরুরী যে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য কোনটা? সেটাও খুব ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই পূর্ণ রূপে ঐ লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে। নিজের আসল লক্ষ্য হচ্ছে – আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। প্রকৃতপক্ষে আমি কর্মাজীত কিন্তু আমি নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্মবন্ধনে এসেছি। পুনরায় সেটা স্মরণে আসার কারণে, এই ঈশ্বরীয় যোগে থেকে নিজের করা বিকর্ম বিনাশ করছি। সুতরাং নিজের লক্ষ্য আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। বাকি কেউ যদি নিজেকে দেবতা মনে করে সেই লক্ষ্যে স্থির থাকে তবে পরমাত্মার শক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। না তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এখন তো সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান কর্মাজীত হয়ে ভবিষ্যতে জীবনমুক্ত দেবী-দেবতা পদ পাব, এই লক্ষ্য থাকলে শক্তি পাওয়া যায়। এই যে মানুষ সুখ, শান্তি পবিত্রতা চায়, সেটা পূর্ণ যোগ হলে তবেই প্রাপ্তি হবে। দেবতা পদ তো ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক, নিজের পুরুষার্থ আলাদা আর নিজের প্রালঙ্কও আলাদা হবে। সুতরাং নিজের লক্ষ্যও ভিন্ন, এই লক্ষ্য যেন না থাকে যে আমি পবিত্র আত্মা শেষে পরমাত্মা হয়ে যাব, না। কিন্তু আমাকে পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে, কোনো আত্মাই পরমাত্মা হতে পারে না। আত্মা – ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের থেকে দান নিতে। তোমাদের কাছে পুরানো যা কিছু আবর্জনা আছে তাকে দান করে দাও, তবে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে”

*প্রশ্ন:- পুণ্যের দুনিয়াতে যে বাচ্চারা যাবে তাদের প্রতি বাবার শ্রীমং কী ?

*উত্তর:- মিষ্টি বাচ্চারা - পুণ্যের দুনিয়াতে যেতে হলে সবার থেকে মমত্ব (আসক্তি) দূর করো। পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করো। এই অস্তিম জন্মে জ্ঞান চিত্তে বসো। পবিত্র হও তবে পুণ্য আত্মা হয়ে পুণ্যের দুনিয়াতে চলে যাবে। জ্ঞান যোগকে ধারণ করে নিজের দৈবী আচরণকে তৈরি করো। বাবার সাথে সত্যিকারের সওদা করো। বাবা তোমাদের থেকে কিছুই নেন না। কেবল যাতে আসক্তি দূর হয়ে যায় তার যুক্তি বলে দেন। বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু বাবার অধীন করে দাও।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়ার থেকে...

ওম্ শান্তি । জগতের মানুষ বা রাবণ রাজ্যের মানুষ আহ্বান করে যে হে পতিত পাবন এসো। পবিত্র দুনিয়া বা পুণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে চলো। যারা এই গীত বানিয়েছে তাদের এই বিষয়টি জানা নেই। আহ্বান করে - রাবণ রাজ্যের থেকে রামরাজ্যে নিয়ে চলো। কিন্তু তারা নিজেকে কেউই পতিত বলে মনে করে না। নিজের বাচ্চাদের সম্মুখে তো বাবাই বসে রয়েছেন। রাম রাজ্যে যাওয়ার জন্য, শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য তিনি শ্রীমং দিচ্ছেন। ভগবানুবাচ - রম ভগবানুবাচ নয় । ভগবান তো হলেন নিরাকার। নিরাকারী, আকারী আর সাকারী তিনটি দুনিয়া আছে না ! নিরাকার পরমাত্মা নিরাকারী বাচ্চাদের (আত্মাদের) সাথে নিরাকার দুনিয়াতে থাকেন। এখন বাবা এসেছেন স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য দিতে। আমাদেরকে পুণ্য আত্মা বানাতে। রাম রাজ্য মানে দিন আর রাবণ রাজ্য মানে হল রাত। এই সব কথা আর কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যে বিরলই কেউ জানে। এই জ্ঞানের জন্যও পবিত্র বুদ্ধির প্রয়োজন । মূল কথাই হল স্মরণ। ভালো জিনিস সব সময় স্মরণে থাকে। তোমাদের কী পুণ্য করতে হবে ? তোমাদের কাছে যে যে আবর্জনা রয়েছে সে'সব আমার অধীনে করে দাও। মানুষ মারা গেলে তার জামা কাপড়, বিছানা পত্র সব অগ্রদানী (করনীঘোর) ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয়। তারা হল অন্য প্রকারের ব্রাহ্মণ । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের থেকে দান নেওয়ার জন্য। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সব কালজীর্ণ হয়ে গেছে। এট' সব আমরা দিয়ে দাও আর এর থেকে মমত্ব দূর করে দাও। হয়ত ১০ - ২০ কোটিই আছে। বাবা বলেন এদের সকলের থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নাও। এর বদলে নতুন দুনিয়াতে তোমরা সব কিছু নতুন পাবে। কতো সম্ভা সওদা এটা। বাবা বলেন যার মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি সে সবার সওদা করে ফেলেছে। এখন দেখো - এর বদলে কতো বড় রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে ! কুমারীদেরকে তো কিছুই দিতে হবে না। বাচ্চারা যখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে তখন সম্পদের মালিকানার নেশা থাকে। আজকাল বাচ্চাদেরকে কী হাফ পার্টনার বানায় নাকি, সব বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেয়। পুরুষ মারা গেলে স্ত্রীদের খবরই আর কেউ রাখে না। এখানে তো তোমরা বাবার কাছ থেকে ফুল বর্সা নিয়ে থাকো। এখানে তো মেল ফিমেলের কোনো প্রশ্নই নেই। সকলেই উত্তরাধিকারের অধিকারী । মাতাদের, কন্যাদের অধিকার তো আরও বেশি। কেননা কন্যাদের তো লৌকিক বাবার সম্পত্তির প্রতি কোনো মোহই থাকে না । বাস্তবে তোমরা সবাই কুমার কুমারী হয়ে গেছো। বাবার কাছ থেকে তোমরা কতো সম্পদ পেয়েছো। একটা কাহিনী রয়েছে - রাজা তার মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কার খাও ? তো একজন বললো আমার ভাগ্যের। তো রাজা তাকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন। সে বাবার থেকেও অনেক বেশি বড়লোক হয়ে গেল। বাবাকে তার রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, কার খাই দেখো। তো বাবাও বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবাই তোমাদের ভাগ্যকে তৈরি করছো।

দিল্লিতে একটা গ্রাউন্ড আছে - রামলীলা গ্রাউন্ড। বাস্তবে রাখা উচিত রাবণ লীলা। কারণ এই সময় সমগ্র বিশ্বে রাবণের লীলা চলছে। বাচ্চারা তোমাদের রামলীলা ময়দানে গিয়ে সেখান গিয়ে চিত্র লাগানো উচিত। একদিকে থাকবে রামের চিত্র আর নীচে বড় করে রাবণের চিত্র থাকবে। অনেক বড় সৃষ্টিচক্র বা গোলা যেন হয়। মাঝখানে লিখে দেওয়া উচিত - এটা হল রাম রাজ্য, এটা রাবণ রাজ্য। তাহল বুঝতে পারবে। দেবতাদের দেখো কত মহিমা - সর্বগুণ সম্পন্ন....। অর্ধ কল্প হল কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী, রাবণ রাজ্য... তাতে সব এসে যায়। এখন রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি তো রামই করবেন। এই সময় রামলীলা নেই, সমগ্র দুনিয়া হল রাবণ লীলা। রামলীলা হয় সত্যযুগে। কিন্তু মানুষ এখন নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করে। নিজেদেরই শ্রী শ্রী'র টাইটেল রেখে দেয়। এই টাইটেল তো হল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার। যার দ্বারা শ্রী

লক্ষ্মী-নারায়ণও রাজ্য প্রাপ্ত করে। এখন বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে ভক্তি রূপী অঙ্ককার থেকে ছাড়িয়ে উজ্জলতায় (আলোতে) নিয়ে যেতে। যার মধ্যে জ্ঞান - যোগ থাকবে তার আচরণও দৈবী হবে। আসুরিক আচরণ যাদের তারা কারো কল্যাণ করতে পারবে না। চট করে বুঝতে পারা যায় যে, এর মধ্যে আসুরিক গুণ আছে নাকি দৈবী গুণ ! এখনও পর্যন্ত কেউ সম্পূর্ণ তো হয়নি। এখন তৈরি হচ্ছে তো বাবা তো হলেন দাতা, তোমাদের থেকে কি নেবেন। যা কিছু নেন, সেটাও তোমাদের সেবাতেই লাগিয়ে দেন। বাবা এনাকেও স্যারেন্ডার করিয়েছেন - ভাঙি বানাতে হবে, বাচ্চাদেরকে পালন করতে হবে। টাকা পয়সা ছাড়া এতজনের পালনা কিভাবে হবে। প্রথমে বাবা এনাকে অর্পণ করিয়েছেন পরে যারা এসেছেন তাদেরকেও অর্পণ করিয়েছেন। কিন্তু সকলের একরস অবস্থা তো হয়নি, অনেকেই চলে গেছে। (বিড়াল ছানার ভাঙিতে বসেও বেঁচে যাওয়ার কাহিনী) নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে সবাই পরিপক্ব হয়ে বেরিয়ে আসবে। বাবা তো পুণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। কেবল বলেন যে ৫ বিকারকে ত্যাগ করো। আমি তোমাদেরকে প্রিন্স প্রিন্সেস বানাবো। ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার ঘরে বসে অনেকেরই হয়ে যায়। সেখান থেকেই লিখে পাঠিয়ে দেয় - বাবা আমি আপনার হয়ে গেছি, আমার সবকিছুই আপনার। বাবা কিছুই নেন না। বাবা বলেন - সবকিছু নিজের কাছে রাখো। এখানে মহল তৈরি করে, কেউ জিজ্ঞাসা করে টাকা পয়সা কোথা থেকে পেয়েছ। আরে এত অধিক বাচ্চা আছে বাবার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছো তাই না। তিনি বলেন যে কেবল মমতা সরিয়ে নাও, তোমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো। আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন তাই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। লক্ষ্মী নারায়ণকে ভগবান বলা যায়না, দেবী-দেবতা বলা হবে। ভগবানের কাছে ভগবতী থাকেন না। কতোই না যুক্তির কথা। সম্মুখে ছাড়া এই কথা কেউ বুঝতে পারবে না। গাইতেও থাকে যে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... জ্ঞান না হওয়ার কারণ লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে, হনুমানের সামনে, গণেশের সামনে গিয়ে এই মহিমা গায়। আরে তারা তো সাকারী ছিলেন, তাকে তো তাদের বাচ্চারাই মাতা পিতা বলবে। তোমরা তার বাচ্চা কোথায় হলে ? তোমরা তো রাবণের রাজ্যে আছো। এই ব্রহ্মাও হলেন মাতা। এনার দ্বারা বাবা বলেন যে তোমরা আমার বাচ্চা হয়েছ। কিন্তু মাতাদের কন্যাদের দেখাশোনা করার জন্য মাতা চাই। অ্যাডপ্টেড কন্যা হলেন - বি. কে সরস্বতী। কতইনা গুপ্তকথা। বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেন সেসব কোনও শাস্ত্রে নেই। ভারতের একটি মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা, সেখানে জ্ঞানের পড়াশোনার কথা আছে। সেখানে চরিত্রের কোনও কথা নেই। জ্ঞানের দ্বারা পদ প্রাপ্ত হয়।

বাবা হলেন জাদুকর। তোমরা গেয়ে থাকো রত্নাকর, জাদুকর... তোমাদের ঝুলি পূর্ণ করে দেন স্বর্গের জন্য। সাক্ষাৎকার তো ভক্তি মার্গেও করে থাকে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। লিখবে, পড়বে, হয়ে যাবে নবাব... সাক্ষাৎকারের দ্বারা তোমরা তা হতে পেরেছ কী ? সাক্ষাৎকার আমি করাই। পাথরের মূর্তি কি কখনো সাক্ষাৎকার করতে পারবে নাকি ? নবধা ভক্তিতে তো শুদ্ধ ভাবনা রেখে থাকে। তার প্রতিদান আমি দিই। কিন্তু তমোপ্রধান তো হতেই হবে। মীরা সাক্ষাৎকার করেছিল কিন্তু জ্ঞান তো কিছুই ছিল না। মানব তো দিদি দিন তমোপ্রধান হতে যেতেই থাকবে। এখন তো সব মানুষই পতিত। গায়ও আমাদের এমন জগতে নিয়ে চলো, যেখানে গেলে সুখ শান্তি মেলে।

তোমরা ভারতবাসীরা সত্যযুগে খুব সুখী ছিল। সত্যযুগের অনেক নাম রয়েছে। স্বর্গ তো ভারতই ছিল - কিন্তু বুঝতে কিছুই পারেনা। এটাও জানে যে ভারতই হল প্রাচীন, স্বর্গ ছিল। সেখানে আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। এই সব কথা একমাত্র বাবাই বোঝান। তোমরা সবাই এখন শ্রবণ কুমার কুমারী হয়ে উঠছো। তোমরা সবাইকে জ্ঞানের বাঁখে বসাস্খো। তোমাদের সকল আত্মীয় পরিজনকে জ্ঞান প্রদান করে ওঠাতে হবে। বাবার কাছে যুগলরাও আসে। আগে তো জাগতিক ব্রাহ্মণদেরকে দিয়ে দুই হাত এক করতো। এখন তোমরা রুহানী ব্রাহ্মণ কাম চিতার সাথে বন্ধন ছিন্ন করছো। বাবার কাছে এসে তারা বলে বাবা আমরা স্বর্গে যেতে চাই। আবার কেউ কেউ বলে আমাদের কাছে স্বর্গ হল এটাই। আরে এটা হল অল্প কালের স্বর্গ। আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ প্রদান করবো। কিন্তু তার জন্য আগে পবিত্র থাকতে হবে। ব্যস্ এই একটা কথাতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। আরে অসীম জগতের পিতা বলছেন - এই অস্তিম জন্ম তো জ্ঞান চিতাতে বসো। তো দেখা যায় যে স্ত্রীরা চট করে চলে আসে। আবার কেউ কেউ বলে পতি পরমেশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবো কী করে !

বাবার হয়ে গেলে প্রতিটি পদক্ষেপ শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। এখন বাবা এসেছেন স্বর্গের মালিক বানাতে। পবিত্র হওয়া তো ভালো। কুল কলঙ্কিত করো না। বাবা' ই তো বলবেন। লৌকিক বাবা তো (কুল কলঙ্কিত করলে) চড়ই মেরে দেবে। মাশ্বা তো খুবই মিষ্টি স্বভাবের। খুব মিষ্টি দয়া ভাবাপন্ন হতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা আমাকে অনেক গালি দিয়ে থাকো। এখন আমি তো অপকারীর উপরেও উপকার করি। আমি জানি যে রাবণের মতে চলে তোমাদের এই হাল হয়েছে। আগের সেকেন্ডে যা পাস হয়ে গেছে সেটা হল ড্রামা। কিন্তু পরবর্তী কালের জন্য সতর্ক থাকতে হবে যে, আমাদের

কর্মের খাতা যেন খারাপ না হয়। প্রত্যেককে নিজের প্রজা বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। কোনো মুরলীই মিস করা উচিত নয়। কোনো পয়েন্ট যেন মিস না হয়ে যায়। ভালো ভালো জ্ঞান রত্ন মিস হয়ে গেল, শুনলে না, তবে ধারণা কীভাবে হবে? রেগুলার স্টুডেন্ট মুরলী কখনোই মিস করবে না। চেষ্টা রাখতে হবে প্রতিদিনের বাণী পড়বার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা বাচ্চারা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের কর্মের খাতা যাতে খারাপ না হয় তার জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কখনোই কুল কলঙ্কিত করবে না। প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হবে, মিস করবে না।

২) শ্রবণ কুমার - কুমারী হয়ে জ্ঞান বাঁখে সবাইকে বসাতে হবে। আত্মীয় পরিজনদেরকে জ্ঞান প্রদান করে তাদেরও কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের অক্যুপেশনের স্মৃতির দ্বারা মনকে কন্ট্রোল সক্ষম রাজযোগী ভব
অমৃতবেলায় তথা সারাদিনে মাঝে মাঝেই নিজের অক্যুপেশনকে স্মৃতিতে নিয়ে আসো যে আমি হলাম রাজযোগী। রাজযোগীর সীটে সেট হয়ে থাকে। রাজযোগীর অর্থ হল রাজা, তার মধ্যে রুলিং আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। সে এক সেকেন্ডে নিজের মনকে কন্ট্রোল করতে পারে। সে কখনও নিজের সংকল্প, বোল আর কর্মকে ব্যর্থ হতে দেয় না। নিজের অগোচরে যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তবে তাকে নলেজফুল বা রাজা বলা যাবে না।

স্নোগানঃ:- নিজের উপরে রাজত্ব যে করতে পারে, সে-ই হল প্রকৃত স্বরাজ্য অধিকারী।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য - "এই অবিনাশী জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে"

এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উপরে অনেক নাম রাখা হয়েছে। কেউ এই জ্ঞানকে অমৃতও বলে থাকে, কেউ আবার অঞ্জনও বলে। গুরু নানক বলেন, জ্ঞান অঞ্জন গুরু দিয়েছেন। কেউ জ্ঞান বর্ষা বলেছে। কেননা এই জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র সৃষ্টি সজীব হয়ে ওঠে। যত তমোপ্রধান মানব রয়েছে তারা সতোগুণী মানব হয়ে যায় আর জ্ঞান অঞ্জনের দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই জ্ঞানকেই আবার অমৃত বলা হয়, যার দ্বারা পাঁচ বিকারের অগ্নিতে যে জ্বলছে তার থেকে শীতল হয়ে যায়। দেখো গীতাতে পরমাত্মা পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে, কামেশু, ক্রোধেশু। এর মধ্যে প্রথম হল কাম, যা কিনা পাঁচ বিকারের মধ্যে হল মুখ্য বীজ। বীজ হওয়ার ফলে তখন লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদির বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তার ফলে মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এখন সেই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয়ে থাকে। যখন জ্ঞানের ধারণা পূর্ণ রূপে বুদ্ধি হতে থাকে তখনই বিকারের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। বাকি সন্ন্যাসীরা তো মনে করে বিকার গুলিকে বশে আনা খুবই কঠিন বিষয়। এখন এই তো সন্ন্যাসীদের মধ্যেই নেই। তবে এই সব শিক্ষা দেবে কীকরে? তারা কেবল এইটুকুই বলে দেয় যে, মর্যাদার মধ্যে থাকো। কিন্তু আসল মর্যাদা কী ছিল? সেই স্ব মর্যাদা তো আজকাল ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথায় সেই সত্যযুগী, ত্রেতাযুগী মর্যাদা যে, গৃহস্থ থেকে কীভাবে নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে তারা থাকত। এখন সেই সত্যিকারের মর্যাদা কোথায়? আজকাল তো উল্টে বিকারী মর্যাদা পালন করছে। একে অপরকে এমনিই শেখায় যে, মর্যাদার মধ্যে চলো। মানুষের প্রধান দায়িত্ব কোনটি? সেটা তো কেউই জানে না। কেবল এটাই প্রচার করতে থাকে যে মর্যাদার মধ্যে থাকো। কিন্তু এটাও জানে না যে মানুষের প্রধান মর্যাদা কোনটি? মানুষের প্রধান মর্যাদা হল নির্বিকারী হওয়া। এখন কাউকে যদি এটা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা এই মর্যাদাতে থাকো? তখন বলবে আজকাল এই কলিযুগী সৃষ্টিতে নির্বিকারী হওয়ার মতো সাহস নেই। এখন মুখে বলে দেওয়া যে মর্যাদার মধ্যে থাকো, নির্বিকারী হও, এ দ্বারা তো কেউই নির্বিকারী হতে পারবে না। নির্বিকারী হওয়ার জন্য আগে এই জ্ঞান তলোয়ার দিয়ে এই পাঁচ বিকারের বীজকে খতম করো। তবেই বিকর্ম ভঞ্জন হয়ে যাবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো তাহলে দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে, নেশা বা খুশী বজায় থাকবে, আচার-আচরণ পরিবর্তন হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান অমৃত পান করা সম্ভেও অনেক বাচ্চারা ট্রেটর হয়ে যায় - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - যারা এক দিকে জ্ঞান অমৃত পান করে অন্য দিকে কুকর্মে লিপ্ত হয় অর্থাৎ আসুরিক আচরণ করে ডিস সার্ভিস করে, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে নিজের আচার আচরণ শোধরায় না, নিজেদের মধ্যে মায়ার মায়াবী গল্প করে, একে অপরকে দুঃখ দেয়, তারাই হল ট্রেটর। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো অসুর থেকে দেবতা হতে, অতএব সর্বদা একে অপরের সঙ্গে জ্ঞানের চর্চা করো, দৈবী গুণ ধারণ করো, অন্তরে যে অবগুণ গুলি আছে সেসব পরিত্যাগ করো। বুদ্ধিকে স্বচ্ছ, পরিষ্কার বানাও।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো এবং বাচ্চরাই গেয়েছে। কেউ যখন স্কুলে যায় তখন তার ভাগ্যকে বুদ্ধিতে রাখে যে এই পরীক্ষাটি পাশ করব । বুদ্ধিতে ভাগ্যের মূখ্য লক্ষ্যটি থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা নিজের ভাগ্যে নতুন দুনিয়া ধারণ করে বসে আছি। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা পরম পিতা পরমাত্মার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্তির ভাগ্য প্রাপ্ত করেছি। কোন্ বর্সা ? মানুষ থেকে দেবতা বা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার বর্সা। এই রাবণের ব্রষ্টাচারী রাজ্য থেকে নিয়ে যান তিনি । এ' হল রাবণের ব্রষ্টাচারী রাজ্য, ব্রষ্টাচারী বিকার থেকে জন্ম হয় এবং বিকারীদের ব্রষ্টাচারী বলা হয়। ভগবানুবাচ, কাম হল মহা শত্রু, একেই তোমাদের পরাজিত করতে হবে, তবে শ্রেষ্ঠাচারী হবে। ভারতই ব্রষ্টাচারী, ভারতই শ্রেষ্ঠাচারী হবে। নোংরা বা অপবিত্রকে ব্রষ্টাচারী বলা হয়। সত্যযুগে ব্রষ্টাচারী হয় না কারণ সেখানে মায়ার রাজত্ব নেই। এই সময়েই হল রাবণের রাজ্য। সবার ৫-টি বিকার আছে। সত্যযুগেও যদি রাবণের রাজ্য থাকত তাহলে সেখানেও রাবণ দহন হতো। সেখানে এইরূপ কোনো কথা নেই। সেখানে হল শ্রেষ্ঠাচারী। ব্রষ্টাচারী দুনিয়ায় কেউ উঁচু পজিশনে থাকলে সবাই তাকে সম্মান করে। যেমন সল্যাসীরা খুব ভালো পজিশনে থাকে বলে সবাই তাদেরকে সম্মান করে, কারণ সল্যাসীরা থাকে পবিত্র তাই সব মানুষ তাদেরকে ভালো মনে করে। গভর্নমেন্টও তাদেরকে নিজেদের চেয়ে ভালো ভাবে। তাদেরকে নিজের রাজগুরুর পদ প্রদান করে। সত্যযুগে তো গুরুর নাম থাকে না। গুরু অর্থাৎ সদগতি প্রদাতা। শাস্ত্রে তো কাহিনী লিখে দিয়েছে। রাজা জনক তাদেরকে জেল বন্দি করেছিলেন যাদের ব্রহ্ম জ্ঞান, রাজযোগের জ্ঞান ছিল না। যখন তিনি রাজযোগের জ্ঞান প্রাপ্ত করেন তখন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। ব্রষ্টাচারীর অর্থ কেবল এই নয় যে ঘুষ খায়। না, বাবা বলেন মানুষ মাত্র সবাই হল ব্রষ্টাচারী কারণ সবার শরীর বিকারের দ্বারা জন্ম নিয়েছে। তোমাদের শরীরও বিকারের দ্বারা জন্মেছে। কিন্তু এখন তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার আপন হয়েছো, দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছো তাই তোমরা হলে পরমপিতা পরমাত্মার মুখ বংশীয় সন্তান, ঈশ্বরীয় সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদের অর্থাৎ তোমরা আত্মাদের আপন করেছেন। এ হল খুবই গুহ্য কথা। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার বংশের হয়েছি। আত্মা বলে - বাবা । সত্যযুগে আত্মা, পরমাত্মাকে বাবা বলে সম্বোধন করবে না। সেখানে তো জীব আত্মা, জীব আত্মাকেই বাবা বলবে। তোমরা হলে জীব আত্মা। এখন বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো। সবচেয়ে উত্তম জন্ম হল ব্রাহ্মণদের। আত্মা বলে আমরা আপনার সন্তান হয়েছি। গর্ভ থেকে জন্ম হয়নি। বাবার পরিচয় জেনে তাঁর আপন হয়েছি। শিববাবা আমরা আপনার এবং আপনার মতানুসারেই চলবো। কতখানি সূক্ষ্ম কথা। বাবা বলেছেন, যখন বাবার কাছে যাও তখন এই নিশ্চয় করো যে আমরা শিববাবার সামনে বসে আছি। আত্মাও হল নিরাকার তো শিববাবাও হলেন নিরাকার। শিববাবার স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হয়। স্মরণ না করলে ব্রষ্টাচারী হবে। কত কঠিন কথা, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা ভুলে যাও যে আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে বসে আছি। ভুলে যাওয়ার দরুন এই নেশা ও খুশী স্থায়ীভাবে থাকে না। বাবাকে স্মরণ করলেই এই অভ্যাসে অভ্যাসী হবে তখন দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে। বিদেশে অনেক কন্যারা আছে, সম্মুখে নেই। কিন্তু বাবাকে স্মরণ করে। বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। যেমন সজনী নিজের সজনকে স্মরণ করে। চিঠি পত্র না এলে সজনী চিন্তায় থাকে। তোমরা সজনীরা তো কত ধাক্কা খেয়ে পরম সজনকে পেয়েছো, তাই ভালোভাবে স্মরণে থাকা উচিত। আচার আচরণ খুব ভালো থাকা উচিত। আসুরিক আচরণ থাকলে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। বাবা আচরণ দেখেই বুঝতে পারেন - এরা স্মরণ করে না তাই ধারণ হয় না। সার্ভিস করতে পারে না তাই পদ প্রাপ্তিও হবে না। সর্ব প্রথমে তো বাবার আপন সন্তান হতে হবে।

বি.কে. হতে হবে। বি.কে.দের অবশ্যই বাবার স্মরণ থাকবে কারণ ঠাকুর দাদার সম্পত্তি নিতে হবে। স্মরণে থাকা পরিশ্রমের কাজ। এমন কেউ ভেবো না যে, ভোগ অর্পণ করা হয়, আমরা সেই ভোগ খাই তাতে বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। না, এই ভোজন হল শুদ্ধ। কিন্তু সেই পরিশ্রম না করলে কিছুই হবে না। শ্রেষ্ঠাচারী স্মরণের দ্বারাই হতে পারবে। পবিত্রতা হল ফার্স্ট। আত্মাকে শুদ্ধ করতে যোগের বল প্রয়োজন, জলে স্নান ইত্যাদি করলে তো পবিত্র হতে পারবে না, কারণ আত্মাই পতিত হয়। এমন বলা হবে না - গহনা মিথ্যা, সোনাটি খাঁটি। তারা ভাবে আত্মা তো শুদ্ধ। গহনা অর্থাৎ শরীর মিথ্যা, তাকেই শুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু তা নয়। আত্মা যদি শুদ্ধ হতো তবে শরীরও শুদ্ধ হতো। এখানে একজনও শ্রেষ্ঠ নয়। সত্যযুগে এমন বলা হবে না। তারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, বস্ত্র বিকারী হলে আত্মা পবিত্র কীভাবে হবে। সোনা পবিত্র হলে মিথ্যা গহনা তৈরি হবে কীভাবে, এ কিকরে সম্ভব। এই কথাটি ভালো ভাবে বোঝাতে হবে, এই সময় কেউ শ্রেষ্ঠাচারী নয়। বাবাকেও জানেনা এবং পবিত্রও নয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে গরিব বাচ্চারাই গুপ্ত রূপে পুরুষার্থ করে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করে বাকি সবকিছু তো বিনাশ হয়ে যাবে। এই জ্ঞান হল ভারতের জন্য। বাবা বলেন আমার ভক্তদের এই জ্ঞান শোনাও। শিবের পূজারী হোক বা দেবতাদের পূজারী। অন্য ধর্মেও অনেকে কনভার্ট হয়ে গেছে। সেখান থেকেও বেরিয়ে আসবে। মুখ্য কথা হল এখানকার পবিত্রতা, তবেই তো অপবিত্র মানুষ তাদেরকে নিজের গুরু রূপে স্বীকার করে তাদের সামনে মাথা নত করে। পরমাত্মা তো হলেন সদা পবিত্র (এভার পিওর)। তাঁকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হবে না। পরমাত্মার মহিমা হল আলাদা। দেবতাদের মহিমাও পৃথকভাবে গাওয়া হয় - সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। তাদেরকে তো পুনরায় বিকারী হতে হবে। এইসব কথা বুদ্ধিতে ধারণ করে তারপরে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। যাদব ও কৌরব... যথা রাজা রানী তথা প্রজা সবারই বিনাশ হয়েছে। জয়জয়কার হয়েছে কেবল পাণ্ডব সেনার। তারা হল গুপ্ত। শাস্ত্রে তো দেখানো হয়েছে - পাণ্ডবরা পাহাড়ে গলে গেছে। প্রলয়ের হিসেব করে দিয়েছে, কিন্তু প্রলয় তো হয় না। গীতার ভগবান বলেন আমি ধর্মের স্থাপনা করি। পতিত দুনিয়ায় আসি পবিত্র রাজ্য স্থাপন করতে। রাজযোগ শেখাতে আসি। এই যে প্রদর্শনী হয়, সেখানেও রাজযোগ শেখানো হয়। তোমাদের সবকিছু নির্ভর করে বোঝানোর দক্ষতার উপরে। বাবা বলেছিলেন এই চিত্রটি বানাও, যে রাজযোগে আমরা কীভাবে থাকি। উপরে থাকবে শিববাবার চিত্র। আমরা শিববাবার স্মরণে বসে আছি। তাঁর মতানুসারে চলি। উনি হলেন শ্রী শ্রী রুদ্র, উনি আমাদের শ্রেষ্ঠ করেন। শ্রী শ্রী টাইটেলটি বাস্তবে তাঁরই। এই ভারতের এত পতন হয়েছে কেন? এক তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী ভেবেছে এবং দ্বিতীয় নিজেকে ঈশ্বর ভেবে নিয়েছে।

তোমরা জানো সঙ্কর তো হলেন একমাত্র বাবা। এ হল তাঁর জন্মভূমি। প্রকৃত সত্য-নারায়ণের কাহিনী কেবল বাবা এসে শুনিয়ে ভবসাগর পার করিয়ে নিয়ে যান। বাবা বলেন - পতিত-পাবন তো তোমরা আমাকেই বোলো, তাইনা। আমাকেই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ হল বিনাশের সময়, যে সময়ে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে আমরা পরমধামে ফিরে যাই। সবাই বলে নব ভারত, নব দিল্লি হোক। এবারে নব ভারত তো ছিল স্বর্গ। এখন তো নরক তাইনা। ব্রহ্মাচারী হয়েছে। এইসব হল বোঝার মতো বিষয়, বোঝানোর মতো বিষয়। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ কেউ জানেনা। যদিও বলে আমরা আত্মা, পরমাত্মার সন্তান কিন্তু নলেজ চাই তাইনা। বাবার নলেজ আছে। আত্মায় নলেজ কোথায় আছে। আমরা আত্মারা কত গুলি পুনর্জন্মে আসি, কোথায় থাকি, আবার কোথা থেকে আসি, কেন দুঃখে থাকি... কিছুই তো বুঝতে পারি না। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের অর্থাৎ আমরা আত্মাদের পবিত্র বানাতে এসেছেন। সুতরাং সেই দৈবী গুণ গুলি চাই। আমি দেবতায় পরিণত হচ্ছি, তাই আমার মধ্যে কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। নাহলে শত গুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় কোনো খারাপ কাজ করলে একশ শতাংশ অপবিত্র হয়ে যায়। সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস সার্ভিস করে, ফলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যায়। সর্বদা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে জ্ঞানের চর্চা করা উচিত। আমরা বাবার কাছে এসেছি কাঁটা থেকে ফুলে অথবা মানুষ থেকে দেবতা হতে, বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার (বর্সা) নিতে। এই কথাটি একে অপরকে শোনানো উচিত। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ কেউ জানেনা। যদিও বলে আত্মা হল পরমাত্মার সন্তান। কিন্তু নলেজ চাই, ধারণা চাই, যারা মায়াবী গল্প করে অর্থাৎ মায়ায় গল্প করে, কাউকে দুঃখ দেয় তাদের ট্রেটর বলা হয়। এও দেখানো হয়েছে না যে অসুরদের জ্ঞান অমৃত পান করানো হয়েছে তারপরে তারা বাইরে গিয়ে কুকর্ম করতো। এমনও অনেকে আছে জ্ঞান পান করতেও থাকে আবার ডিস সার্ভিসও করতে থাকে। বাস্তবে তোমরা সবাই হলেন কন্যা, অধর কুমারীদের তো মন্দির আছে। দিলওয়ারা মন্দির তো তোমাদের অ্যাকুরেট স্মরণিক। তোমাদের মধ্যেও অনেকের বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে বসে। বুদ্ধি খুব স্বচ্ছ থাকা উচিত। তোমরা হলে এখন ঈশ্বরীয় পরিবারের। তাই সতর্ক থাকা উচিত আমাদের আচরণ কতখানি ভালো হওয়া উচিত। যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এরা যথাযথভাবে শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছে। এখানে শ্রেষ্ঠতম হল, তবে সেখানে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। শ্রেষ্ঠ এখানে হতে হবে। গৃহস্থ থেকে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র

থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আচ্ছাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করার সময় আত্মাকে পবিত্র বানানোর জন্য স্মরণের পরিশ্রম নিশ্চয়ই করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) এই বিনাশের সময় যখন ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে তখন পুরানো হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে। নিজেদের মধ্যে গুণানের চর্চা করতে হবে। মায়ার গল্প বা মায়াবী গল্প করবে না।

বরদানঃ:- পবিত্রতার রয়্যালটির দ্বারা জীবনের বিশেষত্ব গুলি প্রত্যক্ষ করে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব পবিত্রতার রয়্যালটি হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। যেমন কোনো রয়্যাল পরিবারের বাচ্চার চেহারা, আচরণে জানা যায় যে এই বাচ্চাটি কোনো রয়্যাল কুলের। তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনকে পরখ করা হয় পবিত্রতার ঝলক দ্বারা। আচার আচরণ ও চেহারা পবিত্রতার ঝলক তখন দেখা যাবে যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার নামটুকুও থাকবে না। পবিত্রতা অর্থাৎ কোনো রকমের বিকার বা অশুদ্ধতার প্রভাব যেন না থাকে, তখন বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

স্নোগানঃ:- হোলি হংস হল সে যে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করে দেয়।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য - "এই ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ সাধারণ (কমন) সংসঙ্গ নয়"

আমাদের এই যে ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ, তা কোনো কমন বা সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এ' হল ঈশ্বরীয় স্কুল, কলেজ। যে কলেজে আমাদের নিয়মিত স্টাডি করতে হয়, বাকি গুলি তো হল শুধুই সংসঙ্গ করা, কিছু সময় সেখানে শুনে তারপরে যেমনকার তেমনই হয়ে যায় কারণ সেখানে কোনো রেগুলার পড়াশোনা করানো হয় না, সেখানে কোনো প্রালন্ধ নির্মাণ হয় না, তাই আমাদের সংসঙ্গ কমন সংসঙ্গ নয়। আমাদের তো ঈশ্বরীয় কলেজ, যেখানে পরমাত্মা বসে পড়ান এবং আমরা সেই পড়াশোনা সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। যেমন স্কুলে প্রতিদিন মাস্টার পড়িয়ে ডিগ্রি প্রদান করে, ঠিক তেমন ভাবে এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা, গুরু, পিতা, টিচার রূপে আমাদের পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করান তাই এই স্কুলে যুক্ত হওয়া জরুরি। এখানে যারা আসে তাদের এই নলেজ অবশ্যই বুঝতে হবে, এখানে কি শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে, এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের কি প্রাপ্তি হবে! আমরা তো জেনেছি যে আমাদেরকে স্বয়ং পরমাত্মা এসে ডিগ্রি পাশ করান এবং এক জন্মেই সম্পূর্ণ কোর্স পূর্ণ করতে হবে। অতএব যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই গুণানের কোর্স পুরোপুরি অর্জন করবে তারা ফুল পাশ করবে, বাকি যারা কোর্সের মাঝখানে আসবে তারা তো এত নলেজ গ্রহণ করবে না, তারা কীভাবে জানবে আগে কি কোর্স পড়ানো হয়েছে ? তাই এখানে রেগুলার পড়া করতে হবে, এই নলেজ জানলেই এগিয়ে যাবে, তাই নিয়মিত স্টাডি করতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সহৃদয়তা এবং অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি"

বাপদাদা তাঁর নিজের সমান লাভফুল আর মার্সিফুল তোমরা সব বাচ্চাকে দেখছেন। আজ বাপদাদা বিশ্বের সেই সকল বাচ্চাকে দেখছিলেন, যারা বাবাকে জানে না। যদিও বা তারা তাঁকে জানে না, কিন্তু তবুও তারা তাঁর বাচ্চা। যখন বাপদাদার সম্বন্ধ থেকে বাচ্চাদের দেখেছেন তিনি কী অনুভব করেছিলেন, বর্তমানে সময়-সময়ে কোনও না কোনও কারণে জেনে বা না জেনেও মেজরিটি আত্মাদের মার্সি অর্থাৎ করুণা, দয়ার আবশ্যকতা থাকছে। আর এই আবশ্যকতার কারণে তারা মার্সিফুল বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। সেইজন্য, প্রয়োজন অনুসারে এই সময় চারিদিকে করুণা-দৃষ্টির জন্য কাতর-আহ্বান করছে। এক তো বিভিন্ন সমস্যার দরুণ নিজের মন আর বুদ্ধির সমতা না থাকার কারণে দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মার্সিফুল বাবাকে অথবা তারা যাদের মান্যতা দেয় তাদের মার্সি লাভ করতে কাতর হয়ে ডাকতে থাকে। যদিও বাবাকে না জানার কারণে না-পরিচিত আত্মারা নিজেদের ধর্ম পিতাদের অথবা গুরুদের অথবা তাদের ইষ্টদেবকে মার্সিফুল মনে করে কাতর হয়ে আহ্বান করে, কিন্তু তোমরা তো সবাই জানো যে, এই সময় এক বাবা পরম- আত্মা ব্যতীত আর অন্য কোনও আত্মা দ্বারা মার্সির প্রাপ্তি হতে পারে না। যদিও বাবা তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, ভাবনার ফল দেওয়ার জন্য কোনও ইষ্টকে অথবা মহান আত্মাকে নিমিত্ত বানিয়ে থাকেন, কিন্তু দাতা এক - সেইজন্য বর্তমান সময়ানুসারে মার্সিফুল বাবা বাচ্চাদের বলেনও, তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বাবার ভূজসকল, সহযোগী সাথী। সুতরাং যে জিনিস তাদের প্রয়োজন আছে, সেটা দেওয়ায় তারা প্রসন্ন হয়ে যায়। তো মাস্টার মার্সিফুল হয়েছ? তোমাদেরই ভাই-বোন - হয় তারা সহোদর অথবা বৈমাট্রেয়, কিন্তু হয় তো পরিবারের। নিজের পরিবারের না-পরিচিত, হতাশাগ্রস্ত আত্মাদের প্রতি দয়াবান হও। তোমাদের হৃদয় থেকে যেন প্রগাঢ় স্নেহ উঠে আসে। বিশ্বের না-পরিচিত আত্মাদের জন্যও সহৃদয়তা প্রয়োজন। আর সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষার্থের তীব্রগতির জন্য অথবা স্ব-উন্নতির জন্য আন্তরিকতার আবশ্যকতা আছে। স্ব-উন্নতির জন্য স্ব-এর প্রতি যখন আন্তরিক হও তখন সহৃদয় আত্মার অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি সদা আপনা থেকেই আসে। স্ব-এর প্রতিও তোমরা আন্তরিক হও যে, আমি কত উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সেই আত্মা আর সেই বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যধারী। সেই অনুসারে অরিজিনাল শ্রেষ্ঠ স্বভাব এবং সংস্কারে যদি দুর্বলতা থাকে তবে নিজের প্রতি আন্তরিকতা দুর্বলতায় বৈরাগ্য এনে দেবে।

বাপদাদা আজ এই 'আধ্যাত্মিক বার্তালাপ' (কুহরিহান) করছিলেন যে, সব বাচ্চা নলেজে তো অনেক সুচতুর। পয়েন্ট স্বরূপ তো হয়ে গেছে কিন্তু সব দুর্বলতাকে জানার পয়েন্টস আছে, তোমরা জানোও যে, কী হওয়া উচিত, কী করা উচিত নয়, এটা জানা সত্ত্বেও পয়েন্ট স্বরূপ হওয়া আর যা কিছু ব্যর্থ দেখেছ বা শুনেছ, অথবা নিজের দ্বারা যা হয়েছে সেগুলোতে কীভাবে ফুলস্টপের পয়েন্ট লাগাতে হয় জানো না ! পয়েন্টস তো রয়েছে, কিন্তু পয়েন্ট স্বরূপ হওয়ার জন্য বিশেষ কী আবশ্যকতা আছে? নিজের উপরে কৃপা আর অন্যদের উপরে কৃপা। ভক্তিমার্গেও প্রকৃত ভক্ত হবে আর তোমরাও প্রকৃত ভক্ত হয়েছ, আত্মাতে রেকর্ড হয়ে আছে তো না ! তাইতো, সত্য ভক্ত সদা সহৃদয় হয়, সেইজন্য তারা পাপ কর্মতে ভয় পায়। বাবাকে ভয় পায় না, কিন্তু পাপে ভয় পায়। এই কারণে তারা অনেক পাপ কর্ম থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। তো জ্ঞানমার্গেও যারা যথার্থ হৃদয়বান, তাদের মধ্যে তিন বিষয় থেকে দূরে থাকার শক্তি থাকে। যার মধ্যে দয়া থাকে না, তারা জেনে-বুঝেও তিন বিষয়ে পরবশ হয়ে যায়। সেই তিন বিষয় হলো - গড়িমসি, ঈর্ষা আর ঘৃণা। যে কোনও দুর্বলতা বা ঘাটতির কারণ শতকরা ৯০ ভাগ এই তিন বিষয়। আর যারা সহৃদয় হবে তারা বাবার সাথী, ধর্মরাজের সাজা থেকে দূরে থাকার শুভ-ইচ্ছা পোষণ করে। ভক্ত যেমন ভয়ের চোটে গড়িমসি করে না, ঠিক সেই রকমই ধর্মরাজপুত্রীর মধ্যে দিয়ে ক্রস না করতে হয় - এই মিষ্টি ভয়ে ব্রাহ্মণ আত্মারা গড়িমসি করে না, বাবার প্রতি ভালোবাসার কারণে। বাবার ভালোবাসা তা' থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। আপন হৃদয়ের কৃপা গড়িমসি ভাব সমাপ্ত করে দেয়। আর যখন নিজের প্রতি কৃপা-ভাবনা আসে তখন যেমন বৃত্তি, স্মৃতি ঠিক সেভাবেই সমগ্র ব্রাহ্মণ সৃষ্টির প্রতি আপনা থেকেই তোমরা সহৃদয় হও। এ' হলো যথার্থ জ্ঞানযুক্ত কৃপা। বিনা জ্ঞানে কৃপা কখনও ক্ষতিও করে। কিন্তু জ্ঞানযুক্ত কৃপা কখনও কোনো আত্মার প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণার ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হতে দেয় না। জ্ঞানযুক্ত কৃপার সাথে সাথে নিজের দয়া ও প্রেম ভাবের সৌরভ অবশ্যই থাকে। শুধু কৃপা হয় না। কিন্তু কৃপা আর আত্মিক নেশা দুইয়ের ব্যালেন্স থাকে। যদি জ্ঞানযুক্ত কৃপা না হয়, সাধারণ কৃপা হয় তাহলে যে কোনো আত্মার প্রতি হয় মোহের রূপে অথবা কোন দুর্বলতা থেকে সেই আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রভাবিত হওয়াও উচিত নয়। না ঘৃণা থাকা উচিত, না প্রভাবিত হওয়া, কারণ তোমরা

তন-মন-বুদ্ধি সহ বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছে। যখন মন আর বুদ্ধি উঁচু থেকে উঁচু, একের দিকে প্রভাবিত হয়েছে তো অন্যের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে? অন্যের দ্বারা প্রভাবিত যদি হয় তাহলে কী বলবে? দিয়ে দেওয়া বস্তুকে আবার নিজের জন্য ইউজ করা - একে বলা হয়ে থাকে গচ্ছিত সম্পদের অনধিকার প্রয়োগ অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষক। যখন মন-বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছ তখন আর তোমার থাকলো কোথায় যে প্রভাবিত হও? বাবার হস্তে অর্পণ করে দিয়েছ নাকি অর্ধেক রেখে অর্ধেক দিয়েছ? যারা ফুল দিয়েছ তারা হাত উঠাও। দেখ ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন, মহামন্ত্র কী? মন্মনাভব। তাহলে, মন্মনাভব হওনি? জ্ঞান সমেত সহৃদয় আত্মা কখনো কারও দ্বারা, তা' গুণের দ্বারা হোক, অথবা সেবা দ্বারা, অথবা কোন রকম সহযোগ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আত্মাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, কারণ অসীম বৈরাগী হওয়ার কারণে বাবার স্নেহ, সহযোগ, সাথ এ'সব ব্যতীত আর তাদের কাছে কিছু দৃশ্যগোচর হবে না। বুদ্ধিতে আসবেই না। তোমার সাথেই জেগে উঠি, তোমার সাথে ঘুমাই, তোমার সাথে থাই, তোমার সাথে সেবা করি, তোমার সাথে কর্মযোগী হই - সেই আত্মার সদা এই স্মৃতি থাকে। যদিও কোনো শ্রেষ্ঠ আত্মা দ্বারা সহযোগ পাওয়াও যায়, কিন্তু তারই বা দাতা কে? সুতরাং এক বাবার দিকেই বুদ্ধি যাবে তো না ! সহযোগ নাও, কিন্তু দাতা কে সেটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শ্রীমৎ এক বাবারই। কোনো নিমিত্ত আত্মা যখন বাবার শ্রীমতের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় তখন তার শ্রীমৎ বলা হবে না, কিন্তু বাবার শ্রীমৎ ফলো করে অন্যদেরও মনে করিয়ে দেয় তা' ফলো করানোর জন্য। নিমিত্ত আত্মারা, শ্রেষ্ঠ আত্মারা কখনো এটা বলবে না যে, আমার মতে চলো। আমার মতই শ্রীমৎ এ'রকম বলবে না। আবারও একবার তারা শ্রীমৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, একে বলে যথার্থ সহযোগ নেওয়া আর সহযোগ দেওয়া। দিদির, দাদীর শ্রীমৎ বলা হবে না। তারা নিমিত্ত হয়, তোমাদেরকে শ্রীমত মনে করিয়ে দেয়, সেইজন্য কোনও আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়োনা। যদি কোনও বিষয়ে কারও দ্বারা প্রভাবিত হও, তার নামের মহিমায় কিংবা রূপে অথবা কোনও বিশেষত্বে তবে মোহের জন্য প্রভাবিত হওয়ার কারণে বুদ্ধি সেখানে আটকে যাবে। যদি বুদ্ধি আটকে যায় তবে উড়তি কলা হতে পারে না। এমনকি, নিজের দ্বারাও তোমরা প্রভাবিত হও - আমার বুদ্ধি খুব ভালো প্ল্যানিং বুদ্ধি, আমার জ্ঞান খুব স্পষ্ট, আমার মতো সেবা আর কেউ করতে পারে না, আমার ইনভেন্টিভ বুদ্ধি আছে, আমি গুণবান - এইভাবে নিজের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়োনা। বিশেষত্ব আছে, প্ল্যানিং বুদ্ধি আছে কিন্তু সেবার নিমিত্ত কে বানিয়েছে? তোমাদের জানা ছিল কি যে, সেবা মানে কি? অতএব, স্ব-উন্নতির জন্য যথার্থ জ্ঞানযুক্ত সহৃদয় হওয়া অতি আবশ্যিক। তখন আবার এই ঈর্ষা, ঘৃণা সমাপ্ত হয়ে যায়। তীব্রগতির ঘাটতির মূল কারণ এটাই - ঈর্ষা বা ঘৃণা এবং প্রভাবিত হওয়া; হয় নিজের দ্বারা, অথবা অন্যের দ্বারা এবং চতুর্থ বিষয়ে শুনিয়েছেন - অলবেলাপন অর্থাৎ গয়ংগচ্ছভাব। এতো হয়েই থাকে, টাইমে তৈরি হয়ে যাবো - এই সবই অমনোযোগী ভাব। বাপদাদা আগেও একটা হাসির কথা শুনিয়েছেন। ব্রাহ্মণ আত্মাদের দূরের নজর খুব তীক্ষ্ণ আর কাছের নজর একটু দুর্বল। সেইজন্য অন্যের ত্রুটিবিচ্ছুতি তাড়াতাড়িই দেখা যায় আর নিজের খামতি দেখা যায় দেরিতে।

সুতরাং দয়ার ভাবনা লভফুলও হোক আর মার্সিফুলও হোক, এর মাধ্যমে হৃদয় থেকে বৈরাগ্য আসবে। যে সময় তোমরা শোনো বা ভাড়া হয়, আত্মিক বার্তালাপ হয়, সেই সময় তো সবাই ভাবে এই রকমই করতে হবে। সেটা অল্পকালের বৈরাগ্য আসে, হৃদয় থেকে হয় না। যা বাবার পছন্দ নয় তা' থেকে বৈরাগ্য আসা উচিত। এমনকি, তোমাদের যদি তোমাদেরই নিজেদের কিছু পছন্দ না হয়, এই সময় অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির লাঙল চালাও, সদাশয় হও। কোনো কোনো বাচ্চা খুব ভালো ভালো বিষয়ে শোনায়। বলে - যখন কেউ মিথ্যা বলে, তখন খুব রাগ হয়, মিথ্যাকে আশ্রয় করার জন্য রাগ হয় অথবা কেউ ভুল করলে রাগ হয়। তা' নয়তো হয় না, কেউ মিথ্যা বলেছে ঠিকই, তাকে রং মনে করছ আর তুমি যে রং করছ সেটা তাহলে রাইট কি? যে নিজে ভুল (রং) সে অন্যের ভুল কীভাবে বোঝাতে পারবে? তার বলার প্রভাব কীভাবে হতে পারে? সেই সময় তোমাদের নিজের ভুল দেখতে পাও না, কিন্তু অন্যের মিথ্যার ছোট বিষয়কে বড় করে দাও। এই রকম সময়ে মহানুভব হও। নিজের প্রাপ্ত হওয়া বাবার শক্তি দ্বারা উদারচিত হও, সহযোগ দাও। লক্ষ্য ভালো রেখেছ, কারও মিথ্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা, লক্ষ্য ভালো তার জন্য অভিনন্দন। কিন্তু রেজাল্ট কী বেরলো? সেও ফেল, তুমিও ফেল। সুতরাং যে নিজে অনুত্তীর্ণ (ফেল), সে আরেক অনুত্তীর্ণকে কীভাবে পাস করাবে? কেউ কেউ আবার ভাবে - আমাদের দায়িত্ব তাকে ভালো করা, অগ্রচালিত করা। কিন্তু তোমরা যারা দায়িত্ব পালন করছ, প্রথমে তারা নিজের প্রতি দায়িত্ব পূরণ করছ সেই সময়, নাকি অন্যের জন্য পালন করছ? যখন কেউ নিমিত্ত টিচার হও তো মনে করো ছোটদের দায়িত্ব আমরা, তাদের শিক্ষা (জ্ঞানের পার্ট) দিতে হবে, তাদের (আচার-ব্যবহার) শেখাতে হবে। কিন্তু সদাসর্বদা এটা ভাবো যে, যথার্থ নলেজ সোর্স অফ ইনকাম হবে। যদি নিজে শিক্ষক হওয়ার দায়িত্ব থেকে শিক্ষা দিচ্ছ তো প্রথমে এটা দেখ যে, সেই শিক্ষা থেকে অন্যদের আয় জমা হয়েছে? সোর্স অফ ইনকাম হয়েছে নাকি সোর্স অফ পতন হয়েছে? সেইজন্য বাপদাদা সদা বলেন যে, কোনও কর্ম যখন করছ তখন ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে করো। শুধু বর্তমান দেখো না এ' করেছে, সেইজন্য আমি বলেছি। কিন্তু ভবিষ্যতে তার পরিণাম কী হবে, সেটাও দেখ। ব্রাহ্মণ আত্মাদের পাস্ট যে আদি অনাদি

স্থিতি ছিল, তা' এখনো আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে, সেই অনুসারে আছে? তিনকাল চেক করো, তো বুঝেছ বাপদাদা কি চাইছেন?

স্ব-উল্লিখিত তো করবে কিন্তু কী পরিবর্তন আনবে? মহারথী হও বা নতুন হও - বাপদাদার একই শুভ আশা, যতটা তিনি চান ততটা এখনো হয়নি। রেজাল্ট শোনাবেন তো না! বাপদাদা অল্পকালের বৈরাগ্য চান না। প্রকৃত বৈরাগ্য যেন আসে - যা বাবার ভালো লাগে না তা' আমি অবশ্যই করবো না, ভাববো না, বলবো না। বাপদাদা একেই বলেন, আন্তরিক ভালোবাসা। এখন মিস্ত্রি হয়ে আছে, কখনো হৃদয়ের ভালোবাসা, কখনো মগজের ভালোবাসা। মালার প্রত্যেক দানা প্রত্যেক দানার সাথে সমীপ হবে, স্নেহী হবে, ক্রমোন্নতিতে সহযোগী হবে, সেইজন্য মালা তৈরি হওয়া থেমে আছে, কারণ মালা তৈরি হওয়া অর্থাৎ যুগল দানার সমান একে অন্যের সমীপ স্নেহী হওয়া। প্রথমে ১০৮ এর মালা তৈরি হতে হবে, তবেই অন্য মালা হবে। বাপদাদা অনেকবার মালা তৈরি করার জন্য বসেন, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণই হয়নি। দানা, দানার সমীপ তখন আসে অর্থাৎ বাবা তখনই গাঁথেন যখন সেই দানার তিন সার্টিফিকেট হবে - বাবার পছন্দ, ব্রাহ্মণ পরিবারের পছন্দ আর নিজের যথার্থ পুরুষার্থ- পছন্দ। যখন বাপদাদা এই তিন বিষয়ে চেক করেন তো দানা হাতেই থেকে যায়, মালাতে আসে না। তাহলে, এই বছর কোন স্লোগান মনে রাখবে? ত্রিমূর্তি বাবা আর বিশেষ তিন সম্বন্ধ দ্বারা তিন সার্টিফিকেট নিতে হবে। আর অন্যদেরও সার্টিফিকেট নেওয়ায় সহযোগী হতে হবে। মালার সমীপ দানা হতেই হবে। তাহলে শুনলে, স্ব-উল্লিখিত কি করতে হবে? ব্রহ্মাবাবার নম্বর ওয়ান পরিবর্তনের ফাউন্ডেশন কী ছিলো? অসীম বৈরাগ্য। বাবা যা বলেছেন সেটা ব্রহ্মা করেছেন, সেইজন্য উইন করে ওয়ান হয়ে গেছেন। আচ্ছা।

বাপদাদা এই রেজাল্ট দেখবেন। প্রত্যেকে নিজেকে দেখ, অন্যকে দেখার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ মনে করে যে, সিজনের আজ লাস্ট ডেট, কিন্তু বাপদাদা বলেন - লাস্ট নয়, মালা তৈরির এটা ফাস্ট (দ্রুতগতি) সিজনের দিন। সবার চান্স আছে। মালার দানা এখনো গাঁথা হয়নি, কেননা ফিক্সড হয়নি। তিন সার্টিফিকেট নাও আর গাঁথা হয়ে যাও। তোমরা যতটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাও, তা' তোমাদের মুখে আর আচরণে ততটাই প্রত্যক্ষরূপে দেখা যাবে, আবারও একবার নতুন রূপ-রঙের প্রভা প্রতক্ষীভূত হবে। যদি তোমরা পূর্ববৎ থেকে যাও তাহলে সেই একই প্রতিবিশ্ব থেকে যাবে। সেইজন্য নিজের মধ্যে নবীনতা আনো, পরিবারেও তীর পুরুষার্থের নতুন তরঙ্গ আনো। তারপরে তোমরা এগিয়ে গিয়ে কত ওয়ান্ডারফুল দৃশ্য দেখবে। যা এখন পর্যন্ত হয়েছে তা' অতীত, এখন প্রতিটা কর্মে নতুন উদ্যম, নতুন উত্সাহ.....এই পাথায় উড়ে চলো।

বাকী যারাই যে সেবাতে সহযোগ দিয়েছে অর্থাৎ নিজের ভাগ্য জমা করেছে, তারা ভালো করেছে। দেশ হোক বা বিদেশ, চারিদিকের সেবাধারীরা সেবা করেছে, সেইজন্য বাপদাদা সেবাধারীদের সদা এটাই বলেন যে, সেবাধারী অর্থাৎ যারা গোল্ডেন চান্সের ভাগ্য নেয়। এখন এই ভাগ্যকে যেখানেই যাও সেখানে বৃদ্ধি করতে থাকো, কম হতে দিও না। অল্প সময়ের চান্স সদাসর্বদার জন্য তীর পুরুষার্থের গোল্ডেন চান্স তোমাদের দিতে থাকবে। সেবাধারী যারা চলে গেছে অথবা যারা যাচ্ছে, সবাইকে অভিনন্দন। আচ্ছা।

সকল সদাশয় শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, যারা সদা নিজেকে স্ব-উল্লিখিত কলায় নিয়ে যায় সেই তীর পুরুষার্থী আত্মাদের, যারা সদা বাবার হৃদয়ের আশা পূরণ করে সেই কুলদীপক আত্মাদের, যারা সদা নিজেদেরকে মালার সমীপ দানা তৈরি করে, সেই বিজয়ী আত্মাদের, অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা সব সময় বাবাকে ফলো করে বাবা সমান হওয়া অতি স্নেহী রাইট হ্যান্ড বাম্বাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

***বরদানঃ-** সকল প্রাপ্তি ইমার্জ করে সদা খুশির অনুভবকারী সহজযোগী ভব
সহজযোগের আধার হলো - স্নেহ, আর স্নেহের আধার হলো সম্বন্ধ। সম্বন্ধের দ্বারা স্মরণ করা সহজ হয়। সম্বন্ধের দ্বারাই সর্বপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। যেখান থেকে প্রাপ্তি হয় মন-বুদ্ধি সেখানে সহজে চলে যায়, সেইজন্য বাবা শক্তির, জ্ঞানের, গুণের, সুখ-শান্তি, আনন্দ, প্রেমের যে রত্ন-ভাণ্ডার দিয়েছেন, বিভিন্ন যে প্রাপ্তিই হয়েছে, সেই প্রাপ্তিকে বুদ্ধিতে ইমার্জ করো, তাহলে খুশির অনুভূতি হবে আর সহজযোগী হয়ে যাবে।

***স্লোগানঃ-** যারা সব প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকে - তারাই প্রসন্নচিত্ত।

2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরানো দেহ আর দেহের সম্পর্কযুক্ত যারা একে-অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে, তাদের সকলকে ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো, শ্রীমতানুসারে চলো"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে ফিরে যাওয়ার জন্য, বাবার কোন্ শ্রীমৎ পালন করতে হবে ?

*উত্তরঃ - বাবার শ্রীমৎ হলো -- বাচ্চারা, পবিত্র হও, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের ধারণা করে নিজের কর্মাকীর্ণ অবস্থা গড়ে তোলো তবেই সাথে করে যেতে পারবে। কর্মাকীর্ণ না হলে মাঝপথে থেমে গিয়ে সাজা ভোগ করতে হবে। বিনাশের সময় অনেক আত্মারা শরীর পরিত্যাগ করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকে, সাথে যাওয়ার পরিবর্তে এখানেই সাজা ভোগ করে হিসেব মেটাতে থাকে, সেইজন্য বাবার শ্রীমৎ হলো - মাথার উপর পাপের যে বোঝা রয়েছে, পুরানো হিসেব-নিকেশ রয়েছে, সবকিছু যোগবলের দ্বারা ভস্মীভূত করে দাও।

*গীতঃ- ও, দূরের পথিক (মুশাফির)....

ওম্ শান্তি । তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি থেকে এখন সর্বব্যাপীর জ্ঞান তাহলে বেরিয়ে গেছে। এ তো ভালভাবে বোঝানো হয় যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচিত করে থাকেন। তিনি হলেন রচয়িতা, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। এই বাচ্চাও জানে যে তিনি আসেন, এসে বাচ্চাদের আপন করে নেন। মায়ার থেকে মুক্ত করেন। পুরোনো দেহ, দেহ-সহ যে সকল আত্মীয় পরিজন ইত্যাদিরা রয়েছে, যারা একে-অপরকে দুঃখ দেবে তাদের ভুলে যেতে হবে। যেমন কেউ যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার আত্মীয় পরিজনেরা বলে থাকে রামের নাম জপ করো। এখন এরাও মিথ্যেই বলে থাকে। না স্বয়ং জানে, না তাদের বুদ্ধিতে পরমাত্মার স্মরণ বসে। মনে করে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী। একদিকে গায় 'দূরের মুশাফির...' আত্মারা দূর থেকে এসে শরীর ধারণ করে নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করে। এ'সমস্ত করা মানুষের উদ্দেশ্যেই বোঝানো হয়ে থাকে। মানুষ শিবের মন্দির নির্মাণ করে। পূজাও করে। তবুও এদিকে-ওদিকে খুঁজে বেড়ায়। বলে দেয় যে আমার-তোমার সকলের মধ্যেই বিরাজিত। তাদের অনাথ বলা হয় -- ধনীকে (প্রভু) জানে না যারা। স্মরণ করে -- হে ভগবান! কিন্তু তাঁকে জানে না। হাত জোড় করে। মনে করে, তিনি নিরাকার। আমাদের আত্মাও হলো নিরাকার। এ হলো আত্মার শরীর। কিন্তু আত্মাকে কেউই জানে না। বলেও যে, ক্রকুটির মধ্যস্থলে জ্বল-জ্বল করে আজব তারা। যদি স্টার হয় তাহলে এত বড় লিঙ্গ কেন নির্মাণ করে। আত্মাতেই ৮৪ জন্মের পাট রয়েছে। সেও জানে না। এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, ধাক্কা খেতে থাকে। সকলকেই ভগবান বলে থাকে। বদ্রীনাথও ভগবান, কৃষ্ণও ভগবান, পাথরের টুকরো -মাটির ভাঙা টুকরোতেও ভগবান আছে তাহলে এত দূরে-দূরে খুঁজতে কেন যায়। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবে না - না তারা ব্রাহ্মণ হবে, না তাদের ধারণা হবে। তারা কেবল ভালো ভালোই বলতে থাকবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। যখন তোমরা শ্রীমতানুসারে চলে পবিত্র হবে, জ্ঞানের ধারণা করবে, নিজের কর্মাকীর্ণ অবস্থা তৈরী করবে, তখনই আমার সাথে-সাথে ঘরে পৌঁছবে। নাহলে মাঝখানে থেমে গিয়ে কঠোর সাজাভোগ করতে হবে। মৃত্যুর পর অনেক আত্মারা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীর পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরে-ঘুরে সাজাভোগ করবে। বিনাশের সময় এখানে অনেক নোংরা হয়ে যাবে। অনেক পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে, সকলকে হিসেব-নিকেশ মেটাতেই হবে। অনেক বাচ্চারা তো এখনও পর্যন্ত যোগকে বোঝে না। এক মিনিটও বাবাকে স্মরণ করে না। বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিমূহুর্তে বলা হয়ে থাকে -- বাবাকে স্মরণ করো, কারণ মাথার উপর অনেক বোঝা রয়েছে। মানুষ বলে -- ভগবান সর্বব্যাপী, তথাপি তীর্থ করতে এদিক-সেদিক ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। মনে করে, এ'সমস্ত কর্মকান্ড ইত্যাদি করলে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ খুঁজে পাব। বাবা বলেন - পতিত ব্রহ্মাচারী তো আমার কাছে পৌঁছতেও পারে না। বলে যে, অমুকে পরপারে নির্বাণে চলে গিয়েছে, কিন্তু এরা গালগল্প করে থাকে। যায় না কেউই। এখন তোমরা জানো -- ভক্তিমার্গে কত ধাক্কা খায়। এ'সব শাস্ত্রাদি পড়তে-পড়তে মানুষের পতন হবেই। বাবা উত্থানের পথে নিয়ে যান, রাবণ পতনে নিয়ে যায়। এখন বাবা বোঝান - তোমরা আমার মতে চলে পবিত্র হবে আর ভালমতন পড়বে তবেই স্বর্গ যাবে, তা নাহলে এত উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনেক সার্ভিস হতে থাকে। এখন এই সার্ভিসও বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। গ্রামে গ্রামে যাবে। এ হলো নতুন আবিষ্কার। নতুন নতুন পয়েন্টস্ বেরিয়ে আসতেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচবে ততক্ষণ পর্যন্ত শিখতেই হবে। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো ভবিষ্যতের জন্য। এই শরীর ত্যাগ করলে তখন তোমরা গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। স্বর্গ মানে স্বর্গ। ওখানে নরকের নাম-নিশান নেই। ধরনীও উত্থাল-পাথাল হয়ে নতুন হয়ে যায়। এই ঘর-বাড়ী সব শেষ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে

সোনার দ্বারকা (সমুদ্রের) নীচে চলে গেছে। নীচে কিছুই যায় না। এই চক্র তো চলতেই থাকে। এ'সমস্ত তীর্থযাত্রা হলো ভক্তিমার্গের। ভক্তি হলো রাত। যখন ভক্তির রাত সম্পূর্ণ হয় তখন ব্রহ্মা আসেন দিন করতে। দ্বাপর-কলিযুগ হলো ব্রহ্মার রাত, তারপর দিন হওয়া উচিত। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। সকলেই তো এক রকম পড়তে পারে না। আলাদা-আলাদা শ্রেণীর হয়ে থাকে। দেখ, প্রদর্শনীতে কত আসে। ৫-৭ হাজার রোজ আসে। তারপর বেরোয় কে? কোটিতে কেউ, কেউ-এর মধ্যেও কেউ। লেখে -- বাবা, ৩-৪ জন বেরিয়েছে, যারা রোজ আসে। কেউ ৭ দিনের কোর্সও করে, তারপর আসে না। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারাই এখানে টিকে থাকবে। সাধারণ দরিদ্ররাই বেরোয়। ধনীরা খুব কমজনই টিকে থাকে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। চিঠিও লেখে, রক্ত দিয়েও লিখে দেয়। তারপর চলতে-চলতে মায়া গ্রাস করে নেয়। যখন যুদ্ধ চলে তখন রাবণ বিজয়লাভ করে। বাকি যারা অল্পকিছু শোনে তারা প্রজায় চলে যায়। বাবা তো বোঝাতে থাকেন - শ্রীমতে চলতে হবে। যেমন মাশ্শা-বাবা আর অনন্য বাচ্চারা পুরুষার্থ করছে। মহারথী-দের নাম তো নেওয়া হয়ে থাকে, তাই না! পান্ডবসেনায় কে কে আছে, তাদের নামও প্রসিদ্ধ। কৌরবসেনার মুখ্যদের নামও প্রসিদ্ধ। ইউরোপ-নিবাসী যাদবদের নামও আছে। সংবাদপত্রেও যারা গন্যমান্য, তাদের নাম দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের সকলের হলো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বিপরীত বুদ্ধি। পরমাত্মাকে জানবে তবে তো প্রেম(প্রেীত) হবে। এখানেও বাচ্চারা ভালবাসতে পারে না। প্রতিমূহুর্তে ভুলে যায়, তখন পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। অন্যান্যদেরকেও নিজের মতন বানাতে হবে। দয়াশীল হতে হবে আর অন্ধের লাঠিও হতে হবে। কেউ অন্ধ, কেউ কালা, কারোর দৃষ্টি ঝাপসা হয়। এখানেও বাচ্চারা নশ্বরের অনুক্রমেই হয়। এমন হলে ওখানে গিয়ে আবার সাধারণ প্রজাতেও চাকর-বাকর হবে। ভবিষ্যতে তোমরা সবকিছু সাক্ষাৎকার করবে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা -- এ কোনো বুদ্ধির কথা নয়। ঈশ্বর হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনিই এসে তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যিনি এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন, এখন তিনি রাজযোগ শিখছেন। কত গুপ্ত কথা। এইসময় সকলেই বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা, তোমরা যত-যত পুরুষার্থ করবে, ততই তোমাদের মধ্যে থেকে ভুল-ত্রুটি বেরিয়ে যেতে থাকবে, গন্তব্য অতি উচ্চ। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে মুখ্য ৮ বেরিয়ে আসে। তারপর ১০৮-এর মালা তৈরী হয়। তারপর হয় ১৬ হাজারের। এই ভীতিও দেখানো হয় - পুরুষার্থ করানোর জন্য। বাস্তবে ১৬ হাজার হয় না। মালা হয় ১০৮ এর। উপরে ফুল, তারপর যুগল দানা, নশ্বরের অনুক্রমে বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়। পুরুষার্থ করানোর জন্য কতকিছু বোঝানো হয়ে থাকে। যে এই ধর্মের হবে না তখন সে কিছুই বুঝবে না। স্বর্গের সুখ পাওয়ার যোগ্যই নয়। যদিও পূজারী অনেক আছে, তারাও আসবে প্রজাতে। প্রজা পদ তো কিছুই নেই। মাশ্শা-বাবা বলো, তাহলে ফলো করে মাশ্শা-বাবার আসনে আসীন হও। হাটফেল করে কেন ! স্কুলে কোনো বাচ্চা যদি বলে যে আমি পাশ করবো না তখন সকলেই বলবে যে এ হলো ডাল হেডেড(নিরেট মাথা)। সেন্সীবেল বাচ্চারা অত্যন্ত ভালভাবে পড়ে আর উচ্চ নশ্বরে আসে। বাচ্চারা, তোমরা প্রদর্শনীতে খুব ভাল সার্ভিস করতে পারো। বাবার থেকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো -- বাবা আমি কি সার্ভিস করার উপযুক্ত। তাহলে বাবা বলতে পারেন যে বৎস, এখনও তোমার অনেক কিছু শিখতে হবে অথবা উপযুক্ত হতে হবে। বিদ্বান ইত্যাদিদের সম্মুখে যারা বোঝাবেন, তাদেরকেও হুশিয়ার হতে হবে। সর্বপ্রথমে তো এই নিশ্চয় করানো হয় যে ভগবান এসেছেন। ডেকেও থাকো যে দূর দেশের অধিবাসী এসো, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলো, কারণ আমরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছি। সত্যযুগে তো এতসব মানুষ থাকবেই না। সব আত্মারাই মুক্তিধামে চলে যাবে। যার জন্য দুনিয়া এত ভক্তি করে, বাবা বলেন -- আমি সকলকে নিয়ে যাবো। সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তি। নিশ্চয় হলেই জীবনমুক্ত হবে, জীবনমুক্তিতেও পদ ধার্য করা রয়েছে। পুরুষার্থ করতে হবে যেন জীবনমুক্তিতে রাজা-রানীর পদ প্রাপ্ত হয়। মাশ্শা-বাবা মহারাজা-মহারানী হয়ে যান, তাহলে আমরাও কেন পদ পাব না? পুরুষার্থীরা লুকিয়ে থাকতে পারে না। সমগ্র রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে। যারা দৈবী ধর্মের তারা অবশ্যই আসবে। মাশ্শা-বাবা যদি রাজা-রানী হয় তবে কেন আমরা পুরুষার্থ করবো না! বাবাকে বাচ্চারা পত্র লেখে -- বাবা কখনো-কখনো সেন্টারে আসি। এখন বাচ্চার(কন্যা) বিয়ে দিতে হবে। কোনো জ্ঞানী ছেলে(পাত্র) এনে দাও তাহলে বিয়ে দিয়ে দেব। বাচ্চা বলে যে আমি বিয়ে করবো না। অনেক বাচ্চারা মার খায়। অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। বাবা লেখেন -- মা-বাবা আর কন্যা তিনজনই বাবার কাছে চলে এসো, তবেই বাবা বোঝাবেন। আদরনীয় পিতাশ্রী লিখে থাকো, তাহলে চলে এসো। টিকিটের জন্য পয়সা না থাকলে, তাও পেয়ে যেতে পারো। সম্মুখে এলে শ্রীমৎ পাবে। কুমারী হত্যা তো করবে না, তাই না! তাহলে পাপাত্মা হয়ে যাবে। বাবার শ্রীমতে চলে পবিত্র হতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জীবনমুক্ত পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। যেমনভাবে মা-বাবা মহারাজা-মহারানী হয়ে যান, তেমনভাবে ফলো ফাদার করে সিংহাসনে আসীন (তখতনসীন) হতে হবে। সেক্ষীবেল হয়ে ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে।

২) বাবার সাথে সত্যিকারের প্রেমের সম্পর্ক রাখতে হবে। দয়াশীল হয়ে অন্ধদের পথ দেখাতে হবে। বাবার সম্মুখে বসে শ্রীমৎ নিয়ে পাপাত্মা হওয়ার থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবং রাখতে হবে।

বরদানঃ:- মায়া বা প্রকৃতির বিভিন্নরকমের কার্টুন শো'কে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকা সন্তোষী আত্মা ভব সঙ্গমযুগে বাপদাদার বিশেষ দান হলো সন্তুষ্টতা। সন্তোষী আত্মার সামনে যেকোনো রকমের নড়বড়ে করে দেওয়া পরিস্থিতি এইরকম অনুভূত হবে যেন কার্টুনের খেলা। আজকাল কার্টুন শো'য়ের ফ্যাশন চলছে। তাই কখনো কোনো পরিস্থিতি এলে, তাকে এইরকমই মনে করো যে অসীমের স্ক্রিনে(পর্দায়) কার্টুন শো বা পাপেট শো(কার্টুনের খেলা) চলছে। এ হলো মায়া বা প্রকৃতির এক শো, যা সাক্ষী স্থিতিতে স্থির হয়ে, নিজের আভিজাত্য থেকে, সন্তুষ্টতার স্বরূপে দেখতে থাকো - তবেই বলা হবে সন্তোষী আত্মা।

স্নোগানঃ:- যেকোনো প্রকারের ডিফেক্টের উর্ধ্বে (উপরাম) থাকাই হলো পারফেক্ট হওয়া।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য -

"পরমাত্মার প্রকৃত সন্তান হওয়ার সময় কোনো সংশয়ে আসা উচিত নয়"

ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি -- বাচ্চারা, যখন পরমাত্মা স্বয়ং এই সৃষ্টিতে অবতরিত হয়েছেন, তাই সেই পরমাত্মাকে আমাদের পাক্কা(সত্যের) হাত দিতে হবে কিন্তু পাকাপোক্ত সত্যিকারের বাচ্চারাই বাবাকে হাত দিতে পারে। এই বাবার সঙ্গ কখনও ছাড়বে না, যদি ছেড়ে দাও তখন নির্ধন অর্থাৎ অনাথ হয়ে কোথায় যাবে! যখন পরমাত্মার হাত ধরে নিয়েছি তখন আবার সূক্ষ্ম এই সঙ্কল্পও আসা উচিত নয় যে আমি ছেড়ে দিই বা সংশয় আসা উচিত নয়। জানি না, আমরা পার হতে পারবো কি না, এমনও কোনো বাচ্চা থাকে, যে পিতাকে না জানার কারণে পিতার সামনেই পড়তে থাকে আর এ'রকমও বলে দেয় যে আমি কারোর পরোয়া করিনা। যদি এমন খেয়াল আসে তবে এ'রকম অযোগ্য বাচ্চার দেখভাল বাবা কিভাবে করবেন, তখন তো ধরে নাও পতন হলো কি হলো কারণ মায়া তো ফেলার খুব চেষ্টা করতে থাকে কারণ পরীক্ষা তো অবশ্যই নেবে যে কতক্ষণ পর্যন্ত যোদ্ধা বীর পালোয়ান থাকে! এখন এও জরুরী, যত অধিক মাত্রায় আমরা প্রভুর সাথে থেকে বীর পালোয়ান হতে থাকব, ততই মায়াও পালোয়ান হয়ে আমাদের ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে। জোড়া সমানে-সমানে হবে, যত প্রভু বলবান হবে, ততই মায়াও বল দেখাবে, কিন্তু আমাদের তো পাক্কা নিশ্চয় রয়েছে যে শেষে পরমাত্মাই মহান বলবান প্রতিপন্ন হবেন, সবশেষে ওঁনারই জয় হবে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই বিশ্বাসে স্থির হতে হবে। মায়াকে তার শক্তি দেখাতেই হবে, সে প্রভুর সামনে নিজের দুর্বলতা দেখাবে না। ব্যস্, একবার যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে শেষ হয়ে যাবে সেইজন্য যদিও মায়া নিজের ফোর্স(জোর) দেখাবে, কিন্তু নিজে মায়াপতির(বাবা) হাত ছাড়বো না, সেই হাত সম্পূর্ণরূপে ধরে থাকা অর্থাৎ তার বিজয় নিশ্চিত, যখন পরমাত্মা আমাদের মালিক, তখন তার হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও আসা উচিত নয়। যদি হাত ছেড়ে দাও তো বড় মূর্খ প্রতিপন্ন হবে, সেইজন্য পরমাত্মা বলেন -- বাচ্চারা, যখন স্বয়ং আমিই সমর্থ, তখন আমার সাথে থেকে তোমরাও অবশ্যই সমর্থ হয়ে যাবে। বুঝেছো বাচ্চারা!

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে আত্মার মধ্যে জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকে, ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো, কোনো বিপরীত চলনে চলো না"

*প্রশ্নঃ - বাবা প্রত্যেক বাচ্চার জন্ম পত্রিকা জেনেও শোনান না, তা কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা, বাবা বলেন আমি শিক্ষক, বাচ্চারা, আমার কাজ হলো তোমাদের শিক্ষা দান করে শুধরানো, বাকি তোমাদের ভিতরে কি আছে, তা আমি তোমাদের শোনাবো না । আমি এসেছি আত্মাকে ইঞ্জেকশন লাগাতে, শারীরিক অসুস্থতা ঠিক করতে নয় ।

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা এখন কোন্ বিষয়কে ভয় পাও না, তা কেন ?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন এই পুরানো শরীরকে ত্যাগ করতে ভয় পাও না, কেননা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - আমি আত্মা হলাম অবিনাশী । বাকি এই পুরানো শরীর যদি শেষও হয়ে যায়, আমাকে তো ঘরে ফিরে যেতেই হবে । আমি হলাম অশরীরী আত্মা । বাকি এই শরীরে থেকে আমি জ্ঞান অমৃত পান করছি, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, সদা অমর থাকো, সেবা পরায়ণ হলে তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । যাঁদের এখন মাম্মা - বাবা বলা হয়, তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না । যারা এই গীত রচনা করেছে, তারা তো অর্থ বুঝতেই পারেনি । তাদের এই নিশ্চয়ই নেই যে, আমরা সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে পতিতকে পবিত্র বানানোর জন্য আসতে হয় । তিনি কতো উচ্চ সেবা করতে আসেন । তাঁর কোনো অহংকার নেই, তাঁকে বলা হয় নিরহংকারী । তাঁর নিশ্চয়বুদ্ধি বা দেহী অভিমানী হওয়ার দরকার নেই । তিনি কখনোই সংশয়ে আসেন না । তিনি কখনোই দেহ বোধেও আসেন না । মানুষ দেহ বোধে আসে, তারপর তাদের দেহী অভিমানী করাতে কতো পরিশ্রম লাগে । বাবা বলেন, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো । মানুষ তো বলে দেয়, নিজেকে পরমাত্মা মনে করো । এ কতো তফাৎ । একদিকে পতিত পাবনকে স্মরণ করে, আবার বলে দেয়, সকলের মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজমান । তাদের গিয়ে বোঝাতে হবে । তোমরা দেখো, বাবা কোথা থেকে এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের পরিবর্তন করার জন্য । যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে, তারা তো বলে দেয়, তুমিই আমাদের মাতা - পিতা । আমরা তোমার শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য এখানে এসেছি । পরমাত্মা তো সর্বদাই পবিত্র । তাঁকে ডাকা হয় - তুমি এই পতিত দুনিয়াতে এসো । তাহলে অবশ্যই তাঁকে পতিত শরীরেই আসতে হবে । পতিত দুনিয়াতে তো পবিত্র শরীর থাকেই না । তাহলে দেখো, বাবা কতো নিরহংকারী, তাঁকে পতিত শরীরেই আসতে হয় । আমরা নিজেদের এখনো সম্পূর্ণ বলবো না, আমরা সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছি ।

অসীম জগতের পিতা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতে চলো । বাবা শ্রীমৎ প্রদান করেন - তোমরা ভোরবেলায় উঠে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । শ্রীমতে না চললে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে না । বানর, বানরের মতোই থেকে যাবে, তখন অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে । জানোয়ার ইত্যাদিরা তো আর সাজা ভোগ করে না । এই শাস্তি মানুষের জন্যই । ষাঁড় যদি কাউকে মারে, তাহলে সে মারা গেলেও তো ষাঁড়কে জেলে দেওয়া হয় না । মানুষের তো সঙ্গে সঙ্গেই জেল হয়ে যায় । বাবা বোঝান যে, এই সময় মানুষ তো তার থেকেও খারাপ হয়ে গেছে । তাদের এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । বাবা বোঝান যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণও গীতার জ্ঞান জানেন না । ওখানে এই জ্ঞানের প্রয়োজনই নেই, কেননা বাবা হলেন রচয়িতা । ওখানে কেউই ত্রিকালদর্শী হয় না । এখন এরা ত্রিকালদর্শী না হয়েও বলে দেয়, আমিই ভগবান । তাহলে বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা, নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? মূলত এই একটি ভুলটাই যে ঘটেছে সেটা কারোর বুদ্ধিতে বসে না । না বাচ্চারা তা কাউকে বুঝিয়ে বুদ্ধিতে বসাতে পারে । ভারতই স্বর্গ ছিলো, তা মানুষ ভুলে গেছে । কল্পের আয়ুই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, তাই কোনো পুরানো জিনিস দেখলে বলে দেয়, এ লক্ষ বছরের পুরানো । কেউ কেউ বলে - ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো । তোমরা জানো যে, আমরাই দেবতা ছিলাম । মায়া তোমাদের সম্পূর্ণ কড়ি তুল্য করে দিয়েছে । কোনো মূল্যই নেই । তাই বাচ্চারা, তোমাদের তাদেরকে এখন এই ঘোর অন্ধকার থেকে বের করানো উচিত । কখনো এমন কোনো কর্তব্য করা উচিত নয়, যাতে তোমাদের না বলতে হয় যে, তুমি বাঁদরের মতো । আমি কতো দূর দেশ থেকে আসি তোমাদের নোংরা কাপড় (দেহ বোধ)

ধুয়ে পরিস্কার করার জন্য, তোমাদের আত্মা সম্পূর্ণ ময়লা হয়ে গিয়েছে এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মজ্যোতি জাগ্রত হয়ে যাবে। তোমরা জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকো। তাহলে ওখানেও কিছু পদ প্রাপ্ত করবে। ওখানে গিয়ে দাস - দাসী হলে, এ তো কোনো ভালো কথা নয়। এ হলো রাজযোগ, তাই তোমাদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা চাই। যদি দাস - দাসী হও, তাহলে ভগবানের থেকে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করলে, কিছুই নয়। বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বাবা তো চট করে বলে দিতে পারেন। ইশারা বুঝে নিয়েই তোমাদের কাজ করা উচিত। বলার আগেই যে বুঝতে পেরে কাজ করতে থাকে, সে হলো দেবতা....। বললে যে করে, সে হলো মানুষ। তোমরা এখন দেবতা হওয়ার জন্য শ্রীমৎ পাও। তোমাদের শ্রেষ্ঠ যিনি বানান, সেই বাবা বলেন, প্রদর্শনীতে বড় - বড় অক্ষরে এমন বোর্ড লাগিয়ে দাও যাতে সবার চোখ খুলে যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, তিনি তো পুনর্জন্মতে আসেন। ওরা মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম - মরণে আসেন না, তিনি তো হাজিরা - হজুর (সর্বত্র)। হনুমানের পূজারী বলবে, হনুমান সর্বত্র। এখানে তো একমাত্র বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। গীতার ভগবান তোমাদের হীরের মতো বানান। তাঁর নাম পরিবর্তন করে দেওয়াতে আজ ভারতের এই অবস্থা। এই কথা এখনো এতো দৃঢ়ভাবে বোঝানো হয়নি। জ্ঞানের সাগর তো একজনই। তিনিই হলেন পতিত পাবন। ওরা তো আবার গঙ্গাকে পতিত - পাবনী বলে দেয়। এখন সাগর থেকে তো গঙ্গা নির্গত হয়েছে, তাহলে কেন কেন সাগরে গিয়ে স্নান করে না। ওদের বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে পরীসুলভ গুণ চাই। সবাইকে বোঝানো উচিত - আমরা তো বাবারই মহিমা করছি। নিরাকার পরমাত্মাকে তো সবাই মানে, কিন্তু ওরা কেবল সর্বব্যাপী বলে দেয়। আবার এমনও বলে - হে রাম, হে পরমাত্মা। মালা জপ করে, মালার উপরে থাকে ফুল। এর অর্থও মানুষ বোঝে না। ফুল, মেরু হলো যুগল দানা। মাতা - পিতা তো প্রবৃত্তি মার্গের, তাই না। রচনা রচিত করার জন্য অবশ্যই তো মাতা - পিতাকে চাই। তাই তিনি এনার দ্বারা বসে তোমাদের উপযুক্ত তৈরী করেন, যার স্মরণ পরে মালায় করা হয়। পরমাত্মা এবং আত্মার রূপ কি? এও মানুষ জানে না। তোমরা এখন নতুন কথা শুনেছো। পরমাত্মা এক ছোটো বিন্দু। এ তো আশ্চর্য, তাই না! এতো ছোটো বিন্দুকে কেউ জ্ঞানের সাগর মানবে? তারা মানুষকে মানে, কিন্তু সে তো মানুষের কাছ থেকেই মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত করে - যাতে দুর্গতি তো হয়েই গেছে। এখানে তো ভগবান নিজে এসে জ্ঞান প্রদান করে সদগতি করেন অর্থাৎ রাজার রাজা বানান। তোমরা তো আশ্চর্য হয়ে যাও। আত্মা হলো ছোটো বিন্দু, অতি সূক্ষ্ম। তাহলে বাবাও তো এমনই হবেন, তাই না। আর তিনি হলেন কতো বড় অথরিটি। তিনি কিভাবে পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে এসে পড়ান। মানুষ কি জানবে এই কথা! তারা তো উল্টো ঝুলে (উল্টো জ্ঞান) রয়েছে। বাবা এখন আদেশ দিচ্ছেন, যে আমার মতে চলবে, সে-ই স্বর্গের মালিক হবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমি আত্মা হলাম অশরীরী। এখন আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমি তো অবিনাশী আত্মা। বাকি এই পুরানো শরীর যদিও শেষ হয়ে যাবে। এখানে বাবা তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করান, তাই তোমরা অমর হয়ে থাকো। তাও যারা সেবা পরায়ণ হবে, তাদের আয়ুই বৃদ্ধি পাবে। প্রদর্শনীতে অনেক সেবা হয়, সেখানে প্রভূত উন্নতি হবে। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আর পরমাত্মার মহিমার মধ্যে অনেক তফাৎ। বাবা বলেন, তোমরা স্বর্গতে পবিত্র ছিলে। এখন কিভাবে পতিত হলে, সে তো জানা চাই, তাই না। বাবা এসে পাথর তুল্য বুদ্ধিকে পরশ পাথর তুল্য করেন।

ঐশ্বরীয় সন্তানদের কখনোই কাউকে মন - বাণী এবং কর্মে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবা বলেন - দুঃখ দিলে তোমরা মহান দুঃখী হয়ে মরবে। সর্বদা সবাইকে সুখ দান করা উচিত। ঘরে অতিথিদের খুব যত্ন করে সেবা করা হয়। এ হলো পুরানো শরীর, কর্ম ভোগ করে হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে, এতে ভয় পেলে চলবে না। না হলে পরে সাজা ভোগ করতে হবে। তোমাদের খুবই মাধুর হতে হবে। বাবা কতো ভালোবেসে বোঝান। এই উপার্জনে কখনোই হাই তোলা বা ঝিমিয়ে পড়া উচিত নয়। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করলে সদা নিরোগী হয়ে যাবে। আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি, তাই কোনো কুকর্ম করো না। সঙ্কল্প তো অনেকই আসবে - অমুক জিনিস না বলে নিয়ে থেয়ে নিই। এই জিনিস গ্রহণ করি। আরে, বাবা তো বাচ্চাদের জন্মপত্রিকা জানেন, তাই সুন্দর স্বভাব ধারণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমি সকলের জন্মপত্রিকা জানি, কিন্তু এক একজনকে বসে শোনাবো নাকি যে তোমাদের ভিতরে কি আছে। আমার কাজ হলো শিক্ষা প্রদান করা। আমি তো টিচার। এমন নয়, বাবা তো জানেনই, আমাদের ওষুধ নিজেই পাঠিয়ে দেবেন। বাবা বলবেন - অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাও। হ্যাঁ, সবথেকে ভালো ওষুধ হলো যোগ। বাকি আমি তো কোনো ডাক্তার নই যে, বসে ওষুধ দেবো। হ্যাঁ, কখনো দিয়েও দিই, ড্রামাতে নির্ধারিত আছে তো। বাকি, আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ইঞ্জেকশন লাগাতে এসেছি। ড্রামাতে থাকলে কখনো ওষুধও দিয়ে দিই। বাকি এমন নয় যে, বাবা তো সমর্থ, আমাদের অসুস্থতা কেন দূর করছেন না। ভগবান তো যা চায় তাই করতে পারেন। তা নয়, বাবা তো এসেছেন পতিতকে পবিত্র করতে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মন - বাণী এবং কর্মে কখনোই কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । কর্ম ভোগকে ভয় পেও না । খুশীর সঙ্গে পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

২) সঙ্কল্পের বশীভূত হয়ে কোনো কুকর্ম ক'রো না । সুন্দর স্বভাব ধারণ করতে হবে । দেবতা হওয়ার জন্য প্রতিটি কথা ইশারাতেই বুঝে যেতে হবে । বলার প্রয়োজন নেই ।

বরদানঃ:- অসীম জগতের সম্পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়, এবং আত্মিক নেশায় থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিবান ভব বর্তমান সময় তোমরা বাচ্চারা এমন শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ অধিকারী হও যে, স্বয়ং অলমাইটি অথরিটির উপর তোমাদের অধিকার । পরমাত্মা অধিকারী বাচ্চারা সর্ব সঙ্কল্পের এবং সর্ব সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করে নেয় । এই সময়ই বাবার কাছে 'সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিবান ভব' এই বরদান প্রাপ্ত হয় । তোমাদের কাছে সর্ব গুণের, সর্ব শক্তির আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অবিনাশী সম্পত্তি আছে, তাই তোমাদের মতো সম্পত্তিবান আর কেউই নেই ।

স্নোগানঃ:- সদা সাবধান থাকো তাহলে অমনোযোগী ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

"পরমাত্মার সঙ্কল্পে অনেক মানুষের মতের সর্বশেষ সমাধান"

এখন তো এই সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে যে, পরমাত্মা এক, সেই পরমাত্মাকে কেউ শক্তি রূপে মানে, কেউ বলে প্রকৃতি, এর অর্থ তারা কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই মানে । তাহলে যেই বস্তুকে মানে, অবশ্যই তা কোনো বস্তু হবে, তাই তো তাঁর নাম রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই এক বস্তুর সঙ্কল্পেই এই দুনিয়াতে যত মানুষ আছে, ততই মত, কিন্তু জিনিস তো সেই একই । এরমধ্যে মুখ্য চার মতো শোনাচ্ছি - কেউ বলে ঈশ্বর সর্বত্র, কেউ বলে ব্রহ্ম সর্বত্র । কেউ বলে ঈশ্বর সত্য, মায়া মিথ্যা ? কেউ আবার বলে ঈশ্বর নেই, চারিদিকে প্রকৃতিই প্রকৃতি । তারা আবার ঈশ্বরকে মানে না । এখন এই হলো অনেক মত । ওরা তো মনে করে, জগৎ হলো প্রকৃতি, বাকি আর কিছুই নেই । এখন দেখো, জগৎকে তো মানে, কিন্তু যেই পরমাত্মা এই জগৎ রচনা করেছেন, সেই জগতের মালিককে মানে না । দুনিয়াতে যতো মানুষ আছে, তাদের এতো মত, অবশেষে এই সমস্ত মতের সমাধান পরমাত্মা স্বয়ং এসে করেন । এই সমস্ত জগতের নির্ণয় পরমাত্মা এসে করেন, অথবা যিনি সর্বোত্তম শক্তিমান, তিনিই তাঁর রচনার নির্ণয় বিস্তার করে বোঝাবেন, তিনিই আমাদের রচয়িতার পরিচয় প্রদান করেন, তারপর নিজের রচনার পরিচয়ও দেন । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমত অনুসরণ করে নিজের কর্মগুলিকে সংশোধন করো, বিকর্মকে ভস্মীভূত করো, মালার দানা হওয়ার জন্য এক বাবা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের রক্ষা বাবা স্বতঃতই করে থাকেন ?

*উত্তরঃ - যারা যতটা নির্মল ও সততা বজায় রেখে চলে, বাবার কাছে সর্বদা সত্যতা বজায় রাখে, তাদের রক্ষা স্বতঃতই হতে থাকে। অসত্য পথে বিচরণকারীদের রক্ষা কখনোই হতে পারে না। মায়া ওদেরকে অনেক আকৃষ্ট করতে থাকে। ওদের জন্য তাই শাস্তি সুদূর হয়ে যায়।

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা রুহানি সার্জনের কাছ থেকে নিজের অসুখ কেন লুকিয়ে রাখে ?

*উত্তরঃ - কারণ তাদের নিজেদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় থাকে। জানেও যে মায়া আমাদের প্রতারণা করছে। চোখও অপরাধপ্রবণ হয়ে গেছে, তাও বাবার থেকে লুকিয়ে রাখে। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা যত লুকিয়ে রাখবে ততই নিচে নামতে থাকবে। মায়া খেয়ে নেবে। তারপর পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেবে, সেইজন্য অনেক সতর্ক থাকতে হবে। মনমত অথবা আসুরী মতের আধারে চলবে না।

ওম্ শান্তি । রুহানি পিতা রুহানি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চাদের তো এই নিশ্চয় আছে যে, রুহানি পিতা-ই আত্মাদেরকে পড়ায়, সেই জন্য গায়ন আছে যে আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল..... মূলবতনে তো সকল আত্মারা একসাথে থাকে। আলাদা থাকে না, আবার ওখান থেকে আত্মারা আলাদা হয়ে যায়। এখানে এসে নিজের নিজের পার্ট প্লে করে। সতোপ্রধান থেকে নিচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান হয়ে যায়। আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, আমি প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আসি। এই সৃষ্টি চক্র হল ৫ হাজার বছরের। নিরাকার শিববাবাও অবশ্যই শরীর দ্বারাই শোনাবেন। উপর থেকে কোনো প্রেরণা ইত্যাদি দেন না। যেমন তোমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বার্তালাপ করো, বাবাও বলেন আমি এই শরীরের দ্বারা তোমাদের সাথে বার্তালাপ করে থাকি। বাচ্চারা তোমাদের নির্দেশ দিই, যতটা যে নির্দেশ অনুসারে চলবে সে ততটাই নিজেদের কল্যাণ করবে। বাবা তো বোঝান, তারপর কেউ শ্রীমত অনুসরণ করুক বা না করুক। শিক্ষকের কথা শুনুক অথবা না শুনুক। ওরা তো নিজেদের জন্যই লাভ অথবা ক্ষতি করে থাকে। না শুনলে, তাহলে ফেল হয়ে যাবে। শিববাবা তো অনেক ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। শিববাবার থেকে বাচ্চারা তোমাদের শিখে আবার অন্যদেরকে শেখাতে হবে। সন শো'জ ফাদার, এখানে শারীরিক পিতার কথা বলা হয়নি। এ হলো রুহানি পিতার কথা। বাচ্চারা বোঝে যত যে শ্রীমত অনুসরণ করে চলবে ততটা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। কেননা রাবণ রাজ্যে পাপ আত্মারা, পুণ্য আত্মাদের সামনে নত মস্তক হয়। কিন্তু এটা জানে না যে, এই পুণ্য আত্মারাই আবার পাপ আত্মা হয়। মনে করে যে, তারা সর্বদাই পুণ্য আত্মাই থাকে। বাবা বোঝান যে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে পুণ্য আত্মা থেকে পাপ আত্মা হয়ে যায়। ৮৪ জন্ম নেয় তাই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে চলে আসে। পাপ আত্মা হওয়ার পরে আবার বাবাকে স্মরণ করে, যখন পুণ্য আত্মা থাকে তখন বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না। এখন এইসব কথা গুলি সবাইকে বাবা তো বসে বোঝাবেন না। বাচ্চারা সার্ভিস করে। মানুষ তো এই সময় অসুরে পরিণত হয়, এই কারণে বুদ্ধিতে বসেই না যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। সমস্ত কিছুই নির্ভর করে এই কথার উপরে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী, ওনাকে দেবতা বলা হয়। আত্মাদের পিতা হলেন নিরাকার বাবা, ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। যদিও প্রজাপিতা বলা হয় কিন্তু উনি তো হলেন সাকারের। এইসব কথাগুলি অনেক ভালোভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু কোনো বাচ্চা না বুঝে উল্টো রাস্তা নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। বাবা রাস্তা বলেন শহরের বা স্বর্গে যাওয়ার কিন্তু না বোঝার কারণে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। জঙ্গলে চলে যায় তাই কাঁটা হয়ে যায়। এখানে থেকেও রাস্তা পুরোপুরি ধরতে পারে না। মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যায়। আবার ওখানেও শেষের দিকে চলে আসে। তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গে যাওয়ার জন্য। ত্রেতাকেও বাস্তবে স্বর্গ বলা যায় না। ২৫ শতাংশ কম হয়ে গেছে তাই না। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। বাবা বলেন যে পুরাতন দুনিয়াকে ত্যাগ করে নূতন দুনিয়াকে স্মরণ করো। এইরকম তো বলবে না যে পুরানো দুনিয়াকে ভুলে ত্রেতাকে স্মরণ করো। ত্রেতাকে কখনোই নূতন দুনিয়া বলা যাবে। রাস্তা সঠিক নির্বাচন না করার কারণে নিচে উপর হতে থাকে। ড্রামা অনুসার কল্প পূর্বে যারা সম্পূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তারাই উত্তীর্ণ হবে। ত্রেতাতে যারা যাবে তাদেরকে অনুত্তীর্ণ বলা যাবে না। যারা স্বর্গবাসী হয়, তারাই সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়। কল্প-কল্পান্তর, জন্ম-জন্মান্তর সঙ্গমে তারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। যেরকম এখন করছে।

যারা ফুল হওয়ার নয়, তাদেরকে যতই জোর দিয়ে টানো তারা কখনোই ফুল হবে না। আকন্দ তবুও তো ফুল তাই না। কাঁটা তো ফুটে থাকে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে এই পঠন-পাঠনের উপরেই। মায়া ভালো-ভালো বাচ্চাদেরকেও কাঁটা বানিয়ে দেয়। ট্রেটর হয়ে যায়। যারা নিজের ঘরকে পরিত্যাগ করে অন্যদিকে চলে যায় তাদেরকে ট্রেটর বলা হয়। বাবা তো মায়ার থেকে আমাদেরকে ছাড়াতে এসেছেন। বলেও বাবা, মায়া খুবই শক্তিশালী। নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। মায়া কম চুষক নয়। এই সময় দেখো সৌন্দর্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে, কত ফ্যাশানেবল হয়ে গেছে। বায়োস্কোপে কত কিছু দেখায়। আগে বায়োস্কোপ ছিল না। ১০০ বছরের মধ্যে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দ্বারাও ড্রামার রহস্য বোঝাতে হবে। ১০০ বছরের মধ্যে যেন স্বর্গ তৈরী হয়ে গেছে। ওখানে তো এই সায়েন্সও অনেক সুখ প্রাপ্ত করবে। ওখানে সায়েন্সের অহংকার থাকে না। কত সুখ প্রাপ্ত করায়। কিন্তু ওই সুখ স্থায়ী করার জন্য পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়।

বাবা বাচ্চাদেরকে উঁচুতে উঠানোর জন্য দেখো কত পরিশ্রম করেন। কেউ-কেউ তো মানে না যে বাবা আমাদেরকে পড়ান। ভালো-ভালোরাও মায়ার অধীনস্থ হয়ে যায়। মায়া সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে নেয়। কিন্তু তবুও একবার যারা জ্ঞান শুনেছে তারা অবশ্যই স্বর্গে যাবে কিন্তু উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বলে তো সকলেই যে আমি নারায়ণ হবো। তাহলে পুরুষার্থও ততটাই করতে হবে, কিন্তু এই সবকিছুই হলো ড্রামার খেলা। কেউ উর্ধ্ব ওঠে, কেউ নিচে নেমে যায়। নিচে উপর হতেই থাকে। সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের যাত্রার উপরে। বাবা তোমাদেরকে অবিনাশী সম্পত্তি দেন। ওখানে কর্মভোগ থাকে না। এই সময় এখানে যারা যতটা জমা করে তারাই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকে। এই খেলায় কখনোই আসা উচিত নয় যে উর্ধ্ব উঠলে আবার নিচেও নামতে হবে। অনেক নিচে নেমেছে, তাহলে এখন তো উর্ধ্ব উঠতেই হবে। ড্রামা অনুসার পুরুষার্থ তো হতেই থাকবে। শিবের সবথেকে বেশি পূজা হয়। ওঁনাকেই আবার নুড়ি-পাথরে আছেন বলে দেয়। কতটা অজ্ঞানী। যদিও শিবের পূজা করে, বলিও দেয়, কিন্তু তাও শিবকে কেউ জানে না যে উনি হলেন জ্ঞান সাগর, বাবা কিভাবে এসে পড়ান। এখন পঠন-পাঠন করে, পুরুষার্থ করে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হবে। মায়াও কাউকে ছাড়ে না, একদম ধরে নেয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা প্রকৃত চার্ট লেখো। অনেক বাচ্চারা সত্যি বলে না তখন শাস্তিও পায়। শাস্তির সময় হা-হতাশ করে। ক্ষমা করো এইরকম আর করবো না। ছোট বাচ্চারা যখন কোনো ভুল কাজ করে তখন তার বাবা তাকে মারে, তখন সে বলে হয় রে এ আমি কি করলাম। ইনি হলেন বেহদের পিতা। কত মহান পিতা কত নম্রতার সাথে থাকেন। কত কোমল, নমনীয়। যেরকম ছোট বাচ্চারা কোমল হয়, যেকোনো কথা বললে বলে আচ্ছা ঠিক আছে কেননা ড্রামা অনুযায়ী চলছে, আচ্ছা এটা পূর্বনির্ধারিত ছিল। তারপরে বোঝান - পরবর্তী সময়ে এইরকম যেন না হয়। শ্রীমত আর আসুরী মত। এই ব্রহ্মাও হলেন অলৌকিক পিতা তাই না, তাও তিনি হলেন বেহদের পিতা। হদের পিতাকে যদিও কেউ না মানে। বেহদের পিতা এনাকে (ব্রহ্মাকে) নিমিত্ত বানিয়েছেন তাহলে এনার কথা অবশ্যই মান্য করা উচিত তাই না? এইজন্য এই বাবা বলেন যে মায়া কোনো কম নয়, অপকর্ম করিয়ে নেয়। বুঝতে হবে - এটা হলো ঈশ্বরীয় মত। বাবা বলেন, এনার দ্বারা যদি এমন কোনো মত প্রাপ্ত হয়, সেটাও আমি ঠিক করে দেবো। বাবা রথও অনুভবী-ই নিয়েছেন। কত গালিগালাজ খেয়েছেন। বাবার সাথে সততার সাথে থাকতে হবে। যতটা যে সততার সাথে চলবে, তার ততটাই রক্ষা হবে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলছে যারা তাদের কখনোই রক্ষা হবে না, তাদের জন্য শাস্তি সুদূর হয়ে যায়। মায়া নাক ধরে নেয়। বাচ্চারা জানে যে - মায়া খেয়ে নিয়েছে, এই জন্য আমরা পঠন-পাঠন ছেড়ে দিয়েছি। বাবা বলেন, যা কিছুই হোক না কেন, পড়াশোনা কখনোই বন্ধ করবে না। যারা যেরকম করবে, তারা সেরকমই প্রাপ্ত করবে। কখন প্রাপ্ত করবে? ভবিষ্যতে, কেননা এখন দুনিয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে। এটা কেউ জানে না, তোমরা ছাড়া। তোমাদের মধ্যেও অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। যদি স্মরণে থাকো তাহলে খুশিও থাকবে, কিন্তু মায়া একদম ভুলিয়ে দেয়। এই মায়ার সাথে লড়াই অস্তিম ক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। ভালো-ভালো বাচ্চারাও জানে যে এটা আমার দ্বারা হয়ে গেছে, তাও সত্য বলে না, সম্মানের ভয় থাকে। হতাশ হয়ে পড়ে। হ্যাঁ যদি কোনো যুগল হয়, যখন বোঝে একজন বলে দিয়েছে তাহলে আমিও বলে দিই। ভাগ্যে উচ্চপদ না থাকায় সার্জনের থেকে লুকিয়ে রাখে। যত লুকিয়ে রাখে, ততই নিচে নামতে থাকে। এই চোখও হল এমন যা অপরাধ প্রবণতাকে ছাড়তে পারে না। কোনো কোনো এমন অনেক ভালো বাচ্চা আছে - যারা কখনোই অন্য কাউকে স্মরণ করে না। যে রকম পতিব্রতা স্ত্রীর কখনোই কোনো পর-পুরুষে দৃষ্টি যায় না। তাই বাবা বোঝান যে - যদি মালার দানা হতে চাও তাহলে এইরকমই স্থিতির প্রয়োজন। বিশ্বের মালিক হওয়া কোনো কম কথা নাকি? অসীম জগতের বাবা এসে পড়াচ্ছেন আর কি চাই। বাবা তোমাদেরকে বাস্তবে দেখান যে অমুক অমুকের মধ্যে এই গুণ আছে, এর মধ্যে এটা আছে - তাইতো নম্বর অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন দেন। এখানে বসে-বসেও বাবার বুদ্ধি সার্ভিসেবল (সেবাধারী) বাচ্চাদের প্রতি-ই থাকে। অজ্ঞান কালেও অজ্ঞানকারী বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা থাকে। বাবা জানেন যে, আমার কোন্ বাচ্চা ভালো সেবা করছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী, শিববাবার পৌত্র পৌত্রীরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই প্রাপ্ত করবে। ব্রহ্মার কাছে উত্তরাধিকার নেই। বাবা স্বয়ং বলেন আমি

তোমাদের আত্মাদের পিতা। তোমাদের বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাই, এইজন্য এখন আমার শ্রীমত অনুসারে চলো। আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদেরকে আমার মতো অশরীরী বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত থাকুক - জ্ঞান আর যোগের দ্বারা। যদি জ্ঞান আর যোগের মধ্যে সঠিক ভাবে না থাকে তাহলে ধর্মরাজের থেকে শাস্তি পেতে হবে। সেইজন্য প্রথমে নিজের বির্কমকে ভস্ম করো। এইসময় মানুষ যদিও নিজেদেরকে স্বর্গেই আছে মনে করে কিন্তু এটা হলো অল্পকালের সুখ। ওদেরকে অসীম জগতের পিতা উত্তরাধিকারও দেন না। বাবা বলেন যে আমি হলাম গরিবের ভগবান। যারা একদম-ই গরিব, পতিত অহল্যারা আছে তাদের ধনবান বানিয়ে দিই। যদি কেউ পতিত থেকে পবিত্র না হতে পারে তাহলে বিজয় মালায় আসতে পারবে না। এটা হল অসীম জগতের বাবার সাথে সওদা। বাবা, এই সবকিছুই তো মাটিতে মিশে যাবে, সেইজন্য আমরা আপনার উপর বলিহার হয়ে যাই। এইসব কিছুই আপনি নিয়ে নিন, আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিন। বাবা বলেন আমি তো হলাম দাতা এই রাজস্ব স্থাপন করার জন্য বা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য কোন খরচ নেই। ওখানে দেখো লড়াইয়ের জন্য কত খরচা হয়। এখানে কি তোমাদের কোনো খরচা আছে? কেননা এখানে কোনও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না। যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়। আর ওরা বাহুবলের দ্বারা এত লড়াই করে তাও বিশ্বের মালিক হতে পারে না। ড্রামাতে ওদের কোনো পার্ট-ই নেই। প্রকৃত রাজযোগ বেহদের বাবা-ই শেখান। তোমরা জানো যে, রাজযোগের দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে পঠন-পাঠন করছো আর পঠন-পাঠন অনুসারেই নম্বর ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপি বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান নম্রতার গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকেই কাঁটা ফোটাতে না। ফুল হয়ে সৌরভ ছড়াতে হবে।

২) সততার গুণ ধারণ করে সার্জনের থেকে কোনো কথা লুকিয়ে রাখলে চলবে না। পঠন-পাঠন কোনো পরিস্থিতিতেই বন্ধ করলে হবে না। আঙুলকারী হতে হবে।

বরদান:- বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া বরদানগুলি সময় অনুসারে কাজে লাগিয়ে ফলপ্রসূকারী বরদানী মূর্তি ভব বাপ-দাদার থেকে যা কিছু বরদান প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলিকে সময় অনুসারে কাজে লাগালে বরদান সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী হবে। বরদানের বীজকে ফলদায়ক বানানোর জন্য এগুলিতে বারংবার স্মৃতির জল দাও, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রৌদ্র প্রদান করো। তাহলে একটি বরদান অনেক বরদানকে সাথে নিয়ে আসবে আর তার ফল স্বরূপ বরদানী মূর্তি হয়ে যাবে। যত বরদানগুলিকে সময় অনুসারে কাজে লাগাবে ততই বরদান আর শ্রেষ্ঠ স্বরূপ দেখাতে থাকবে।

স্নোগান:- অ্যাটেনশন স্বভাবিকভাবে থাকলে, তখন টেনশন স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে সেইজন্য দেহের চেতনাকে ত্যাগ করো, আমি খুব ভালো, আমি ধনী এ'সব ভুলে গিয়ে নিজেকে আত্মা মনে করো"

*প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয় বা ধারণার আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের অতি উচ্চ ভাগ্য তৈরি করতে সক্ষম হও ?

*উত্তরঃ - প্রথমেই দুটো নিশ্চয় থাকা চাই যে আমরা হলাম আত্মা। এখন আমাদের শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য এই দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। ২) আমাদের জ্ঞান প্রদানকারী শিববাবাই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ওনার শ্রীমত অনুসারে আমাদের চলতে হবে। শ্রীমতে চলে নিজের এবং আত্মীয় পরিজন যারা আছে সবার কল্যাণ করতে হবে। যে বাচ্চা শ্রীমত অনুসারে চলে না বা যিনি পড়াচ্ছেন সেই বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি নেই সে কোনো কাজের নয়। সে চলতে-চলতে হারিয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করতে পারেনা।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বসে আছে এবং তারা জানে যে বাবার সামনে বসে আছে। কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী মিত্র সম্বন্ধদের সামনে বসে নেই। তোমরা জানো আমরা পূর্বের মতোই অতি মিষ্টি বাবা যাঁকে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছি, তাঁর সম্মুখেই বসে আছি। আমরা বেঁচে থাকতেই ওঁনার সন্তান হয়েছি। সন্ন্যাসীদের তো ফলোয়ার্স তৈরি হয়। ওরা তো নিজের ঘরেই থাকে না ! ওদের ফলোয়ার্স বলা হয়, কিন্তু ওরা ফলো করে না। বাচ্চারা তোমাদের ফলো করতে হবে। বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত যে আমরা আত্মা, যেখানে বাবা যাবেন আমরাও সেখানে যাব। নিরাকার বাবা পরমধাম থেকে এখানে এসেছেন পতিতদের পবিত্র করে তুলতে। তিনি আসবেন তো এই পতিত দুনিয়াতেই, পতিত শরীরে। যে প্রথম নম্বরে পবিত্র ছিল, যে ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে, তার মধ্যে বসেই এ'সব বুঝিয়ে থাকেন। এখানে অসংখ্য বাচ্চারা বসে আছে। টিচার কি শুধু একজনকেই পড়াবেন নাকি ? ভগবানুবাচ শুধুমাত্র অর্জুনের প্রতি, এটা তো হতে পারে না। বাচ্চারা জানে আমরা আত্মারা বাবার সামনে বসে আছি। আর কোনো সংসঙ্গে এমনটা মনে করেনা। তোমাদের বোঝানো হয়েছে এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে। শরীর তো এখানেই ছাড়তে হবে, সেইজন্যই দেহের চেতনাকে ত্যাগ করো। আমি খুব ভালো, আমি বিত্তবান, এ'সবই ছাড়তে হবে। আমি আত্মা, এটাই নিশ্চিত করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতেই বাবার সাথে চলে যেতে হবে। শিববাবা বলেন আমার তো দেহ-অভিমান থাকতে পারে না কেননা আমার শরীর নেই। তোমাদেরও প্রথমে এই দেহ-অভিমান ছিল না, যখন তোমরা আত্মারা আমার কাছে ছিলে। তারপর তোমরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছ। তোমরা বলবে আমরা রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়েছি। এখন আবার তোমাদের মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। শরীরকে তো নিয়ে যাব না। এই শরীর পুরানো হয়ে গেছে, এর চেতনা বুদ্ধি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। নিজের ঘর পরিবারেই থাকতে হবে। এটা কোনো সন্ন্যাসীদের মঠ নয়। নিজেদের ঘর পরিবারের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হবে, ওরা (সন্ন্যাসীরা) তো ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। বাবা বাচ্চাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেন না। বাবা বলেন তোমরা নিজের বাচ্চাদের শিববাবাকে স্মরণ করার কথা মনে করিয়ে দাও। তাদের বোঝাতে থাকলে ওদেরও শিববাবার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে। শিববাবা কত মিষ্টি এবং প্রিয়। সবাইকে এখানে বসিয়ে দিলে বাচ্চাদের কে সামলাবে। এমন অনেক বাচ্চা আছে, যারা এখানে শরীর ত্যাগ করে পুনরায় দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়ে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে আসবে, বাবার সাথে মিলিত হবে। এটাই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে আমরা আত্মা। এই শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। এখানে থাকতে আমাদের মন লাগে না। সন্ন্যাসীরা বলে থাকে ব্রহ্ম তত্ত্বে লীন হয়ে যাব। অনেক মত-মতান্তর আছে, আর এখানে এক বাবাই আছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে এতো সব ধর্ম ছিল না। এখন সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে। এখন বাবার পুনর্জন্ম হয়েছে। তোমরা এখন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। পুনর্জন্ম একজনের জন্যই বলা হয়। অনেক বাচ্চারা লিখে থাকে, বাবা আমাদের জীবনে সুন্দর পরিবর্তন এসেছে। কখনও সামান্য ক্রোধ এসে যায়। বাবা বলেন হ্যাঁ বাচ্চারা এটা তো হবেই। রোগ কি চট করে সেরে যায়? সব গুণ বেরিয়ে গিয়ে নির্গুণ হয়ে গেছে। এখন সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। তোমাদের অগাধ ধন প্রাপ্তি হয়। ওখানে লোভের কোনো কথাই নেই। এখানে লোভবশতঃ কত চুরি ইত্যাদি করে থাকে। অফিসারদের গাফিলতিতে আনাজের গুদাম নষ্ট হয়ে যায়, তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এখানে মানুষ অনাহারে মরে যায়। তোমরা বুঝতে পেরেছ শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিশ্চয় না হবে যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন ততক্ষণ কোনো কাজের নয়। বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে। এখন পবিত্র হচ্ছে। শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে। নিজের মত চালানো উচিত নয়। মিত্র

সম্বন্ধে যারা আছে তাদের শ্রীমত দ্বারা কল্যাণ করতে হবে। বাবাকে চিঠি লিখতে হবে। শ্রীমত অনুসারে না লিখলে অকল্যাণ হবে। অনেকেই আছে যারা চুপিসারে চিঠি লেখে। বাবা শিক্ষক রূপে বসে আছেন, সুতরাং বাবাকে বলা উচিত। বাবা তোমাদের এমন চিঠি লেখা শেখাবেন যে পড়বে তার রোম রোম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। বাবা মানা করেন না, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। তা না হলে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম কীভাবে হবে। কেউ-কেউ আছে যারা শ্রীমত অনুসারে না চলে হারিয়ে যায়। ভাগ্যে না থাকার কারণে চলতে পারে না। এমন অনেক পুরুষ আসে - যাদের স্ত্রীরা আসে না। তারা মানে না। শিববাবা লেখেন তোমরা তো দুর্বল। তাদের বোঝাও। তোমরা তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমরা আশ্রয় পালন করব। তোমরা নিজেদের স্ত্রীকে বশ করতে পারছ না বিকারকে কীভাবে বশ করবে। তোমাদের দায়িত্ব স্ত্রীকে নিজের হাতে রাখা, ভালোবাসার সাথে তাদের বোঝাও। শাস্ত্রে এসব বিষয়ে এই সময়ের কথা লেখা হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাও প্রথমে বুদ্ধ (বোধবীণ) ছিলে। এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান করে তুলেছেন।

তোমরা জানো শিববাবা ৫ হাজার বছর আগেও এমনই পার্ট প্লে করেছিলেন। এভাবেই নিশ্চয় বুঝিয়েছিলেন আর এই ব্রহ্মাও সেটা জেনেছেন। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। যে যথার্থ রীতিতে সার্ভিস করবে সেই ফরিস্তা হয়ে যাবে। যদি হিসেব-নিকেশ থাকে তবে সাজা ভোগ করতে হবে। এখন তোমরা সামনে বসে আছ। শিববাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। এমনটা মনে করবে না যে ব্রহ্মা শোনাচ্ছেন। শিববাবা বলেন বাচ্চারা এখন নাটক শেষ হতে চলেছে। তোমরা আমার সাথে যোগযুক্ত হলে পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা জানো এখন সাজন তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন এবং পড়াচ্ছেন। কত চমকপ্রদ বিষয়। তোমরা কত সৌভাগ্যশালী সুতরাং একজনেরই শ্রীমত অনুসারে চলা উচিত তাইনা। তিনি বলেন তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি হলাম শ্রী শ্রী। তোমাদের শ্রী শ্রী শ্রেষ্ঠ করে তুলি। শ্রেষ্ঠ দুনিয়া গড়ে তুলি। এখানে কত পতিত অথচ নিজের উপরেই শ্রী টাইটেল রেখে দেয়। তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছ। তোমাদের আত্মা রূপী সুঁচে মরচে ধরে গেছে। এখন চুম্বক এসে পরিষ্কার করছে। পরিষ্কার হলেই বাবার সাথে যেতে পারবে, মরচে পরিষ্কার করার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। মায়েরা শ্রী কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখে, সেটা হচ্ছে স্বর্গের মাখন। দুটি বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন তো শ্রী কৃষ্ণই পাবে। শ্রী কৃষ্ণ তো একা রাজত্ব করবে না। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ পরিবারের রাজত্ব চলে এরপর রাজাদের ঘরানা আসে। সেটা অনেক বছর ধরে চলে। তারপর প্রজাদের প্রজার উপর রাজত্ব শুরু হয়।

এখন তোমরা বুঝেছ বাবা আমাদের পার্ট প্লে করতে পার্টিয়েছিলেন। স্বর্গে আমরা খুব সুখী ছিলাম। ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার ভারতের জন্যই গায়ন আছে। ঐ কুমারীরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পেতে সক্ষম করে তোলে। বাবা কত সুন্দর এবং যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন তা সত্ত্বেও কারো-কারো পঁচে যাওয়া অবগুণ বের করতেই চায়না। বাবা হলেন একজন বড় মার্শাল, তার সাথে তিনি ধর্মরাজও। যদি শ্রীমত অনুসারে না চলে তবে তাঁর রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজ আছেন। কেউ বাবার কোলে জন্ম নিল তারপর ফিরে যায় এবং মরেও গেল তবে কতখানি লোকসান হয়ে যায়। শ্রীমত অনুসারে চলেনা তাই মরে যায়। কত বোঝানো হয় যে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝো যে বাবা আমি তোমার। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। বাবাও (ব্রহ্মা) বলেন আমি শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছি, কিন্তু এসব কিছুই জানতাম না। যদি কেউ বলে আমি এই শিক্ষা গুরুর কাছে পেয়েছি তবে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা কি একজনই পেয়ে থাকে? গুরুর ফলোয়ার্স তো অনেক হয়। যদি গুরুর শিক্ষাই গ্রহণ করত তবে গুরুর পদবীও নিত। এখানে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের শিক্ষা দিয়ে, সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম করে তোলেন। এক ধাক্কায় সবকিছু ছাড়িয়ে দেন। অনেক বাচ্চারা এইমন করেছে। ভাঙি হতো, পাকিস্তানে বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করা হতো। বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি বাবা বসে ছিলেন। আমরা পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে বলতেন আনাজ ভালো পাওয়া যাচ্ছে না। সাথে সাথেই অফিসার বলে দিতেন যা চাও পছন্দ করে নিয়ে যাও। বুদ্ধির তালা খোলার জন্য বাবা ছিলেন। কিছু তো সহন করতেই হয়। কুমারীরা কত মার খায়। ওরা বাবাকে স্মরণ করে বলে বাবা অবাক করেছে তুমিই আমাদের ঐশ্বরীয় লটারি পাইয়ে দিয়েছ। বাচ্চাদের খুব মিষ্টি হতে হবে, ভালোভাবে চলতে হবে। ঘর পরিবারের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হবে। রচয়িতা যদি পালিয়ে যায় তবে রচনার কি অবস্থা হবে! এখানে সন্ন্যাসীদের ঐ পার্ট ছিল, ঐ সময় পবিত্রতা দরকার ছিল। সম্পূর্ণ খেলা এইভাবেই তৈরি হয়েছে। এখানেই রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। সত্যযুগে পতিতদের পবিত্র করে তুলব না। এই সঙ্গম যুগ হল বিখ্যাত। বাবা বলেন আমি আগেও বলেছি প্রতি কল্পে-কল্পে সঙ্গম যুগে আমি আসি। ওরা যুগে-যুগে, কচ্ছ মচ্ছ অবতার লিখেছে। মানুষও সেটাকেই সত্যি সত্যি বলে মেনেছে। রাবণ রাজ্য যে! সন্ন্যাসীরা সবসময় শান্তি চেয়ে থাকে, তাদের সুখে বিশ্বাস নেই। ওরা বলবে জ্ঞান ঠিক নয়। দুনিয়াতে কোথায় সুখ আছে। রাম যেমন ছিল রাবণও ছিল। কৃষ্ণ ছিল যেমন কংসও ছিল। আর স্বর্গে ছিল অপার সুখ, কৃষ্ণকে সবাই কত ভালোবাসে। তাকে তো স্বর্গেই পাওয়া যাবে। তোমাদের মনোকামনা এখন পূর্ণ হচ্ছে। তোমরা জানো বাবা কৃষ্ণপূরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন পুরুষার্থ করাচ্ছেন।

সুতরাং বাবার প্রতি সম্মতা-সত্যতা থাকা অত্যন্ত জরুরী। কোনো কিছু লুকালে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। না শোনানোর কারণে ভুল বৃদ্ধি পেতেই থাকে। বাবা প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমত দেন তারপরও যদি কেউ না চলে এতে বাবার কি করার আছে।

বাবা বোঝান তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে বড় রয়্যালটি আর বিচক্ষণতা থাকা উচিত। খুব ভালোবাসার সাথে তোমাদের সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা সুতরাং স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য উত্তরাধিকার পাওয়া চাই। তোমাদের উত্তরাধিকার ছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছ। আবারও সেটা দিচ্ছি। লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া হল এখানকার লক্ষ্য। বাবা নিশ্চয়ই সত্যযুগে রাজত্ব করার ভাগ্য প্রদান করবেন। বাচ্চারা তোমাদের সার্ভিস করা উচিত। সবাইকে ২১ জন্মের জন্য জীবন-দান দিতে হবে। তোমরাই মহান পুণ্য আত্মা। তোমাদের মতো পুণ্য আত্মা আর কেউ হতে পারে না। পুণ্যের দুনিয়াতে চলার জন্য তোমাদেরকে অতি মিষ্টি হতে হবে। এঁরা হলেন পতিত-পাবন বাবা আর দাদা। বাচ্চাদের বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, কলিযুগকে রৌরব নরক বলে। এখানে শুধু দুঃখ আর দুঃখ। বাবা এসেছেন দুঃখধাম থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যেতে। আমরা এমন পারলৌকিক মাতা-পিতার থেকে সুখ নেওয়ার জন্য, মিলিত হওয়ার জন্য এসেছি। বড়ো খুশির বিষয়। তোমাদের খুশি হওয়ার কারণ এটাই যে আমরা শিবালয় স্থাপনকারী ভোলানাথ ভান্ডারী বাবার কাছে যাব। শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, রথকে নয়। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) বাবার সাথে অত্যন্ত সৎ হয়ে থাকা উচিত, কোনো কিছুই গোপন করা উচিত নয়। অত্যন্ত রয়্যালটি আর বিচক্ষণতার সাথে চলতে হবে।

২) ২১ জন্মের জন্য প্রত্যেকেই জীবনদান দেওয়ার সেবা করে পুণ্য আত্মা হতে হবে। আত্মা রূপী সুঁচে যে মরচে পড়েছে, স্মরণের যাত্রার দ্বারা সেই মরচে বের করতে হবে।

বরদান:- স্নেহের উড়ানের দ্বারা সমীপতার অনুভবকারী পাস উইথ অনার ভব স্নেহের শক্তিতেই সব বাচ্চারা এগিয়ে যাচ্ছে। স্নেহের উড়ান তন, মন, বা অন্তর থেকে বাবার সমীপে নিয়ে আসে। জ্ঞান, যোগ, ধারণা, যথাশক্তি নম্বরানুসারে আছে, কিন্তু স্নেহে প্রত্যেকেই নম্বর ওয়ান। স্নেহের আধারে সবাই সমীপে আছে। স্নেহের অর্থই হচ্ছে পাশে থাকা আর প্রতিটি পরিস্থিতিতে সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। এমনই সমীপে থাকা বাচ্চারাই পাশ উইথ অনার হতে সক্ষম হয়।

স্নোগান:- মায়া আর প্রকৃতির তুফানে সেফ থাকতে হলে বাবার হৃদয়-আসীন হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সব কিছু যদি সহ্য করতেও হয় তবুও এই শেষ জন্মে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে, পবিত্রতার সহযোগিতা বাবার প্রয়োজন”

*প্রশ্ন:- অন্তিম দৃশ্যটি কেমন হবে ? যা বৃদ্ধবার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে ?

*উত্তর:- অন্তিম দৃশ্য হল সকলের ফিরে যাওয়ার.... বলা হয়ে থাকে রাম গেল রাবণ গেল...এরপর সৃষ্টির সাফাইয়ের জন্য, নতুন দুনিয়ার প্রস্তুতির জন্য অল্প সংখ্যায় থাকবে। আমরাও যাবো তখন যেখানে জিত সেখানেই জন্ম হবে। ভারতেই জিত হবে, বাকি সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। রাজা রাজরারা যারা খুব ধনবান - তারা থাকবে যাদের কাছে আমাদের জন্ম হবে। তারপরে আমরা সৃষ্টির মালিক হবো। এই কথা বৃদ্ধবার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে। বলে প্রভু আমরা অন্ধ। দ্বারে দ্বারে পদে পদে আমরা হোঁচট খেয়ে থাকি। নিজেদেরকে নিজেরাই বলি যে আমরা হলাম অন্ধের সন্তান অন্ধ। গুরুদের দ্বারে, মন্দিরের দ্বারে, নদীর তীরে ধাক্কা খাই। অর্থ তো জানিনা যে উনি আমাদের পিতা। প্রভুকেও অনেক নাম প্রদান করেছে। বলে নিরাকার নাম রূপের উর্ধ্বে। কিন্তু নাম রূপের উর্ধ্বে তো কোনো জিনিস হয় না। তোমরা বলা পরম পিতা পরমাত্মা কখনও নাম রূপ থেকে পৃথক বা নাম রূপহীন হতে পারে কি ? মানুষ এই কথা তো নিজেরাই গান গেয়ে বলে যে আমরা নয়নহীন। বাবা এসে যখন পথ বলে দেন তখন শূঙ্গারিত (সুসজ্জিত) হই। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, উনি বাচ্চারা তোমাদেরকে পড়ান, মুক্তি জীবন মুক্তির পথ বলে দেন। অন্য কোনো সাধু সন্ত সন্ন্যাসী মুক্তি জীবনমুক্তির পথ বলেন না, তাহলে তাদেরকে গুরু বলবে কীভাবে। ড্রামায় তাদের পার্ট আছে। ভারতকে পতনের মার্গে পবিত্রতার শক্তি দ্বারা থামিয়ে রাখা। তারা যদিও পবিত্র থাকে কিন্তু জ্ঞান যোগের দ্বারা পবিত্র হয় না। ঔষধ ইত্যাদি গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় গুলি শিথিল করে শক্তিহীন করে দেয়। শক্তি তো তখন থাকবে যখন গৃহস্থ থাকবে বা স্ত্রী পুরুষ দুজনে স্বয়ম্বরের দ্বারা বিবাহ করে পবিত্র থাকবে। তাদেরকে বলা হয় বাল ব্রহ্মচারী যুগল। এখানেও বাবার কাছে শক্তি প্রাপ্ত হয়। পরম পিতা পরমাত্মাই এসে পবিত্র মার্গের স্থাপনা করেন। সত্য যুগে দেবী দেবতা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলেন, তাদের পবিত্র থেকেও সন্তান ছিল। মানুষ এই কথা জানেনা যে, পরম পিতা পরমাত্মা বসে কীভাবে তাদেরকে শক্তি প্রদান করেন, যারা গৃহস্থ থেকেও বিকারগ্রস্ত হয় না। দ্রৌপদী আহবান করেছিল যে, দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা করুন, তেমনই এখানেও অনেক কন্যারা আহবান করে। এখন পরমাত্মা এসে ২১ জন্মের জন্য সুরক্ষিত করেন। দ্রৌপদী তো কেউ একজন নয়, তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। তোমরা বাচ্চারা শিক্ষা প্রাপ্ত করো - স্বামী যদি মারধর করে তবুও তোমাকে সহ্য করে থাকতে হবে, কারণ পবিত্র না হয়ে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে না। কল্প কল্প তোমরা মাতারা শিব শক্তি হয়েছে। জগৎ অস্ত্রা সরস্বতীকে সিংহের উপরে বিরাজিত দেখানো হয়, এই মহিমাও তোমাদেরই। এ হল পতিত দুনিয়া বা আসুরিক দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়ার অর্থ হল ঈশ্বরীয় দুনিয়া। অর্থাৎ রাম এসে রামরাজ্য স্থাপন করেন। পবিত্রতা হল ফার্স্ট। কাম বিকার অতি বলবান। ভালো ভালো মানুষও বলে - এ তো ইম্পসিবল যে কোনো মানুষ পবিত্র থাকবে। আরে সত্য যুগে দেবী দেবতার সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। তোমরা মহিমা গান করে থাকো যে, আপনি সর্ব গুণ সম্পন্ন, আমরা নীচ পাপী। সুতরাং তাদেরকে দেবস্বরূপ প্রদান করেছেন এমন কেউ তো আছেন, তাইনা। বাবা সঙ্গম যুগে এসে সত্য যুগের স্থাপনা করেন। বাবা স্বয়ং এসে আসুরিক দুনিয়াকে দৈব দুনিয়া বানান। লোকেরা তো পতিতের অর্থ বোঝে না। তোমরা আহবান কর যে আমরা সবাই পতিত হয়েছি, হে পতিত-পাবন এসো। ভারত পবিত্র ছিল তখন ডবল মুকুট ধারী ছিল। এখন তোমরা প্রত্যেকের বায়োগ্রাফি জানো। এখন তোমরা বাবার আপন সন্তান হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে বাপদাদার স্মরণই আসে। উনি পিতা, নিরাকার, পরমধাম নিবাসী। এমন পিতার কথা কেউ জানেনা। মানুষ এই সময় অনেক দুঃখে আছে। মৃত্যুকে ভয় পায়। এখন বাবা বলেন মৃত্যু তো সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে রক্তের নদী বইবে তারপরে দুধের নদী বইবে।

এখন বাবা তোমাদের বিষয় সাগর থেকে পার করিয়ে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, ক্ষীর সাগরে সত্যযুগে থাকেন। এখানে দুধ খাওয়ার জন্য নেই, পাউডার পাওয়া যায়। সত্যযুগে কোনো জিনিস কম নয়। যথাযথভাবে ভারত প্রথমে স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়েছে। একে অপরকে আহত করতে থাকে। চেহারা মানুষের কিন্তু স্বভাব নোংরা। একে

অপরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। এ হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, এইখানে সদাচারী আসবে কোথা থেকে। কেউ দান পুণ্য করলেই সদাচারী হয়ে যায় কি ? এখন তো সবাই রাবণের মতানুযায়ী চলছে। দেবতার অনেক পবিত্র সুখী ছিল। রামরাজ্য এবং রাবণের রাজ্য কাকে বলে, সে কথাও ভারতবাসী জানেনা। রামরাজ্য চায়, কিন্তু কে স্থাপন করে - সেই কথা জানেনা। এই সময় মানুষকে যতটুকু টাকা দাও সেই দিয়ে পাপ করতেই থাকে কারণ এ'হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এখন তোমাদের বাবার মতানুসারে চলতে হবে। তোমরা বুঝেছো আমরা তো বাবার কাছে বর্ষা অবশ্যই নেবো। কিন্তু এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকো, ৬৩ জন্ম তোমরা বিকার গ্রস্ত হয়েছো। এখন এই একটি জন্ম পবিত্রতার সহযোগিতা করো তারজন্য পবিত্র থাকতে হবে। কৃষ্ণ গৌর বর্ণ ছিলেন পরে কাম চিতায় বসে শ্যাম বর্ণে পরিণত হন। পুনরায় জ্ঞান চিতায় বসে গৌর বর্ণের স্বর্ণের মালিক হন। তোমরা ই দেবতা ছিলে এখন অসুর হয়েছো। এ হল চক্র - পূজ্য থেকে পূজারী.... আত্মাই পরমাত্মা। রাত দিনের পার্থক্য। ড্রামা অনুযায়ী সবাইকে নীচে নামতেই হয়। এখন তোমরা গুরুদের গুরু, পতিদেরও পতি অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছো, তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করো তাইনা। শিব জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না যে শিববাবা এসে কি করেছেন। কীভাবে করেছেন। সোমনাথের বিশাল মন্দির বানিয়েছে, নিশ্চয়ই ভারতেই এসেছিলেন। কীভাবে এসেছেন, কি করেছেন, কিছুই বলতে পারে না। এইসব পরম্পরা অনুযায়ী হয়ে আসছে। গঙ্গার মেলা, কুস্তুর মেলা তারা বলে পরম্পরা ধরে হয়ে আসছে। এই সব উল্টো কথা বলে। তাহলে কি সত্য যুগ থেকেই দুনিয়া পতিত ছিল ? যা কিছু বলে, তার অর্থ কিছু বোঝেনা। একেই ভক্তি মার্গ বলা হয়। খ্রিষ্ট এসেছিলেন পুনরায় কবে আসবেন ? কেউ জানেনা। প্রদর্শনীতে তোমরা হাজার মানুষকে বোঝাও তবুও কোটিতে একজন জ্ঞান অর্জন করে।

এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের বর্ষা প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। তোমরা বলো যে আমরা সন্ন্যাসীদের পবিত্র থেকে দেখাবো। ভবিষ্যতে লোকেরা স্বীকার করবে যে এদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন পরম পিতা পরমাত্মা। তোমরা শুধু এইটুকু প্রমাণ করে বলো যে, বাবা সর্বব্যাপী নন, গীতার উচ্চারণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা হয়নি, এতেই তাদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব ভবিষ্যতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো পরম পিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। প্রথমে সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর এই রচনা করেন। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা। ব্রহ্মাই ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবচেয়ে উঁচু। শিববাবার মুখ বংশী ব্রাহ্মণ। তারা হল দেহধারী ব্রাহ্মণ (কুখ বংশী ব্রাহ্মণ)। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে তোমরা পবিত্র হবে। দেহধারীদের ভুলে যেতে হবে। পরিশ্রম আছে তাইনা। এখন নাটক পূর্ণ হয়েছে, সব অ্যাক্টররা চলে যাবে, খুব অল্পজন বাকি থেকে যাবে। রাম গেল, রাবণ গেল.... বাকি থাকবে কারা ? দুই দিকের অল্পজন বেঁচে থাকবে, বাকিরা সবাই ফিরে যাবে। তখন গৃহ নির্মাণ করবে যারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে যারা তারাও থাকে। সময় চাই তাইনা। আমরাও চলে যাব। তোমাদের জন্ম হবে রাজার কুলে। তারা সাফ সাফাই করবে। বাবা বলেছেন যেখানে জিত সেখানে জন্ম। ভারতেই জিত হবে। বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। ধনী রাজারা থাকবে, যাদের কাছে তোমাদের জন্ম হবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক হতে হবে তোমাদের। এমনও নয় এখানকার ধন সম্পদ সেখানে কোনো কাজে লাগবে। এখানকার সম্পত্তি ওয়ার্থ নট এ পেনি (কোনো কাজের নয়)। সেখানে সবকিছু নতুন থাকবে। হীরে জহরতের খনি ভরপুর হয়ে যাবে। তা নাহলে মহল তৈরি হবে কীভাবে। বুঝবার জন্য অনেক বুদ্ধি চাই।

তোমরা বাচ্চারা এখন ডবল অহিংসক হও, তোমরা জানো যে, আমরা কোনোরকম হিংসা করি না। এখানে তো ডবল হিংসা আছে। সত্য যুগে হিংসা থাকেই না। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা বুঝেছো - এই জ্ঞান ধনীদের জন্য কঠিন। বাবা হলেন গরিব নিবাজ, দিনের নাথ, শিববাবা তো হলেন দাতা। এই ভবন ইত্যাদি সবই তোমাদের জন্যই। বিশ্বের মালিক তোমাদেরকে বানাই। তাহলে নতুন ভবনে আমি কেন বসবো! বাবা বলেন আমি তো বসবো না। বাবা বলেন আমি বসবো না তো তোমরা কীভাবে বসবে। শিববাবা বলেন - আমি অভোক্ত (কোনো কিছুই ভোগ করি না), অচিন্তক (কোনো কিছু চিন্তা করি না), এই অভোক্ত, অচিন্তক এর অর্থ কি - সেসব অর্থ তোমরা জানো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না।

২) বাবার শক্তির দ্বারা এই শেষ জন্মে স্ত্রী পুরুষ একত্রে থেকেও পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে নিশ্চয়ই চলতে হবে।

বরদান:- নিজের দেবত্বের সংস্কার গুলিকে ইমার্জ করে দিব্যতার অনুভবকারী ব্যর্থ থেকে ইনোসেন্ট, অবিদ্যা স্বরূপ ভব

যখন তোমরা বাচ্চারা নিজেদের সত্য যুগী রাজ্যে ছিলে তখন ব্যর্থ বা মায়ার প্রভাব থেকে ইনোসেন্ট ছিলে, তাই দেবতাদের সেন্ট বা মহান আত্মা বলা হয়। অতএব নিজেদের সেই সংস্কার ইমার্জ করে, ব্যর্থ থেকে অবিদ্যা স্বরূপ হও। সময়, শ্বাস, বাণী, কর্ম সবচেয়েই ব্যর্থ থেকে অবিদ্যা অর্থাৎ ইনোসেন্ট। যখন ব্যর্থ থেকে অবিদ্যা হবে তখন দিব্যতা স্বতঃ এবং সহজ অনুভব হবে। তাই এই কথা ভাববে না যে পুরুষার্থ তো করছি - কিন্তু পুরুষ রূপে এই দেহ রূপী রথের দ্বারা কার্য করাও। একবারের ভুল যেন দ্বিতীয়বার রিপিট না হয়।

স্লোগান:- রুহানী গোলাপ সে-ই হয় যে কাঁটারে মাকখান থেকেও নির্লিপ্ত ও প্রিয় থাকে।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য -

অনেক মানুষ প্রশ্ন করে যে, কি প্রমাণ আছে যে আমরা আত্মা। এই বিষয়ে বোঝানো হয়, যখন আমরা বলি অহম্ আত্মা সেই পরমাত্মার সন্তান, তখন এটাই হল নিজেকে জিজ্ঞাসা করার মতো কথা। আমরা যে সারা দিন আমি আমি বলে থাকি, সেই শক্তিটি কি এবং যাকে আমরা স্মরণ করি উনি আমাদের কে হন? যখন কাউকে স্মরণ করা হয় তখন অবশ্যই আমরা আত্মারা তার কাছে কিছু প্রাপ্ত করতে চাই, সবসময় তাকে স্মরণ করলেই আমাদের প্রাপ্তি হবে। দেখো, মানুষ যা কিছু করে অবশ্যই মনে কিছু শুভ আশা রাখে, কারো সুখের আশা, কারো শান্তির ইচ্ছে থাকে তখন নিশ্চয়ই ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তাহলে অবশ্যই কেউ নিতে চায় এবং যার দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণ হয় তিনি নিশ্চয়ই কিছু দেবেন, দাতা তিনি। তাই তো তাকে স্মরণ করা হয়। এখন এই রহস্যটিকে পুরোপুরি বুঝতে হবে, সে কে? এই শক্তি যে বলছে আমি নিজেই আত্মা, আকারে জ্যোতির্বিন্দু সম, যখন মানুষ স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন সে বেরিয়ে যায়। যদিও স্থূল চক্ষুর দ্বারা দৃশ্যমান নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তার কোনো স্থূল আকার নেই কিন্তু মানুষ নিশ্চয়ই অনুভব করে যে আত্মা বেরিয়ে গেল। অতএব আমরা তাকে আত্মা বলবো, যে আত্মা হল জ্যোতি স্বরূপ, তাই আত্মার জন্ম দাতা পিতাও তার রূপের সম রূপ হবে, যে যেমন হবে তার সন্তানও সেই রূপ হবে। তাহলে আমরা আত্মারা পরমাত্মাকে কেন বলি উনি হলেন সর্ব আত্মার চেয়ে পরম? কারণ তাঁর উপরে মায়ার ছাপ পড়ে না। আমরা আত্মাদের উপরে মায়ার ছাপ পড়ে যায় কারণ আমরা জনম মরণের চক্রে আসি। এটাই হল আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। আত্মা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান-যোগের শৃঙ্গার করতে, সেই শৃঙ্গারকে স্থায়ী রাখার জন্য মায়ার কাছে কখনও পরাজিত হয়েও না”

*প্রশ্নঃ - কি এমন ছোট কথা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের নিশ্চয়কে ভেঙে সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা যদি চলতে চলতে কোনো ছোট ভুলের ভ্রমে ফেঁসে যায় তাহলে নিশ্চয় ভেঙে পড়ে। শ্রীমতে ভ্রম জন্ম নিলে তো মায়ী সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেবে। যে সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়, সে সেবাও করতে পারে না আর তার দ্বারা বিকারকে জয় করার পরিশ্রমও সম্ভব হয় না। এই রকম দুর্বল বাচ্চাদেরকেও দয়াবান বাবা রায় দেন যে, বাচ্চারা যদি তোমাদের মধ্যে বারংবার বিকারের প্রবেশ হতে থাকে, সেবাও যদি না করতে পারো, তবে বাবাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- তুমিই হলে মাতা, পিতা তুমিও...

ওম্ শান্তি । এখানে কার মহিমা করা হয়েছে ? মাতা-পিতার। তোমরা হলে সেই মাতা-পিতার সন্তান । তাকে বলা যায় অসীমের রচয়িতা। কতো ব্রহ্মাকুমার কুমারী আছে! জগদম্বা আর জগৎ পিতা, ব্রহ্মারও চিত্র আছে। কেবল ভিন্ন চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে বিশ্বের আদি অর্থাৎ সত্যযুগে অনেক সুখ ছিল। এখন পুনরায় অসীমের বাবার থেকে অসীমের সুখের উত্তরাধিকার তোমরা প্রাপ্ত করছো। এই মহিমা লৌকিক মা-বাবার হতে পারে না। এটা হল অসীমের মা-বাবার কথা। পরমপিতা পরমাত্মাকেই মাতা পিতা বলা যায়। কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার। এটা তো অনেকবার বোঝানো হয়েছে যে নতুন রচনা, নতুন ধর্মের জন্য এই হল নতুন জ্ঞান। দেবী-দেবতা ধর্ম এখন নেই। কেউ বলতে পারবেনা যে আমাদের হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। কেননা তাঁরা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। এখন সবাই বিকারী হয়ে গেছে। আর এই ধর্মকে প্রায় লোপও অবশ্যই হতে হবে। তবেই তো সেই ধর্মের স্থাপনা করার জন্য বাবাকে আসতে হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। উত্তরাধিকারের জন্য মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে পুনরায় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জন্ম তো নিয়েছো কিন্তু কার ঋণ দিয়ে ? মায়ের দ্বারা জন্ম নেয়। এখানেও এইরকম - মায়ের ঋণ দিয়ে তোমরা বাচ্চা হয়েছো। উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করে থাকে ভায়া মা। কিন্তু কারো নিশ্চয় আছে আবার কারো নেই। এমন নয় যে সকলেরই নিশ্চয় আছে, মায়ী ভুল করিয়ে দেয়। কোথাও না কোথাও ফেঁসে যায়। শ্রীমতে না চললে নিজেরই ভ্রমে ফেঁসে যায়, নিশ্চয় আছে তো পুনরায় অন্যান্য সব কথাতে ছেড়ে দেয়। শুনতেও হবে আর শোনাতেও হবে। কেউ বলে যে আমি সার্ভিস করতে পারব না। প্রজা না বানালে তো রাজাও হতে পারবে না। আচ্ছা অন্য কিছু না করতে পারো কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করো। স্বর্গে এসে যাবে। আচ্ছা বিকার গুলিকে জয় করার পরিশ্রম করতে পারছ না তথাপি বাবাকে স্মরণ করো তো স্বর্গে এসে যাবে, কিন্তু পদ কম প্রাপ্ত হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভক্তির পাট এখন শেষের দিকে। ভক্তির ফল দিতেই বাবা এসেছেন। তোমরাই নম্বরের ক্রমে সম্পূর্ণ ভক্তি করেছ। প্রথম প্রথম ভক্তি করেছো শিব বাবার, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের। এখন তো দেখো গলি-গলিতে কত মন্দির বানিয়ে দিয়েছে, কত সংসঙ্গ হয়। যেখানে এইসব জিনিস অনেক আছে, সেখানে পুনরায় এসব কিছুই থাকবেনা। একটাও মন্দির থাকবে না। এখন তো ভক্তির কতইনা সামগ্রী আছে। দ্বাপর-কলিযুগ হল ভক্তিমার্গের যুগ, তমোপ্রধান হওয়ার যুগ। এখন বাবা এইসব ঝঞ্জাট থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বলেন যে হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... দেহের সাথে এই সকলের থেকেও মমত্ব সরিয়ে নাও। এখন তোমাদের নতুন ঘরে যেতে হবে। যখন স্থাপনা হয়ে যায় তখন তো চলে যাবে তাই না। এটা হল পুরানো দুনিয়া, দুঃখ ধাম। এ হলো তোমাদের অস্তিম জন্য। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে বসে আছো। মাতা-পিতার কোলে আছো। নিয়ম অনুসারে বাবা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমাদের জন্ম দিয়েছেন, তাই উনি মা হয়ে গেলেন, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি পুনরায় শিব বাবার দিকে চলে যায়। তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার... শিব বাবার প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। তোমরা হলে সজ্ঞীও। শিব বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে শৃঙ্গার করে যোগ্য বানাতে। জ্ঞান আর যোগের দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদেরকে শৃঙ্গার করছেন। কেবল তোমরাই নও, এই আওয়াজ তো সব সেন্টারেই শুনতে থাকে। হাজার হাজার আত্মা শোনে। সকলেরই শৃঙ্গার হতে থাকে। কতো শৃঙ্গার করতে থাকেন তথাপি ময়লা হয়ে যাও। বাবা গাধার উদাহরণ দেন তাই না। বাচ্চারা তোমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... হতে হবে। বারংবার মায়ার কাছে হার খেওনা। বলে যে, বাবা আজ মায়ী থাপ্পর মেরে দিয়েছে। বাবা বলেন যে তোমরা কুলকে কলঙ্কিত

করছে। বাবারও নিন্দা তো বাচ্চাদেরও নিন্দা করাচ্ছো। তোমরা তো আরোই নিচে নেমে যাবে। এই কাম মহাশত্রু-র উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি তো অবশ্যই স্বর্গের মালিকই বানাবেন। যে এই সহজ রাজযোগ শিখবে, সেই স্বর্গে আসবে। এমন নয় যে সবাই স্বর্গে চলে আসবে। যদিও এরা মনে করে যে নতুন দুনিয়া গড়ফাদার রচনা করেন। এছাড়া, নতুন দুনিয়াতে কে রাজ্য করেন - এই রহস্য তো যখন কেউ বোঝাবে...! যদিও জানে যে ভারত হলো প্রাচীন, কিন্তু যথার্থ রীতি তো ভারতবাসীরা নিজেরাই জানেনা তো অন্যদেরকে কি বলবে। তোমরা বলতে পারো - ভারতের মত পবিত্র খন্ড আর কোথাও নেই। ভারতের মত অসীম ধনবান আর কোনও খন্ড নেই। এখন আমেরিকা ইত্যাদির কাছে যদিও অনেক ধন আছে কিন্তু ভারতের তুলনায় তো এ যেন কড়ি তুল্যা। ভারতই হল সকল ধর্মের তীর্থস্থান। সকল আত্মাদের বাবা ভারতে আসেন, নরককে স্বর্গ বানাতে। সবাইকে মুক্তি দিতে। মহিমা সবই তাঁর। ফুলও তাঁর উপরেই বর্ষণ করা উচিত। কিন্তু গীতাতে নাম লুপ্ত করে দিয়েছে, এই জন্য মহত্ব কম করে দিয়েছে। খ্রিস্টানরা উল্টোপাল্টা কথা শুনেছে তো তারাও পুনরায় গ্লানির কথা শুনিয়ে নিজের ধর্মে অনেককে কনভার্ট করে নিয়েছে। কতো কতো সংখ্যায় খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এ তো তো কল্প-কল্পেই হতে থাকবে। বাবা বলেন, যখন এইরকম ধর্ম-গ্লানি হয় তখন পুনরায় আমি এসে ভারতকে হীরের মত বানাই। অসীমের বাবার থেকে অসীমের সুখ প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের স্থাপনা হয়। তিনি হলেন শিব বাবা। তোমরা হলে শিবশক্তি ভারতমাতা আর তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের শিবশক্তি সেনাদেরকে সাধারণ মানুষ জানে না। তোমরাই জানো যে বরাবর আমরা হলাম শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা। এই নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটা হল পুরানো পতিত দুনিয়া, আর সেটা হল পবিত্র নতুন দুনিয়া। এই পতিত দুনিয়াতে পবিত্র কেউ থাকতে পারে না। শাস্ত্রে কি না কি লিখে দিয়েছে। যারা শোনায়ে তাদেরকেও অনেক হুশিয়ার থাকতে হবে। শাস্ত্রও শুনে এসেছে, সাতদিনের কোর্সও করেছে। রুদ্র যজ্ঞ ইত্যাদিও রচনা করেছে। তথাপি দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হয়। যা কিছুই করুক হোক না কেন বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। মানুষের কাছে এই জ্ঞান নেই তো শাস্ত্রের কানরস অনেক ভালো লাগে। তোমাদের এখন সেসব আর ভালো লাগেনা এই জন্য বাবা বলেন যে হিয়ার নো ইভিল... কেবল আমাকে স্মরণ করো, শ্রীমতে চলো তো শ্রেষ্ঠ হবে। আসুরিক মতে চলতে থাকলে তো অসুরই হতে থাকবে। সেটা হল রাবণের মত। মানুষ রাবণের মতে চলছে তবেই তো রাবণকে জ্বালাতে থাকে। বাবা প্রত্যেক কথা ভালো রীতিতে বসে বোঝাচ্ছেন। এই হল বীজ আর বৃক্ষের জ্ঞান, একে কল্পবৃক্ষ বলা হয়। এর আয়ু হল ৫ হাজার বছর। যদি সত্য যুগের আয়ু লক্ষ বছর হয়ে থাকে তাহলে তো হিন্দু সংখ্যায় অনেক হওয়া উচিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা ভালো ভাবে জেনে গেছ যে বিনাশ তো হবেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসতেই থাকবে। একে আবার তারা ঈশ্বরীয় বিপর্যয় বলে দেয়। কিন্তু ভগবান কি কখনো বিপর্যয় নিয়ে আসেন! এটা তো ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। বিনাশ না হলে তো নতুন দুনিয়া কিভাবে রচনা করা হবে। মহাভারত লড়াইয়ের দ্বারাই তো গেট খুলবে। বাচ্চারা সাফাৎকার করেছে, গন্তব্য স্থল অনেক উচ্চ। তাই কেউ সাহস রাখে না। দেখো কালকেও বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে এই মৃত্যুলোকে তোমাদের এটাই হল অন্তিম জন্ম। এখন আমি অমর লোকের মালিক বানাতে এসেছি। এই অন্তিম জন্ম বাবার শ্রীমৎকে মেনে চলো। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। লৌকিক বাবার কথা যদি বাচ্চারা না মানে তাহলে বাবা বলবেন যে তুমি হলে আমার কুপুত্র। বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান, তার নির্দেশ অনুসারে চললে সহায়তা প্রাপ্ত হবে, পুনরায় বাচ্চারা বলে যে আচ্ছা চিন্তা করে দেখবো। আরে কাল শরীর ছেড়ে দিলে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। ৫ বিকারের অসুখ অত্যন্ত কষ্টদায়ী। মায়া সবাইকে রোগী বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন যে আমার শ্রীমতে চলো। মায়া তো অনেক বিকল্পে নিয়ে আসবে, অনেক ঝড় তুফান আসবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। পুনরায় বলবে যে এটা কি হল, বাবার বাচ্চা হওয়ার পর এই অবস্থা হয়ে গেলো! কিন্তু বাবা বলেন যে তোমরা শিব বাবাকে সব কিছু দিয়ে দিলে তো তোমরা ট্রাস্টি হয়ে গেলো। তিনি তোমাদেরকে সম্পূর্ণ হিসাব দিয়ে দেবেন। তোমরা চিন্তা কেন করছো!

তোমরা জানো যে এখন ভারতের নৌকা প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে, বাবা উদ্ধার করতে এসেছেন। বাবা ছাড়া স্বর্গ কে বানাবে! বলা হয় যে দ্বারকা নিচে চলে গেছে, এখন উপরে কীভাবে আসবে। কচ্ছ মচ্ছ নিয়ে আসবে কি? এ হল ড্রামার চক্র, যাকে বুঝতে হবে। সত্য যুগ ত্রেতা যখন উপরে থাকে তখন দ্বাপর কলিযুগ নিচে চলে যায়। সৃষ্টি চক্রের চিত্র এত বড় বানাতে হবে যে রকম আয়না ফুল সাইজেরও বানায় তাই না। বাবা বলেন যে বাচ্চারা আয়নাতে নিজদের মুখ দেখতে থাকো, কোথাও বাঁদরের মতো তো হয়ে পড়ছে না! যার মধ্যে বিকার আছে সে বাঁদরের থেকেও খারাপ হয়ে যায়। দেবতার তো হলেন মন্দিরের যোগ্য। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের কোনও মন্দির তৈরী হয়না। মন্দির কেবল দেবতাদেরই হয় কেননা তাদের আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে। এখানে পবিত্র শরীর তো প্রাপ্ত হতে পারে না। মানুষ কতইনা যজ্ঞ রচনা করে, কথা কাহিনী শুনতে থাকে। বাবা তো একটাই অসীমের যজ্ঞ রচনা করেন, যাকে রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। এই

যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়, বাকি সব যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ প্রসিদ্ধ। শিব জ্ঞান যজ্ঞ প্রসিদ্ধ নয়। রুদ্রের অর্থাৎ শালগ্রামের পূজা হয়। কতো শালগ্রাম তৈরি করে। শিব তো একটাই বানিয়ে থাকে। প্রজা তো অনেক হবে, এত খোড়াই বানাতে পারবে! শিব বাবা আর তোমরা বাচ্চাদের পূজা হয়ে থাকে কেননা তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে মুক্ত করছো। তোমরা হলে শিবশক্তি - উদ্ধারকারী। এরকম অনেকে আছে যারা নিজেকে সর্বদয়া লিডার বলে থাকে। এখন সমগ্র দুনিয়ার উপর দয়া তো কেউ করতে পারে না। সবার উপর দয়া করার জন্য দয়াবান শিব বাবাকেই বলা যায়। মানুষের নাম তো বড় বড় রেখে দেয়। সকলের উপর দয়া বা কৃপা করা অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাওয়া - এই কাজ তো এক পরমাত্মারই। সকলের গতি সঙ্গতি দাতা তো এক শিব বাবা। মানুষ কারো সদগতি করতে পারে না। একজনেরও করতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার। তোমাদেরকে বলে যে তোমরা শাস্ত্রকে মান্য করো না কিন্তু যেটা সামনে আছে, চোখ দিয়ে দেখছ, মান্য কেন করো না! কিন্তু এখন আমরা শ্রীমতে চলছি, যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হবো। শ্রীমত হল ভগবানের, শ্রীকৃষ্ণের মতে চলে না। কৃষ্ণের আত্মাও পূর্বজন্মে শ্রীমতের দ্বারা এরকম শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়েছিলেন, তৎস্বম। তার রাজধানীও তো হবে তাইনা। একেলা কৃষ্ণ কি করবে! কাঁটার থেকে ফুল এক বাবা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারেনা। বাবা এসেছেন তো অবশ্যই স্বর্গ রচনা করবেন তাই না। না হলে তো অবতার নেওয়ার কি দরকার ছিল? অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন আর এখন পুনরায় তৈরি করছেন। সেখানেও মন্দির ইত্যাদি থাকবে না। তোমরা জানো যে বাবা ভারতে এসেছেন, ভারতকে স্বর্গ বানাতে। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, মায়ার তুফান তো সকলের কাছেই আসবে। বাবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর। জ্ঞান আর যোগেরও অনুভব জিজ্ঞাসা করো। সংকল্প যেটা বিকল্প হয়ে যায়, তারও অনুভব জিজ্ঞাসা করো। বাবা সকলের সামনে আছেন, তো এই তুফানগুলিকে অবশ্যই পাশ করবেন। আমরা বাবাকে স্মরণ করি তথাপি মায়াও কম নয়। যত শক্তিশালী ততই মায়া সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করবে। ভয় পেয়োনা। লেখেও যে, বাবা মায়াকে বলো যেন বিরক্ত না করে কিন্তু মায়া তুফান তো নিয়ে আসবেই, ভয় পেয়োনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বাবাকে সব কিছুই হিসাব দিয়ে ট্রাস্টি হয়ে সমস্ত চিন্তাগুলির থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। বাবার নির্দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে চলে সহায়তার পাত্র হতে হবে।

২) মানবের ডুবে যাওয়া নৌকাকে স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধারকারী আশ্রয়দাতা) হয়ে পার করতে হবে। বাবার সহায়ক হয়ে পূজনীয় যোগ্য হতে হবে।

বরদান:- প্রতটি সেকেন্ডে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করে সফলতার খুশি অনুভবকারী সফলতা মূর্তি ভব সফলতার মূর্তি হওয়ার বিশেষ সাধন হলো - প্রতিটি সেকেন্ডকে, প্রতিটি শ্বাসকে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করা। যদি সংকল্প, বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্কে সকল প্রকারের সফলতার অনুভব করতে চাও তাহলে সফল করতে থাকো, ব্যর্থ যাবেনা। যদি চাও নিজের প্রতি সফল করো অথবা চাও তো অন্যান্য আত্মাদের প্রতি সফল করো, তাহলে অটোমেটিক সফলতার খুশি অনুভব করতে থাকবে। কেননা সফল করা অর্থাৎ বর্তমানে সফলতা প্রাপ্ত করা আর ভবিষ্যতের জন্য জমা করা।

স্লোগান:- যখন সংকল্পেও কোনও আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারে না তখন বলা হবে সম্পূর্ণতার নিকটবর্তী স্থিতি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;